জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

## শিক্ষক সংস্করণ

# ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

## চতুর্থ শ্রেণি

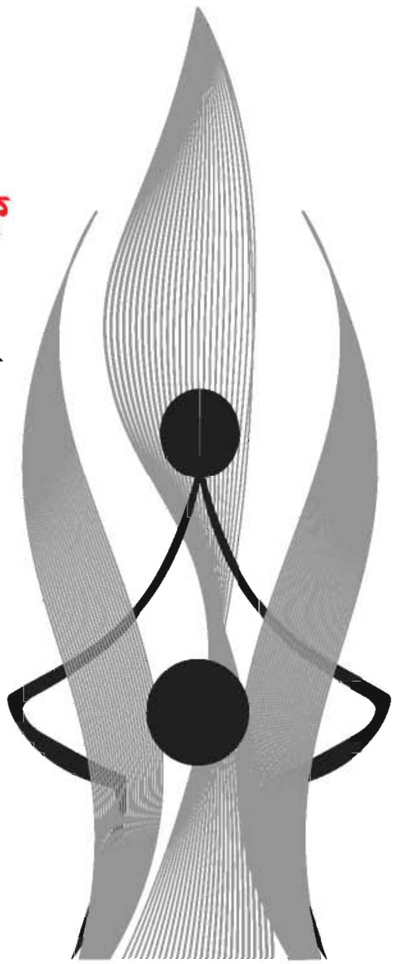

লেখক ও সম্পাদক

মোহাম্মদ তমিজউদ্দিন
মোঃ কোরবান আলী
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন
মেহেরুননেছা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬

চিত্রাঙ্কন
মোঃ আরিফুল ইসলাম
সমন্বয়কারী
জুলেখা শারমিন

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: হুনান তিয়ানওয়েন জিনহুয়া প্রিন্টিং কো. লি. হুনান প্রভিন্স, চায়না

# প্রসঙ্গ-কথা

প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে প্রবর্তন করা হয় । শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রথম বারের মতো পরিমার্জন করা হয়। পরবর্তিতে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণীত হওয়ার পর ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পুনরায় পরিমার্জন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের বিষয়টিকে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পরিমার্জিত নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০১৩ সালে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সারা দেশে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। শিখন শেখানো কার্যক্রমের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একই সঙ্গে যেসব বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেগুলোর জন্য 'শিক্ষক সংস্করণ', যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই সেগুলোর জন্য 'শিক্ষক নির্দেশিকা' এবং 'শিক্ষক সহায়িকা' প্রণয়ন করা হয়।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা একটি আবশ্যকীয় বিষয়। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে **ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা** বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য রয়েছে **ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা** শীর্ষক শিক্ষক নির্দেশিকা। শিক্ষক সংস্করণে পাঠের বিষয়বস্তু, প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, প্রতিটি পাঠের বিষয়বস্তু, পাঠসংশ্লিষ্ট শিখনফল, শিক্ষা উপকরণ, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, ধারাবাহিক মূল্যায়নের নির্দেশনা, সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্ন এবং পরিকল্পিত কাজ সংযোজিত হয়েছে। শিক্ষক সংস্করণে শুরুতে রয়েছে শিক্ষকের জন্য সাধারণ নির্দেশনা। এই নির্দেশনা অনুসরণ করে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। শিক্ষার্থীদের বিষয়সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা, নৈতিক গুণাবলি অর্জন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের বিকাশের বিষয়গুলি শিক্ষক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব শিখন পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের কৌশল রয়েছে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে শিক্ষক নির্দেশিকায় বর্ণিত নির্দেশনার সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন– এমনটাই প্রত্যাশা করছি।

উল্লেখ্য, শিক্ষক প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও চুড়ান্তকরণের কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিখন বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও বিষয় বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেছেন। শিক্ষক সংস্করণসমূহ শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযোগী হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে দেশের সাতটি বিভাগের মোট ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ট্রাই আউট সম্পন্ন করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইংয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষক নির্দেশিকাটি প্রণীত হয়েছে। এটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও পরিমার্জন থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁদের জন্য এটি প্রণীত ও প্রকাশিত হলো, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণিকক্ষে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করলে দেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে এবং আমাদের এই উদ্যোগ ও প্রয়াস সফল হবে। এর ফলে দেশের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের এই মহৎ আয়োজন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

**প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা**
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

# শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা

শিক্ষার্থীদের ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয় সংশ্লিষ্ট যোগ্যতাভিত্তিক শিখনফল অর্জন করানোর উদ্দেশ্যে শিক্ষককে শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা করার সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। পাঠদান কার্যক্রমের মাধ্যমে যোগ্যতাভিত্তিক শিখনফল অর্জনের লক্ষে শিক্ষককে সহায়তাদানের জন্যই শিক্ষক সংস্করণ প্রণীত হয়েছে।

১. শিক্ষক প্রতিটি পাঠের প্রস্তুতি গ্রহণকালে সংশ্লিষ্ট পাঠটি কয়েকবার গভীর মনোযোগসহ পড়বেন।
২. শিক্ষক সংস্করণের পাঠসংশ্লিষ্ট নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করবেন।
৩. শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে সালাম ও কুশল বিনিময় করবেন। প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে দু'জন করে শিক্ষার্থীর খোঁজখবর নিবেন।
৪. পাঠ শিরোনাম "..........." বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে সরবে বলতে ও লিখতে বলবেন।
৫. শ্রেণিকক্ষে বন্ধুত্বপূর্ণ, আনন্দদায়ক, নান্দনিক ও নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তুলবেন।
৬. শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনায় শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করবেন ও সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
৭. পঠন-পাঠন আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষক নির্দেশনা অনুযায়ী উপকরণ ব্যবহার করবেন। এসব উপকরণ ছুটি বা অবসর সময়ে তৈরি ও সংগ্রহ করে স্কুলে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।
৮. পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি/চার্ট যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে ছবিটি দেখতে বলবেন।
৯. উপকরণ ব্যবহারে সতর্কতার সাথে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই সম্পৃক্ত করবেন।
১০. ছোট ছোট ও সহজ প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে নিজের কথায় বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের শেখাবেন।
১১. পাঠের মূল বিষয় বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে সরবে বলতে ও লিখতে বলবেন।
১২. শিক্ষক কেন্দ্রিক বক্তৃতাদান পদ্ধতি যথাসম্ভব পরিহার করার চেষ্টা করবেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু প্রদর্শন ও পর্যাপ্ত অনুশীলনের ব্যবস্থা করবেন।
১৩. প্রতিটি পাঠ উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থী কর্তৃক পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার নিশ্চিত করবেন।
১৪. মূল্যায়নে শিক্ষক নির্দেশিকার অনুশীলনী প্রশ্নাবলীর বাইরেও শিখনফলকেন্দ্রিক প্রশ্ন করবেন।
১৫. ভুল উত্তর দেয়ার কারণে শিক্ষার্থীদেরকে কখনও তিরস্কার করবেন না বা শাস্তি দেবেন না।
১৬. সঠিক উত্তর দেয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের "ধন্যবাদ" জানিয়ে প্রশংসা করা আবশ্যক।
১৭. বিষয়বস্তু ভিত্তিক সমগ্রপাঠ শেষ করার পর কমপক্ষে ৭টি পাঠ পুনরালোচনার জন্য রাখবেন।
১৮. শিখন-শেখানো কার্যাবলির সকল পর্যায়ে মৌখিক, লিখিত, পর্যবেক্ষণ এর মাধ্যমে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করবেন ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা দিবেন।
১৯. শিক্ষার্থীদেরকে দেয়া পরিকল্পিত কাজ শিক্ষক পর্যবেক্ষন করবেন এবং সংগ্রহ করে মূল্যায়ন করবেন।
২০. বিদ্যালয়ের নিকট পরিবেশ সংশ্লিষ্ট পাঠগুলোর শিখন-শেখানো কার্যাবলি যথাসম্ভব শ্রেণিকক্ষের বাইরে পরিচালনা করবেন।
২১. শিখন-শেখানো কার্যাবলি বাস্তবায়ন করার জন্য মাঝে মাঝে অভিভাবকদের সাথে আলাপ আলোচনা করবেন।

# সূচিপত্র


| অধ্যায় | বিষয়বস্তু | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১ | ইমান ও আকাইদ | ১-৪৫ |
| ২ | ইবাদত | ৪৬-৯৫ |
| ৩ | আখলাক | ৯৬-১৩০ |
| ৪ | কুরআন মজিদ শিক্ষা | ১৩১-১৬৭ |
| ৫ | নবি ও রসুলগণের পরিচয় ও জীবনাদর্শ | ১৬৮-২২১ |

শিক্ষক সংস্করণ

# ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

## চতুর্থ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

# সাধারণ নির্দেশনাবলি

প্রতিটি পাঠের নির্ধারিত অংশ শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পূর্বে শিক্ষকগণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ রাখবেন।

১. শ্রেণি পাঠদানের পূর্বে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেবেন; এই উদ্দেশ্যে পূর্বপ্রস্তুতির সময় পাঠটি কয়েকবার পড়বেন।

২. পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক সংস্করণে দেওয়া নির্ধারিত যোগ্যতা, শিখন, শেখানো কার্যাবলি এবং ধারাবাহিক মূল্যায়ন অনুসরণ করবেন। প্রয়োজনে পাঠ্যপুস্তকের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য ছোট ছোট প্রশ্ন সংযোজন করবেন।

৩. পাঠ্যপুস্তকের ছবিকে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করবেন। সম্ভব হলে পাঠের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ও আকর্ষণীয় অন্যান্য উপকরণও ব্যবহার করবেন। এর দ্বারা পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তুলবেন।

৪. যথাসম্ভব স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্নভাবে লিখে চকবোর্ড/ব্লাকবোর্ড ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদেরও বোর্ডে লিখতে উৎসাহিত করবেন।

৫. শিক্ষার্থীরা লেখার সময় খাতায় মার্জিন রাখে কি না, তা দেখবেন। সুন্দর হাতের লেখার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দেবেন।

৬. শ্রেণিকক্ষে প্রমিত চলিত ভাষায় কথা বলবেন; আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবেন।

৭. শুদ্ধ উচ্চারণ ও নির্ভুল ভাষার প্রয়োগে উৎসাহিত করার জন্য শিক্ষার্থীদের মৌখিক অনুশীলন ও আবৃত্তি করাবেন।

৮. প্রয়োজন অনুযায়ী কঠিন শব্দ, শব্দের বানান ও শব্দের অর্থ বিশেষভাবে শেখানোর অনুশীলন করাবেন।

৯. ভাষা শিখন-শেখানোর কাজে চারটি দক্ষতার যথা–শোনা, বলা, পড়া ও লেখার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীর চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোর উপর গুরুত্ব দেবেন।

১০. শিক্ষক সংস্করণটি হচ্ছে পাঠদানের ক্ষেত্রে সহায়ক বন্ধু। তদনুসারে প্রস্তুতি নিয়ে পাঠদান করবেন।

১১. গান সুর দিয়ে অঙ্গভঙ্গি/অভিনয় করে বা করতে দিয়ে আনন্দদায়ক পাঠদানের ব্যবস্থা করবেন।

১২. পাঠের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ গান, ছোট ছোট নতুন গল্প, নাটিকা ইত্যাদি মূকাভিনয়, একক অভিনয়, দলগত অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করে পাঠকে আকর্ষণীয় ও স্থায়ী করার ব্যবস্থা করবেন।

১৩. পাঠদানের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রার্থনার মাধ্যমে ধর্মীয় আবহ সৃষ্টি করবেন।

১৪. বিভিন্ন মণ্ডলীতে নামের বানান বা অনুবাদ এবং ঐতিহ্যগত যে ভিন্নতা রয়েছে শিক্ষক সে বিষয়ে উল্লেখ করবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

# ইমান ও আকাইদ– اَلْاِيْمَانُ وَالْعَقَائِدُ

আমরা মুসলিম। আমাদের ধর্মের নাম ইসলাম। ইসলামের মূল কথাই হলো ইমান। ইমান অর্থ বিশ্বাস। ইসলামের মূল বিষয়গুলোকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করাকে ইমান বলে।

ইসলামের মূল বিষয়গুলোকে অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার এবং সেই অনুসারে আমল করাই হলো প্রকৃত ইমান। যার ইমান আছে তাকে বলে মুমিন বা মুসলিম।

আকাইদ হলো আকিদা শব্দের বহুবচন। আকিদা অর্থ বিশ্বাস। আর আকাইদ মানে বিশ্বাসমালা। একজন মুসলিমের ইমান ও আকাইদ বিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

## মহান আল্লাহর পরিচয় ( مَعْرِفَةُ اللّٰهِ )

আমরা মানুষ। আমরা নিজে নিজে সৃষ্টি হই নি। আমাদের সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করছি তাও নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি। এ সুন্দর পৃথিবীও সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তায়ালা। আমাদের জন্য যা যা প্রয়োজন সেসবও তিনিই সৃষ্টি করেছেন।

পৃথিবী

কত বিশাল এই পৃথিবী। এতে আছে পাহাড়–পর্বত, নদী–নালা, খাল–বিল ও গাছপালা। আছে নানারকম ফলফলাদি ও ফুল–ফসল। আরও আছে নানা রকম পশুপাখি ও জীবজন্তু । এ সবই সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ। তিনি এসব সৃষ্টি করেছেন আমাদের জন্য। তিনিই আলোবাতাস, পানি ও মাটি সৃষ্টি করে সকল সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখেন, লালন পালন করেন।

আমরা জাতীয় কবির সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলব–

এই শস্য–শ্যামল ফসল ভরা মাটির ডালিখানি

খোদা তোমার মেহেরবানী।

আমাদের মাথার উপর আছে দিগন্ত জোড়াবিশাল আকাশ। আকাশে আছে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র। পৃথিবীর চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বড় এক একটি নক্ষত্র। আরও আছে অসংখ্য ছায়াপথ। আর নীহারিকাপুঞ্জ। একসময় এসব কিছুই ছিল না। এসব কে সৃষ্টি করেছেন? এসবও সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ। তিনি এসব শুধু সৃষ্টিই করেননি, অত্যন্ত সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণও করছেন এবং সুন্দরভাবে পরিচালনা করছেন। তিনি সকল সৃষ্টির মালিক। তিনি সর্বশক্তিমান।

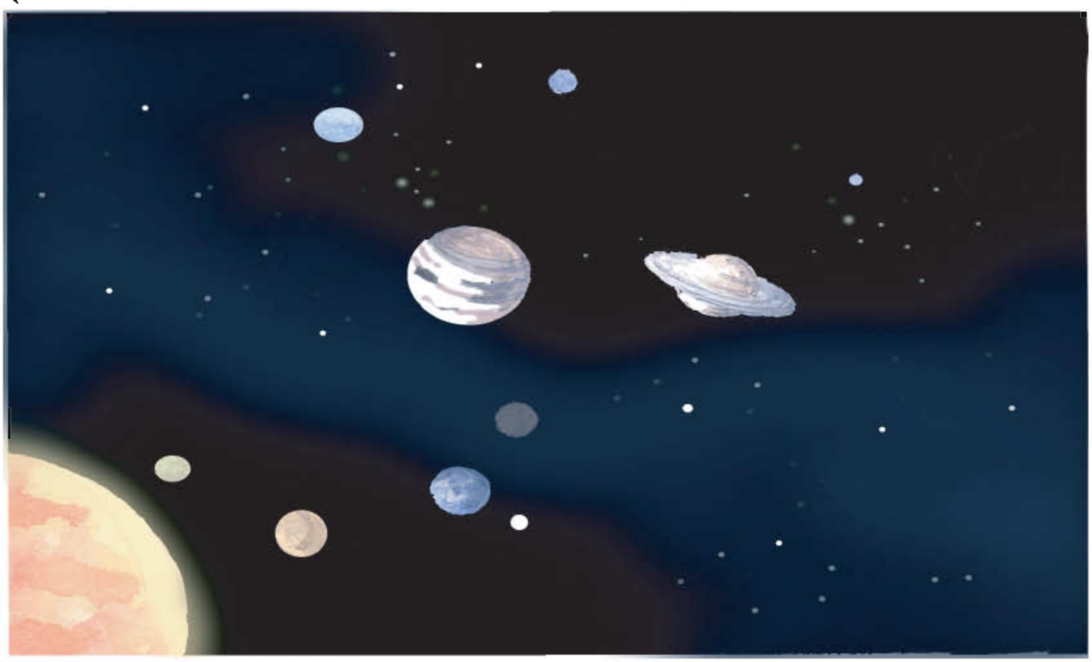

আকাশ ও সৌরজগৎ

মহান আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। তাঁর সত্তা ও গুণের সাথে তুলনা করা যায় এমন কোনো কিছুই নেই। তিনি অনাদি, অনন্ত ।

আমরা জানব ও বিশ্বাস করব—

ক. আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ।

খ. আসমান–জমিন ও এ দুইয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ।

গ. মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং অতুলনীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই।

পরিকল্পিত কাজ: 'আল্লাহ তায়ালার পরিচয়'—শিক্ষার্থীরা সংক্ষেপে নিজ নিজ খাতায় লিখবে।

## আল্লাহ মালিক ( اَللّٰهُ مَالِكٌ )

আল্লাহু মালিকুন অর্থ আল্লাহ মালিক। মালিক অর্থ অধিপতি। পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের বসবাসের জন্য পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। কতো বড়, কতো সুন্দর এই পৃথিবী। এতে আছে পাহাড়–পর্বত, খালবিল, নদীনালা, পশুপাখি, জীবজন্তু, গাছপালা ও ফল–ফসল। এসবের মালিক আল্লাহ।

মাটির উপরে যেমন ছোট–বড় অসংখ্য সৃষ্টি আছে। মাটির নিচেও আছে অনেক কিছু। আছে তেল, গ্যাস, কয়লা, লোহা, সোনা, হীরা। আরও কতো কিছু। এসবের মালিকও মহান আল্লাহ।

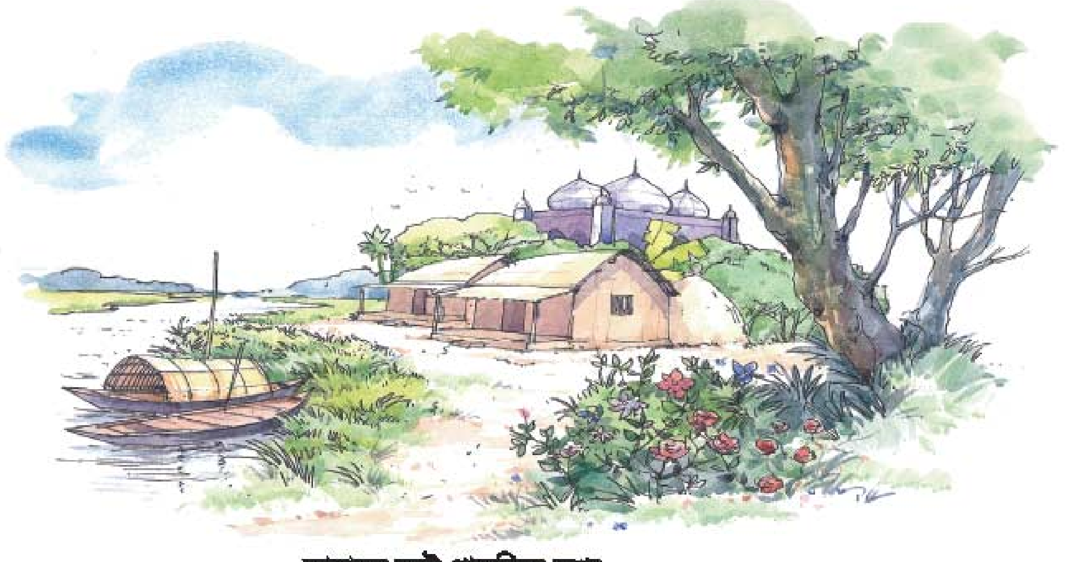

আল্লাহর সৃষ্ট প্রাকৃতিক দৃশ্য

আমাদের মাথার উপরে আছে বিশাল আকাশ। আকাশে আছে চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র ও তারা। আরও আছে গ্রহ, উপগ্রহ, ছায়াপথ ও নীহারিকাপুঞ্জ। এ বিশাল পৃথিবীর চেয়েও লক্ষ লক্ষ গুণ বড় এক একটি নক্ষত্র। এসব কিছুরও মালিক আল্লাহ তায়ালা।

কুরআন মজিদে আছে, **“আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব কিছুরই মালিক আল্লাহ”**। আল্লাহ আমাদেরও মালিক। পরম দয়ালু আল্লাহ এসব কিছুই আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর এবাদতের জন্য। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় আমাদের জন্ম হয়। তাঁর ইচ্ছায় আমরা বেঁচে থাকি। আবার তাঁর ইচ্ছায়ই আমাদের মৃত্যু হয়। তিনি আমাদের জীবন-মৃত্যুর মালিক। আমাদের ধনসম্পদের মালিক আল্লাহ। আমাদের সুখ-দুঃখের মালিকও তিনি। তাঁর মালিকানায় কোনো শরিক নেই।

সৌরজগৎ

আমরা কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলব:

কুল মাখলুক আল্লাহ তায়ালা
তোমার দয়ার দান
তুমিই সবার স্রষ্টা পালক
সর্বশক্তিমান।
বাদশাকে করো নিমিষে ফকির
ফকিরকে করো ধরার আমীর
জীবিতকে তুমি করিতেছো মৃত
মৃতকে দিতেছো প্রাণ ॥

– *কবি সাব্বির আহমেদ*

আমরা বিশ্বাস করি– আসমান জমিনের মালিক আল্লাহ। দুনিয়ার সকল ধনসম্পদের মালিক আল্লাহ। আমাদের সুখ–দুঃখের মালিক আল্লাহ। আমাদের জীবন–মৃত্যুর মালিকও আল্লাহ। আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালো কাজ করব।

পরিকল্পিত কাজ : 'আল্লাহ সবকিছুর মালিক'। এ বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীরা ৫টি বাক্য খাতায় লিখবে।

## আল্লাহ সর্বশক্তিমান (اَللّٰهُ قَدِيْرٌ)

আল্লাহু কাদীরুন। কাদীর অর্থ সর্বশক্তিমান। তাঁর মতো শক্তি আর কারো নেই। সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষের জন্য এই বিশাল পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। পাহাড়–পর্বত, সাগর–মহাসাগর সৃষ্টি করেছেন। গাছপালা, পশুপাখি, জীবজন্তু এসবই তিনি সৃষ্টি করেছেন।

আমাদের মাথার উপর যে বিস্তীর্ণ আকাশ তা সৃষ্টি করেছেন কে? এই আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকাপুঞ্জ, ছায়াপথ এসবই সৃষ্টি করেছেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ। আমরা দেখি প্রতিদিন পূর্বদিক রাঙা করে সূর্য উঠে। দিন হয়। আবার দিন শেষে পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত যায়। রাত হয়। দিন–রাতের এ পরিবর্তন কে করেন? সর্বশক্তিমান আল্লাহই এ পরিবর্তন করেন। তিনি অসীম শক্তির অধিকারী। তাঁর হুকুমে পৃথিবীর সবকিছু

প্রাকৃতিক শোভামন্ডিত জনপদের দৃশ্য

তাঁর ব্যবস্থাপনায় চন্দ্র–সূর্য, গ্রহ–নক্ষত্র ও নীহারিকাপুঞ্জ আপন কক্ষপথে পরিচালিত হয়। কোথাও কোনো অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা বা সংঘর্ষ দেখা যায় না। মহান আল্লাহ আলো, বাতাস, আগুন, পানি সৃষ্টি করেছেন। তিনিই এসব নিয়ন্ত্রণ করেন। মেঘমালা পরিচালনা করেন। বৃষ্টিবর্ষণ করে শুকনো মাটিতে প্রাণের সঞ্চার করেন। তাঁর ইচ্ছাতেই মরুভূমির বুকচিরে সুপেয় পানির ঝরনাধারা বেরিয়ে আসে। আমরা মাটিতে বীজ বপন করি, তা হতে চারা গজায়।

আলো, বাতাস, পানি অনেক সময় আমাদের বিপদের কারণ হয়। অতিবৃষ্টি, জলোচ্ছ্বাসে ঘরবাড়ি, গাছপালা ডুবে যায়। মানুষ ও পশুপাখি ভেসে যায়। ভূমিকম্প, ঝড়–তুফানে ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। বড় বড় গাছপালা উপড়ে যায়। সাজানো গোছানো জনপদ লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। আমাদের আশ্রয়টুকুও থাকে না। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ‘সিডর’ ও ‘আইলার’ তাণ্ডবের কথা আমরা আজও ভুলতে পারি নি। এ ধরনের দুর্যোগে আমরা আল্লাহর উপর ভরসা রাখব। দুর্গতদের সাহায্যে এগিয়ে আসব। আলো–বাতাস, আগুন–পানি সবকিছুই মহান আল্লাহর শক্তির অধীন।

লণ্ডভণ্ড জনপদের দৃশ্যাবলি

আল্লাহ শাস্তি দিতে চাইলে কেউ রক্ষা পায় না। তিনি নমরুদ, ফিরআউনের মতো পরাক্রমশালী জালিম শাসকদের ধ্বংস করেছেন। হযরত নূহ (আ)–এর অবাধ্য সম্প্রদায়কে প্লাবনে ডুবিয়ে মেরেছেন। ছোট ছোট পাখি দ্বারা আবরাহা বাদশাহর বিশাল বাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা রক্ষা করলে কেউ তাকে মারতে পারে না। অত্যাচারি নমরুদ হযরত ইবরাহীম (আ) কে পুড়িয়ে মারার জন্য অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। কিন্তু আগুন তাঁকে স্পর্শও করতে পারেনি। কারণ আগুন সর্বশক্তিমান আল্লাহর অধীন। মহান আল্লাহ ফিরআউনের হাত থেকে হযরত মুসা (আ) কে রক্ষা করেছিলেন। ঈসা (আ) কে ঘাতকদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহম্মদ (স) কেও কাফিরদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

আমরা মহান আল্লাহকে সর্বশক্তিমান হিসেবে বিশ্বাস করব। তাঁর কাছেই সাহায্য চাইব। তাঁর উপর ভরসা রাখব।

## আল্লাহ শান্তিদাতা ( اَللّٰهُ سَلَامٌ )

আল্লাহু সালামুন। সালাম অর্থ শান্তি । আল্লাহু সালামুন অর্থ আল্লাহ শান্তিদাতা। আমাদের মন যখন ভালো থাকে, তখন শান্তি লাগে। শরীর ভালো থাকলে মনে শান্তি লাগে।

যখন আমাদের মন খারাপ হয় তখন শান্তি লাগে না। শরীর খারাপ হলেও মনে শান্তি থাকে না। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করেন। আল্লাহ আমাদের রোগমুক্ত করেন। আমরা সুস্থ হই। শান্তি পাই।

আমাদের পরিবারে আছেন আব্বা–আম্মা, ভাইবোন। আছেন দাদা–দাদি। পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে আমরা অস্থির হয়ে পড়ি। আমাদের শান্তি থাকে না। আমরা তাঁদের সেবা করি। আল্লাহর কাছে দোয়া করি। তিনি বিপদমুক্ত করেন। আমরা শান্তি পাই।

অনেক সময় আমাদের বইখাতা, কলম–পেন্সিল হারিয়ে যায়, তখন আমাদের মন খারাপ হয়ে যায়। শান্তি থাকে না। আবার যখন তা খুঁজে পাই, তখন শান্তি পাই। আমরা যখন বন্ধু ও সহপাঠীদের সাথে মিলেমিশে থাকি, তখন ভালো লাগে। বন্ধু ও সহপাঠীদের সাথে কখনো কখনো ঝগড়া হয়। মন খারাপ হয়। তখন শান্তি লাগে না। তাড়াতাড়ি ঝগড়া মিটিয়ে ফেলব, তা হলে শান্তি লাগবে।

রসুল (স) বলেছেন, ‘সেই ব্যক্তিই সত্যিকার মুসলমান, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে’। রসুল (স) সব সময় শান্তির জন্য কাজ করতেন। অনেক সময় কাফিরদের অন্যায় আবদার মেনে নিতেন। শান্তির জন্য সন্ধি করতেন। একে অপরের সাথে দেখা হলে আমরা সালাম দেই। শান্তি কামনা করি। বলি **‘আসসালামু আলাইকুম’**। অর্থ আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। সালামের জবাবে বলি **‘ওয়া আলাইকুমুস সালাম’**। অর্থ: আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক।

সালাম বিনিময় একটি সুন্দর নিয়ম। এতে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

কুশল বিনিময় করছে

প্রচুর ধনসম্পদ থাকলেই শান্তি পাওয়া যায় না। অনেক আগে কারুন নামে এক ব্যক্তি ছিল। তার ধনসম্পদ ছিল প্রচুর। কিন্তু তৃপ্তি ছিল না, শান্তি ছিল না। সে আরও সম্পদ লাভের জন্য অস্থির ছিল। সে আল্লাহর শোকর করত না। গরিবের হক আদায় করত না। জাকাত দিত না। আল্লাহর হুকুমে সে তার ধনসম্পদসহ ধ্বংস হয়ে গেল।

আল্লাহ তায়ালা যাকে শান্তি দেন সেই শান্তি পায়। কুঁড়েঘরে থাকলেও শান্তি পায়। অভাব–অনটনেও শান্তি থাকে। আল্লাহ শান্তি দিলে কেউ তার ক্ষতি করতে পারে না।

অত্যাচারী শাসক নমরুদ নিজেকে উপাস্য দাবি করেছিল। হযরত ইবরাহীম (আ) তা মানতে পারলেন না। শাস্তি দেওয়ার জন্য নমরুদ তাঁকে জ্বলন্ত আগুনের কুণ্ডে নিক্ষেপ করল। আল্লাহ তায়ালা আগুনকে বললেন, "হে আগুন! ইবরাহীমের জন্য ঠাণ্ডা হও, শান্তিদায়ক হও"। আগুন হযরত ইবরাহীমকে (আ) স্পর্শও করতে পারল না।

একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই শান্তিদাতা । যারা আল্লাহর হুকুম মেনে চলে তিনি তাদের শান্তি দেন। দুনিয়াতে শান্তি দেন। আখিরাতেও শান্তি দিবেন। তাঁর একটি গুণবাচক নাম 'সালাম'। শান্তিদাতা।

আমরা আল্লাহ তায়ালাকে পরম শান্তিদাতা বলে বিশ্বাস করব। তাঁর কাছেই শান্তি চাইব। সবার সাথে শান্তিতে বাস করব। শান্তির পক্ষে কাজ করব।

## কলেমা শাহাদত كَلِمَةُ شَهَادَةٍ

কালিমাতু শাহাদাতিন। কলেমা অর্থ বাক্য। শাহাদাত অর্থ সাক্ষ্য দেওয়া। কলেমা শাহাদত মানে সাক্ষ্য দেওয়ার বাক্য। এই কলেমা দ্বারা তওহিদ ও রিসালতের সাক্ষ্য দিই। এ দ্বারা আমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই মাবুদ হিসেবে স্বীকার করে নিই। হযরত মুহম্মদ (স)কে আল্লাহর বান্দা ও রসুল হিসেবে সাক্ষ্য দিই। তওহিদ ও রিসালতের উপর ঈমান আনি। এটি ইসলামের মূল বিষয়। কলেমা শাহাদত হলো:

| | |
|---|---|
| আশ্হাদু আল্ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু | اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ |
| ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু | وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ |
| আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু | اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ |

কলেমা শাহাদতে দুটি অংশ আছে :

প্রথম অংশ: আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই।

এই প্রথম অংশ দ্বারা আমরা আমাদের স্রষ্টা, পালনকারী, রিজিকদাতা, পরম দয়ালু, একমাত্র আল্লাহকে মাবুদ হিসেবে স্বীকার করে নিই। আর সাক্ষ্য দিই– আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এবাদতের যোগ্য নেই।

ওয়াহ্দাহু দ্বারা আমরা আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের স্বীকারোক্তি করি। আর 'লা

শারীকালাহু' দ্বারা শিরককে বাতিল বলে ঘোষণা দিই। কারণ শিরক হলো তওহিদের বিপরীত। একজন মুমিন কোনো রকম শিরকে লিপ্ত হতে পারে না। আমরা জানি আল্লাহর কোনো শরিক নেই।

দ্বিতীয় অংশ : ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসুলুহু

অর্থ : "আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই মুহম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা ও রসুল।"

এই দ্বিতীয় অংশ দ্বারা সাক্ষ্য দিই যে, মুহম্মদ (স) যেমন আল্লাহর বান্দা তেমনি তিনি আল্লাহর রসুল।

আমরা আল্লাহকে চিনতাম না। আল্লাহ সম্বন্ধে জানতাম না। কোন কাজে আল্লাহ তায়ালা খুশি হন তাও জানতাম না। মুহম্মদ (স) আমাদের আল্লাহর পরিচয় জানিয়েছেন। তাঁর বাণী শুনিয়েছেন। আল্লাহর এবাদত করার নিয়ম শিখিয়েছেন। তিনি নিজে আল্লাহর বিধান পালন করে আমাদের তা হাতে–কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা আল্লাহর পথে চলব। রসুল (স)–এর দেখানো পথে চলব। তওহিদ ও রিসালতে বিশ্বাস হলো ইমানের মূলকথা।

জাতীয় কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলব :

তুমি কতই দিলে রতন, ভাই বেরাদার পুত্র স্বজন
ক্ষুধা পেলে অন্ন জোগাও, মানি চাই না মানি
খোদা তোমার মেহেরবানী ॥
খোদা তোমার হুকুম তরক করি আমি প্রতিপায়
তবু আলো দিয়ে বাতাস দিয়ে বাঁচাও এ বান্দায় ॥
শ্রেষ্ঠ নবী দিলে মোরে, তরিয়ে নিতে রোজাহাশরে
পথ না ভুলি তাই তো দিলে পাক কুরআনের বাণী
খোদা তোমার মেহেরবানী ॥

## ইমান মুজমাল (اِيْمَانٌ مُّجْمَلٌ)

| | |
|---|---|
| আমানতু বিল্লাহি কামা হুয়া বিআসমাইহি | اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَآئِهٖ |
| ওয়া সিফাতিহী ওয়া কাবিলতু জামী'আ | وَ صِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ |
| আহকামিহী ওয়া আরকানিহী | اَحْكَامِهٖ وَاَرْكَانِهٖ |

অর্থ : আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর উপর ঠিক তেমনি যেমন আছেন তিনি, তাঁর সব নাম ও গুণাবলিসহ। আর মেনে নিলাম তাঁর সব হুকুম–আহকাম ও বিধিবিধান।

ঈমান অর্থ বিশ্বাস। আর মুজমাল অর্থ সংক্ষিপ্ত । ঈমান মুজমাল মানে সংক্ষিপ্ত বিশ্বাস। ইসলামের মূল বিষয়গুলোকে সংক্ষেপে বিশ্বাস ও স্বীকার করাকে বলে ঈমান মুজমাল। ঈমান মুজমাল দ্বারা সংক্ষিপ্ত কথায় ঈমানের ঘোষণা দেওয়া হয়।

আমাদের মাবুদ মহান আল্লাহ। তিনি এক, অদ্বিতীয়, অতুলনীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। তাঁর আছে অনেক সুন্দর গুনবাচক নাম। আল্লাহর সত্তায় যেমন বিশ্বাস করতে হয়, তেমনি তাঁর সিফাত বা গুণাবলিতেও বিশ্বাস করতে হয়। তাঁর সত্তার সাথে কারো তুলনা হয় না। তেমনি তাঁর গুণের সাথে তুলনা করা যায় এমন কোনো কিছুই নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তাঁর মতো কোনো কিছুই নেই"।

একজন মুমিন মুসলিমকে আল্লাহ তায়ালার একক সত্তায় বিশ্বাস করতে হয়। তাঁর গুণাবলিতে বিশ্বাস করতে হয়। তারপর আল্লাহর আহকাম ও আরকান বা বিধিবিধান গ্রহণ করতে হয়। তাঁর আদেশ–নিষেধ মেনে চলতে হয়। আমাদের জন্য যা কল্যাণকর, যা ভালো তিনি তা গ্রহণ করতে বলেছেন। আর যা অকল্যাণকর, যা মন্দ তা বর্জন করতে বলেছেন। এই গ্রহণ ও বর্জন মিলেই হলো ঈমান। ঈমান মুজমাল খুব সংক্ষিপ্ত । কিন্তু এর বিষয়বস্তু ব্যাপক। এর তাৎপর্য গভীর।

আমরা আল্লাহ তায়ালার সত্তার ও গুণাবলিতে বিশ্বাস করব। মহান আল্লাহর বিধি–বিধান ও আদেশ–নিষেধ মেনে নেব।

**পরিকল্পিত কাজ :** শিক্ষার্থীরা ঈমানে মুজমালের অর্থ সুন্দর করে খাতায় লিখবে।

## ঈমান মুফাসসাল (اِيْمَانٌ مُفَصَّلٌ)

| | |
|---|---|
| আমানতু বিল্লাহি ওয়ামালাইকাতিহী ওয়াকুতুবিহী | اٰمَنْتُ بِاللهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ |
| ওয়ারুসুলিহী ওয়াইয়াওমিল আখিরি ওয়ালকাদরি | وَرُسُلِهٖ وَيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ |
| খাইরিহী ওয়াশাররিহী মিনাল্লাহি তাআলা | خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللهِ تَعَالٰى |
| ওয়াল বাসি বাদাল মাউত। | وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ |

অর্থ : আমি ইমান আনলাম আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব ও তাঁর রসুলগণের উপর। আরও ইমান আনলাম শেষ দিবসে ও তকদিরের ভালোমন্দে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে।

ইমান অর্থ বিশ্বাস। আর মুফাসসাল অর্থ বিস্তারিত। ইমান মুফাসসাল অর্থ বিস্তারিত বিশ্বাস। আমরা মুমিন। ইসলামের কতকগুলো মূল বিষয়ের উপর আমাদের ইমান আনতে হয়। আমরা এর আগে যে বিষয়গুলোতে সংক্ষিপ্ত কথায় স্বীকার করেছি, এখন সে বিষয়গুলোকে বিস্তারিত ভাবে জানব। বিস্তারিতভাবে স্বীকার করব। সে জন্য একে বলা হয় ইমান মুফাসসাল।

ইমান মুফাস্সালে আমরা সাতটি বিষয়ের উপর ইমান আনি। বিষয়গুলো হলো :

| | | |
|---|---|---|
| ১. আল্লাহ | ২. ফেরেশতা | ৩. কিতাব |
| ৪. রসুলগণ | ৫. শেষ দিবস | ৬. তকদির |
| ৭. মৃত্যুর পর পুনরুত্থান | | |

১। ইমানের প্রথম বিষয় : আল্লাহ তায়ালার উপর বিশ্বাস

ইমানের প্রথম কথাই হলো আল্লাহর উপর বিশ্বাস। আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ তাঁর সত্তায় এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি তাঁর গুণাবলিতেও অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। তিনি অনাদি, অনন্ত। তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। যখন কোনো কিছুই ছিল না তখন ছিলেন তিনি। আবার একদিন সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন তিনিই থাকবেন। মহান আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু শোনেন ও দেখেন। আসমান-জমিনের সবকিছু তাঁর সৃষ্টি। তিনি সকল সৃষ্টির পালনকারী। তিনি পরম দয়ালু। তিনিই সবকিছুর মালিক। আমরা ভালো কাজ করলে তিনি খুশি হন। মন্দ কাজ করলে অসন্তুষ্ট হন। আমরা আল্লাহর উপর ভরসা রেখে ভালো কাজ করব।

২। ইমানের দ্বিতীয় বিষয় : মালাইকা বা ফেরেশতাগণে বিশ্বাস

ফেরেশতাগণ আল্লাহ তায়ালার বিশেষ সৃষ্টি। তাঁরা নূরের তৈরি। নূর মানে আলো। তাঁরা আল্লাহর আদেশে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত। তাঁরা কখনো আল্লাহর হুকুম অমান্য করেন না। তাঁদের পানাহারের প্রয়োজন নেই। আল্লাহর জিকিরই তাঁদের জীবিকা। তাঁদের সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। চারজন ফেরেশতা খুব প্রসিদ্ধ।

ক. হযরত জিবরাইল (আ) : তিনি নবি–রসুলগণের কাছে আল্লাহর ওহি নিয়ে আসতেন। ওহি মানে আল্লাহর বাণী।

খ. হযরত মিকাইল (আ) : তিনি জীবের জীবিকা বণ্টন ও মেঘবৃষ্টির দায়িত্বে নিয়োজিত।

গ. হযরত আযরাইল (আ) : তিনি আল্লাহর হুকুমে জীবের জান কবজ করেন।

ঘ. হযরত ইসরাফিল (আ) : তিনি শিঙ্গা হাতে আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় আছেন। তিনি প্রথম ফুঁ দেবেন, তাতে সকল সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। দ্বিতীয় ফুঁ দেবেন তখন সবকিছু জীবন ফিরে পাবে।

একদল ফেরেশতা আছেন, যাঁরা মানুষের ভালো–মন্দ কাজের হিসেব রাখেন। তাঁদের বলে কিরামান কাতিবিন। মানে সম্মানিত লেখকগণ। মুনকির–নকির নামে আরও একদল ফেরেশতা আছেন। তাঁরা কবরে প্রশ্ন করবেন। প্রশ্ন করবেন– আল্লাহ, রসুল ও দীন সম্বন্ধে। আল্লাহর অনুগত বান্দারা এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন।

৩। ইমানের তৃতীয় বিষয় : আসমানি কিতাবে বিশ্বাস

আল্লাহ তায়ালা নবি–রসুলের কাছে ওহি পাঠিয়েছেন। ওহি হলো আল্লাহর বাণী। আল্লাহর বাণীসমূহের সমষ্টিকে বলে আসমানি কিতাব। আসমানি কিতাবে আছে মানুষের জন্য হিদায়েত। মুক্তির কথা।

আসমানি কিতাব হলো ১০৪ খানা। ৪ খানা বড়। আর ১০০ খানা ছোট। ছোট কিতাবকে সহীফা বলে। সহীফা মানে পুস্তিকা।

৪ খানা বড় কিতাব হলো :

১. তাওরাত : হযরত মূসা (আ)–এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

২. যাবুর : হযরত দাউদ (আ)–এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

৩. ইনজিল : হযরত ঈসা (আ)–এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

৪. কুরআন মজিদ : হযরত মুহম্মদ (স)–এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

কুরআন মজিদ সর্বশেষ আসমানি কিতাব। এতে আছে কেয়ামত পর্যন্ত বিশ্বের সকল মানুষের সব সমস্যার সমাধান, ভালো হওয়ার শিক্ষা। আমরা সকল কিতাবে বিশ্বাস করব। আর কুরআন মজিদের শিক্ষা মেনে চলব।

৪। ইমানের চতুর্থ বিষয় : নবি–রসুলে বিশ্বাস

আমরা আগেই জেনেছি মানুষের হিদায়েতের জন্য আল্লাহ তায়ালা ওহি পাঠিয়েছেন। ওহি আসত নবি–রসুলগণের কাছে। নবি–রসুলগণ মানুষের শিক্ষক। তাঁরা আদর্শ শিক্ষক। তাঁরা ছিলেন নিঃস্বার্থ মানবদরদি। তাঁরা মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতেন। তাঁকে খুশি করার পথ দেখাতেন। কিতাবে বিশ্বাস করা যেমন ইমানের অঙ্গ, নবি–রসুলে বিশ্বাস করাও তেমনি ইমানের অঙ্গ।

প্রথম নবি হলেন হযরত আদম (আ)। আর শেষ নবি হলেন হযরত মুহম্মদ (স)। এই দুজনের মাঝে অনেক নবি–রসুল এসেছেন। আল্লাহ বলেন, "এমন কোনো জনপদ নেই যেখানে আমি কোনো নবি পাঠাইনি"।

কুরআন মজিদে ২৫ জন নবি–রসুলের নাম উল্লেখ আছে। যেমন হযরত আদম (আ), হযরত ইদরীস (আ), হযরত নূহ (আ), হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত ইসমাঈল (আ), হযরত ইসহাক (আ), হযরত ইয়াকুব (আ), হযরত ইউসুফ (আ), হযরত হূদ (আ), হযরত সালিহ (আ), হযরত লূত (আ), হযরত শুআইব (আ), হযরত আইয়ুব (আ), হযরত জাকারিয়া (আ), হযরত দাউদ (আ), হযরত সুলাইমান (আ), হযরত মূসা (আ), হযরত ঈসা (আ), হযরত মুহম্মদ (স) । আমরা সকল নবি–রসুলগণে বিশ্বাস করব। সম্মান করব। আর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি হযরত মুহম্মদ (স)–এর আদর্শ মেনে চলব।

৫। ইমানের পঞ্চম বিষয় : শেষ দিবসে বিশ্বাস

আমরা এই দুনিয়ায় চিরদিন বেঁচে থাকি না। এ জীবন চিরস্থায়ী নয়, ক্ষণস্থায়ী। আমাদের যেমন জন্ম আছে, তেমনি মৃত্যুও আছে। সকল প্রাণীরই মৃত্যু আছে। যার জীবন আছে তার মৃত্যু আছে। আমাদের সুন্দর পৃথিবীও একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। শেষ হয়ে যাবে। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

আমাদের মৃত্যুর পরের জীবনকে বলে আখিরাত। আখিরাত মানে পরকাল। মৃত্যুর পরেই এ জীবনের শুরু হয়। কবর, কেয়ামত, হাশর, জান্নাত, জাহান্নাম–এসবই আখিরাতের জীবনের অন্তর্ভুক্ত। আখিরাতের জীবনের শুরু আছে শেষ নেই। সে জীবন অনন্ত কালের। আল্লাহ বলেন, "এ দুনিয়ার জীবন তা অস্থায়ী উপভোগের বস্তু। আর আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস"।

ইমানের অন্যান্য বিষয়ের উপর বিশ্বাস যেমন জরুরি, আখিরাত বা শেষ দিবসে বিশ্বাসও তেমনি জরুরি। দুনিয়ায় যে যেমন কাজ করবে আখিরাতে তেমনি ফল ভোগ করবে। ভালো কাজ করলে আখিরাতে পুরস্কার পাবে। আর মন্দ কাজের জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে। শেষ দিবস বা আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি তার কাজকর্মে সতর্ক হয়। পুরস্কারের আশায় ভালো কাজ করে। আর শাস্তির ভয়ে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে। এতে তার নৈতিক চরিত্র উন্নত হয়।

কবি যথার্থই বলেছেন,

দুনিয়াটা আখিরাতের
খামার বাড়ি ভাই
ভবের হাটের ক্ষেতখামারে
ফসল ফলান চাই ॥
এই ফসলের নেইকো জুড়ি
এক কণা তার হয় না চুরি
হিসাব লেখেন দুই মুহরী
সদা সর্বদাই ॥
অচিন দেশের যাত্রী সবাই
টারমিনালে ক্ষণিকের ঠাঁই
কখন যে হায় ঘণ্টা বাজে
ঘড়ির সময় হলে ॥

– কবি সাব্বির আহমেদ

৬। ইমানের ষষ্ঠ বিষয় : তকদিরে বিশ্বাস

তকদির মানে ভাগ্য। আমাদের ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণকারী আল্লাহ তায়ালা। আমাদের জীবনে যা ঘটে, যা হয় সবই হয় আল্লাহর নির্ধারিত হুকুমে। এই নির্ধারিত হুকুমকে বলে তকদির। আমাদের ভাগ্যে কী আছে, আমরা তা জানি না। আমরা চেষ্টা করব, কাজ করে যাব। আর ফলাফলের জন্য আল্লাহর উপর নির্ভর করব। সফল হলে শোকর করব। বিফল হলে সবুর করব, তকদির বলে মেনে নিব। তকদিরে বিশ্বাস মানুষকে অলস করে না।

আশায় উজ্জীবিত করে।

৭। ইমানের সপ্তম বিষয় : মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস

মৃত্যুই আমাদের শেষ কথা নয়। ইহকালে আমরা যেসব কাজ করি তার জবাবদিহি করতে হবে পরকালে। সকলকে আবার জীবিত করে হাশরের ময়দানে উঠানো হবে। সেখানে হিসাব–নিকাশ ও সাক্ষ্যপ্রমাণ নিয়ে বিচার করা হবে। বিচারক হবেন মহান আল্লাহ। ভালো কাজের পুরস্কার হিসেবে জান্নাত দেওয়া হবে। জান্নাত হলো পরম সুখের স্থান। যারা পাপ করবে, খারাপ কাজ করবে তাদের শাস্তির জন্য নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে। জাহান্নাম হলো চরম দুঃখ–কষ্ট ও ভীষণ শাস্তির স্থান।

পুনরুত্থানে বিশ্বাস মানুষকে দায়িত্বশীল করে তোলে। পুরস্কারের আশায় সৎকর্মশীল করে তোলে। আর শাস্তির ভয়ে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। এতে নৈতিক চরিত্র উন্নত হয়। আমরা–

একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই মাবুদ বলে বিশ্বাস করব।

আল্লাহর ফেরেশতাগণে বিশ্বাস করব।

আল্লাহর রসুলগণকে বিশ্বাস করব।

শেষ দিবসে বিশ্বাস করব।

তকদিরে বিশ্বাস করব।

মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করব।

আখিরাতের পুরস্কারের আশায় ভালো কাজ করব।

আখিরাতের শাস্তির ভয়ে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকব।

আমাদের নৈতিক চরিত্র উন্নত করব।

## পরিকল্পিত কাজ

১. শিক্ষার্থীরা ইমানে মুফাস্‌সালের অর্থ সুন্দর করে খাতায় লিখবে।

২. শিক্ষার্থীরা চারজন প্রধান ফেরেশতার নাম ও তাঁদের কাজ খাতায় লিখবে।

৩. শিক্ষার্থীরা দশজন নবি–রসুলের নাম খাতায় লিখবে।

# অনুশীলনী

## নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

### ক.বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ( ✓ ) চিহ্ন দাও।

১। ইমান অর্থ কী?

ক সত্য কথা বলা খ. বিশ্বাস
গ. গচ্ছিত রাখা ঘ. শৃঙ্খলা

২। আমাদের স্রষ্টা কে?

ক মাতা খ. পিতা
গ. আল্লাহ ঘ. পিতামাতা উভয়ই

৩। আমাদের জীবন–মৃত্যুর মালিক কে?

ক আল্লাহ খ. আযরাইল (আ)
গ. রাষ্ট্রপ্রধান ঘ. প্রধান বিচারপতি

৪। কাদীর অর্থ কী?

ক অধিপতি খ. শান্তিদাতা
গ. সর্বশক্তিমান ঘ. সর্বত্র বিরাজমান

৫। সালাম শব্দের অর্থ কী?

ক দয়া খ. শান্তি
গ. সৃষ্টি ঘ. ক্ষমা

৬। শাহাদত অর্থ কী?

ক দীক্ষা দেওয়া খ. সাক্ষ্য দেওয়া
গ. পরীক্ষা দেওয়া ঘ. দান করা

৭। ইমান মুজমাল অর্থ কী?

ক সংক্ষিপ্ত বিশ্বাস খ. আন্তরিক বিশ্বাস
গ. বিস্তারিত বিশ্বাস ঘ. মৌখিক বিশ্বাস

৮। ইমান মুফাসসালে কয়টি বিষয়ের উল্লেখ আছে?

ক তিনটি খ. চারটি

গ. পাঁচটি ঘ. সাতটি

৯। ওহি নিয়ে আসতেন কোন ফেরেশতা?

ক আযরাইল (আ) খ. মিকাইল (আ)

গ. ইসরাফিল (আ) ঘ. জিবরাইল (আ)

১০। আসমানি কিতাব কত খানা?

ক ৪ খানা খ. ১০০ খানা

গ. ১০৪ খানা ঘ. ১১০ খানা

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১) যার ইমান আছে তাকে বলে ——— ।

২) আল্লাহু সালামুন অর্থ আল্লাহ ——— ।

৩) পরস্পরে দেখা হলে আমরা ——— দিই।

৪) মুহম্মদ (স) আল্লাহর ——— ও রসুল।

৫) তকদির মানে ——— ।

গ. রেখা টেনে অর্থ মেলাও :

| | |
|---|---|
| ১) মালিক | বাক্য |
| ২) কাদীর | শান্তিদাতা |
| ৩) সালাম | অধিপতি |
| ৪) কলেমা | সর্বশক্তিমান |

ঘ. রেখা টেনে সঠিক উত্তর মেলাও :

| | |
|---|---|
| ১) আযরাইল (আ) | ওহি আনতেন |
| ২) জিবরাইল (আ) | মেঘবৃষ্টি ও রিজিকের দায়িত্বে |
| ৩) ইসরাফিল (আ) | জীবের জান কবজ করেন |
| ৪) মিকাইল (আ) | শিঙ্গা ফুঁ দেবেন |

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

১) আল্লাহ তায়ালার পাঁচটি গুণের নাম লিখ।

২) ইমান মুফাসসালে কয়টি বিষয়ের উল্লেখ আছে?

৩) চারজন প্রসিদ্ধ ফেরেশতার নাম লিখ।

৪) চারখানা বড় কিতাবের নাম লিখ।

৫) দশজন নবি–রসুলের নাম লিখ।

৬) আসমানি কিতাব কতো খানা?

৭) ছোট কিতাবকে কী বলে?

৮) সর্বশেষ নবি কে?

১০) সর্বশেষ আসমানি কিতাব কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১) সংক্ষেপে আল্লাহর পরিচয় দাও।

২) আল্লাহ তায়ালার কয়েকটি গুণের নাম লিখ।

৩) 'আল্লাহ সর্বশক্তিমান' কথাটির অর্থ বুঝিয়ে লিখ।

৪) 'আল্লাহ শান্তিদাতা' বাক্যটি বুঝিয়ে লিখ।

৫) কলেমা শাহাদত অর্থসহ বাংলায় লিখ।

৬) ইমান মুজমাল অর্থসহ বাংলায় লিখ।

৭) ইমান মুফাসসালে উল্লিখিত বিষয়গুলোর নাম লিখ।

৮) আল্লাহর উপর বিশ্বাস কথাটি বুঝিয়ে লিখ।

৯) প্রসিদ্ধ ফেরেশতাদের নাম ও তাঁদের কাজ বর্ণনা কর।

১০) আসমানি কিতাব কাকে বলে? সর্বশেষ আসমানি কিতাবের সংক্ষেপে বর্ণনা দাও।

## পরিকল্পিত কাজ

ক. এই শব্দগুলো খাতায় লিখ।

| | |
|---|---|
| يَا اللهُ | يَا مَالِكُ |
| يَا سَلَامُ | يَا قَدِيْرُ |

খ. প্রকৃতির একটি ছবি আঁক।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

# প্রথম অধ্যায়

# ঈমান ও আকাইদ - اَلْاِيْمَانُ وَالْعَقَائِدُ

**অর্জন উপযোগী যোগ্যতা:**

১.১ আল্লাহর পরিচয় বলতে পারা এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনা ।

১.২ আল্লাহ সব কিছুর মালিক এ সম্পর্কে জানা ।

১.৩ সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা । আল্লাহ সর্বশক্তিমান এ বিষয়ে জানা ও ঈমান আনা ।

১.৪ আল্লাহ শান্তিদাতা এ কথা জানা । মহান আল্লাহ বিধানদাতা এ কথা জানা ও ঈমান আনা ।

১.৫ কলেমা শাহাদত শিক্ষার্থীদের শেখা এবং ঈমান আনা ।

১.৬ ঈমান মুজমাল শিক্ষার্থীদের জানা, শেখা ও ঈমান আনা ।

১.৭ ঈমান মুফাসসাল অর্থসহ জানা এবং ঈমান মুফাসসালে বর্ণিত বিষয়বস্তুর প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা ।

১.৮ ফেরেশতা সম্বন্ধে জানা, ঈমান আনা এবং ফেরেশতাগণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করা ।

১.৯ আসমানি কিতাব সম্বন্ধে জানা ও ঈমান আনা ।

১.১০ নবি রসুলের পরিচয় এবং তাঁদের প্রতি কেন ঈমান আনতে হবে তা জানা এবং তাঁদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ।

১.১১ আখিরাত, তাকদির ও মৃত্যুর পরের জীবন সম্বন্ধে জানা ও বিশ্বাস করা ।

**শিখনফল:**

১.১.১ মহান আল্লাহর পরিচয় বলতে পারবে ও তাঁর প্রতি ঈমান আনবে ।

১.২.১ আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর মালিক তা বলতে পারবে এবং বিশ্বাস করবে ।

১.৩.১ আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান-শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারবে ।

১.৩.২ তাঁর প্রতি অটল বিশ্বাস রেখে নিজেদের কর্তব্যকাজে নিয়োজিত করবে ।

১.৪.১ আল্লাহ তায়ালাকে পরম শান্তিদাতা হিসেবে উল্লেখ করতে পারবে ।

১.৪.২ মহান আল্লাহর আদেশে সৃষ্টি জগতের সব কিছুই নিয়মতো পরিচালিত হচ্ছে- এ কথা বলতে পারবে ।

১.৪.৩ আল্লাহ তায়ালাকে পরম শান্তিদাতা হিসেবে বর্ণনা করতে পারবে ।

১.৪.৫ তাঁর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে শান্তি, শৃঙ্খলা রক্ষা করবে এবং শান্তির পক্ষে কাজ করবে ।

১.৪.৫ আল্লাহর প্রতি ঈমানের নৈতিক উপকার কী, বলতে পারবে ।

১.৫.১ কলেমা শাহাদাত আরবিতে শুদ্ধভাবে পড়তে এবং অর্থ বলতে পারবে ।

১.৫.২ আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়. তাঁর কোনো শরিক নেই এবং হযরত মুহম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা ও রসুল একথা জানবে, ইমান আনবে ও বলতে পারবে ।

১.৫.৩ আল্লাহ ও রসুলের ওপর ইমান এনে আল্লাহ ও রসুলের দেখানো পথে জীবন পরিচালনা করবে ।

১.৬.১ ইমান মুজমাল আরবিতে শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে, এর অর্থ বলতে পারবে ।

১.৬.২ ইমান মুজমালে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করবে ।

১.৭.১ ইমান মুফাস্সাল আরবিতে শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে, এর অর্থ পারবে ।

১.৭.২ ইমান মুফাস্সালে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করবে ।

১.৮.১ ফেরেশতাগণের পরিচয় বলতে পারবে এবং তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে ।

১.৯.১ আসমানি কিতাবের পরিচয় দিতে পারবে এবং আসমানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে ।

১.১০.১ নবি–রসুলের পরিচয় বলতে পারবে । তাঁদের প্রতি বিশ্বাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বলতে পারবে ।

১.১০.২ নবি–রসুলের প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তুলবে ।

১.১০.৩ সর্বশেষ ও বিশ্বনবি হযরত মুহম্মদ (স) এর আদর্শ অনুসরণ করে জীবন গড়বে ।

১.১১.১ আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে বলতে পারবে ।

**পাঠ বিভাজন: পাঠ সংখ্যা–৯টি ।**

## পাঠ-১

## মহান আল্লাহর পরিচয় (مَعْرِفَةُ اللهِ)

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা-১-৩) আমরা মুসলিম ......... তাঁর কোনো শরিক নেই ।

**শিখনফল:** এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

১.১.১ মহান আল্লাহর পরিচয় বলতে পারবে ও তাঁর প্রতি ইমান আনবে ।

**উপকরণ :** প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলির সুন্দর রঙিন ছবি (অথবা বিদ্যালয়ের আঙিনা ও চারপার্শের বিভিন্ন ধরনের গাছপালা, নদী–নালা, গরু, ছাগল ইত্যাদি বাস্তব বিষয়াদি ।) পাঠ্যপুস্তক, চক ও চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার, বাস্তব/মডেল, নির্দেশক কাঠি, পাঠ সংশিষ্ট ছবি ইত্যাদি ।

### শিখন শেখানো কার্যাবলি:

ক. শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন । এরপর শিক্ষার্থীদের আপনার সাথে একসাথে কণ্ঠ মিলিয়ে নিচের দুইলাইন গাইতে বলুন ও আজকের পাঠের প্রতি মনোযোগী করুন-

এই সুন্দর ফুল, সুন্দর ফল, মিঠা নদীর পানি
খোদা তোমার মেহেরবানী ।

খ. আল্লাহর পরিচয় প্রদানকারী দৃশ্যমান সৃষ্ট বস্তু ও ছবি দেখিয়ে নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনার মাধ্যমে আজকের পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে তৈরি করুন।

১. আকাশ, বৃষ্টি, চাঁদ, সূর্য, পশু, পাখি গাছপালা, নদীনালা, জীবজন্তু, মাটি, ফল, ফুল, পাখী কোথা থেকে এল ?

২. কে সৃষ্টি করেছেন এতসব?

৩. আমরা মানুষ। আমাদের সৃষ্টি করেছেন কে?

৪. আমরা পৃথিবীতে বাস করি। কে সৃষ্টি করেছেন এই পৃথিবী?

গ. আজকের পাঠ শিরোনাম 'মহান আল্লাহর পরিচয়' বোর্ডে লিখুন এবং উচ্চ স্বরে বলুন। শিক্ষার্থীদের আপনার সাথে সাথে কয়েকবার উচ্চ স্বরে 'মহান আল্লাহর পরিচয়' বলতে বলুন। শিক্ষার্থীদের পাঠ শিরোনাম 'আল্লাহর পরিচয়' নিজ নিজ খাতায় লিখে নিতে বলুন।

ঘ. পাঠ্যপুস্তকের ছবির সাহায্যে আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন। উপস্থাপনের মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন।

ঙ. নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করে আজকের পাঠটি সার্বিকভাবে শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন।

১. ইসলাম ধর্মের মূল কথা কী?

২. ইমান কাকে বলে?

৩. আকিদা অর্থ কী?

৪. পৃথিবীর সব কিছু কার সৃষ্টি?

৫. পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার কয়েকটি সৃষ্টির নাম বলো।

৬. কে এক ও কার সাথে কারো তুলনা হয়না?

৭. কে সকল সৃষ্টি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করেন?

৮. আমাদের মালিক কে, তিনি কেমন?

৯. আমরা কী জানব ও বিশ্বাস করব?

১০. আমাদের ধর্মের নাম কী ?

অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ব্যক্তিগতভাবে পুনশিখন নিশ্চিত করুন।

চ. এবার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক দেখে অনুচ্চ স্বরে পাঠটি কয়েকবার পড়তে বলুন। তারা ঠিকতো পড়ছে কি না, আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

ছ. শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে বিভক্ত করুন। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য নিয়ে ও দলে আলোচনা করে আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে দশটি বাক্য লিখতে বলুন। এবার দলভিত্তিক লেখা বাক্য পড়তে বলুন। প্রয়োজনে বাক্য ঠিক করে দিন।

**পরিকল্পিত কাজঃ** আল্লাহ তায়ালার পরিচয় সংক্ষেপে নিজ নিজ খাতায় লিখবে।

**মূল্যায়নঃ** যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন শিক্ষার্থীরা কতটুকু শিখতে পেরেছে তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

১. প্রশ্নোত্তরগুলোর চার্ট টাঙিয়ে দিয়ে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. মানুষ সৃষ্টি করেছেন কে ?

১. ফেরেশতা | ২. আল্লাহ তা'আলা
৩. জিন | ৪. নবি-রসুল

খ. ইমান অর্থ কী ?

১. সত্য কথা বলা | ২. বিশ্বাস
৩. গচ্ছিত রাখা | ৪. শঙ্খখলা

গ. আকিদা শব্দের বহুবচন কোনটি ?

১. এবাদত | ২. ইমান
৩. আকাইদ | ৪. আখিরাত

২. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন–

ক. মহান .... এক ও অদ্বিতীয়।
খ. তাঁর কোনো ..... নেই।
গ. তিনি সকল সৃষ্টির...... ।
ঘ. যার ইমান আছে তাকে মুমিন বা ...... বলে।
ঙ. একজন মুসলিমের ইমান ও ...... বিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন –

ক. ইমান কাকে বলে?
খ. মহান আল্লাহ কেমন?
গ আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে বর্ণনা কর।
ঘ. আকাইদ অর্থ কী ?
ঙ. সংক্ষেপে আলাহর পরিচয় দাও।
চ. 'আল্লাহ সর্বশক্তিমান' কথাটির অর্থ বুঝিয়ে লিখ?

## পাঠ-২

# আল্লাহ মালিক

## (আল্লাহ মালিকুন- اَللّٰهُ مَالِكٌ)

**বিষয়বস্তুঃ** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা-৩-৫) আলাহু মালিকুন অর্থ...........ভালো কাজ করব।

**শিখনফলঃ** এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

১.১.১ আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর মালিক তা বলতে পারবে এবং বিশ্বাস করবে।

**উপকরণ :** পাঠ শিরোনাম লিখিত কার্ড, পাঠ্যপুস্তক, পাঠসংশিষ্ট ছবি, আল্লাহর সৃষ্ট প্রাকৃতিক দৃশ্য, সৌরজগতের ছবি, (পাঠ্যপুস্তকের ছবি), চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার, বাস্তব/মডেল পয়েন্টার/নির্দেশক কাঠি ইত্যাদি।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন ।

খ. পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা-৩,৪ এর ছবি ও পাঠসংশিষ্ট ছবি শিক্ষার্থীদের দেখতে ও চিন্তা করতে বলুন। অতঃপর নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে তৈরিসহ আজকের পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করুন ।

১. ছবিতে কী কী আছে?

২. নদী কে সৃষ্টি করেছেন ?

৩. গাছপালা, আকাশ, মেঘ, কার সৃষ্টি?

৪. সৌরজগত কার সৃষ্টি?

শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেবে। না পারলে বলে দেবেন। উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন ।

গ. এবার বলুন, এই যে আকাশ, মেঘ, সৌরজগৎ, গাছের ফুল, ফল, মাঠের ফসল সবই মহান আল্লাহর সৃষ্টি। আমাদের বাঁচার জন্য আল্লাহ দয়া করে এসব সৃষ্টি করেছেন। এ সবকিছুর মালিক আলাহ। আজকে আমরা 'আল্লাহ মালিক ' (আল্লাহ মালিকুন) এ সম্পর্কে জানব বলে পাঠ ঘোষণা করুন। আজকের পাঠ শিরোনাম 'আল্লাহ মালিক ' (আল্লাহ মালিকুন) পাঠ শিরোনাম লিখিত কার্ড টাঙিয়ে দিন /বোর্ডে লিখুন ও মালিক শব্দের অর্থসহ শুদ্ধ উচ্চারণে উচ্চ স্বরে বলুন এবং আপনার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের কয়েকবার উচ্চ স্বরে বলতে বলুন। পাঠ শিরোনাম শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে বলুন ।

ঘ. অতঃপর আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন। উপস্থাপনের মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন ।

ঙ. নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করে আজকের বিষয় শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন -

১. মালিক শব্দের অর্থ কী?
২. আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তার মালিক কে?
৩. জীবন-মৃত্যুর মালিক কে?
৪. সুখ-দু:খের মালিক কে?
৫. দেহ-প্রাণের মালিক কে?
৬. কার মালিকানায় কোন শরিক নেই?
৭. বিশ্বজগতের অধিপতি কে?
৮. আমাদের মালিক কে?
৯. আমরা ভালো কাজ করব কেন?
১০. "আসমান-জমিনে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক আল্লাহ" আমরা কীভাবে বুঝতে পারি, বুঝিয়ে বলো ।
১১. মাটির উপরের ও নিচের কয়েকটি সৃষ্টির নাম বলো ।

শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দিবে। অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ব্যক্তিগতভাবে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন ।

চ. শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে ভাগ করুন। অদ্যকার পাঠটি একবার নীরবে পড়তে দিন অতপর পাঠসংশিষ্ট পরিকল্পিত কাজটি দলগতভাবে করতে দিন। আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

**পরিকল্পিত কাজঃ**

শিক্ষার্থীরা 'আল্লাহ মালিকুন' শব্দটি আরবিতে সুন্দর করে খাতায় লিখবে ও রং করবে।

**মূল্যায়ন :** যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

১. প্রশ্নোত্তরগুলো চার্টে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. আমাদের জীবন- মৃত্যুর মালিক কে?

| | |
|---|---|
| ১. আল্লাহ | ২. আযরাইল (আ) |
| ৩. প্রধান বিচারপতি | ৪. ফেরেশতা |

খ. মালিক অর্থ কী?

| | |
|---|---|
| ১. দয়া | ২. শান্তিদাতা |
| ৩. অধিপতি | ৪. সর্বশক্তিমান |

২. বাম পার্শ্বের বাক্যাংশের সাথে ডান পার্শ্বের বাক্যাংশ মিল করে লেখ–

| | |
|---|---|
| ক. আল্লাহ | আল্লাহ |
| খ. মালিক অর্থ | আল্লাহ অধিপতি |
| গ. 'আল্লাহ মালিকুন' | অধিপতি। |
| ঘ. আমাদের জীবন-মৃত্যুর মালিক | অনাদি ও অনন্ত । |

৩. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে শিক্ষার্থীদের পূরণ করতে বলুন–

ক. আমাদের স্রষ্টা ..... ।

খ. মহান আল্লাহ এক ও ...... ।

গ. তাঁর কোনো .....নেই।

ঘ. তিনি সকল সৃষ্টির ..... ।

ঙ. মালিক অর্থ .... ।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থী দর জিজ্ঞেস করুন/খাতায় লিখতে বলুন–

ক. "আসমান-জমিনে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক আল্লাহ" পাঁচটি বাক্যে বর্ণনা করো।

খ. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমরা কী করব?

গ. মালিক শব্দের অর্থ কী?

ঘ. আসমানের মালিক কে?

ঙ. আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এরূপ পাঁচটি বস্তুর নাম লিখ।

## পাঠ-৩

# আল্লাহ সর্বশক্তিমান

## (আল্লাহ কাদীরুন - اَللّٰهُ قَدِيْرٌ )

**বিষয়বস্তু:** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৫-৭) আল্লাহ কাদীরুন ....... ভরসা রাখব।

**শিখনফল:** এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

১.৩.১ আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারবে।

১.৩.২ তাঁর প্রতি অটল বিশ্বাস রেখে নিজেদের কর্তব্যকাজে নিয়োজিত করবে।

**উপকরণ:** পাঠ শিরোনাম লিখিত চার্ট, পাঠ্যপুস্তক, পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি, ভোরের ও রাতের ছবি, ঝড়ের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার দৃশ্য, আল্লাহর সৃষ্ট প্রাকৃতিক দৃশ্য, সৌরজগতের ছবি, পাঠ্য পুস্তকের ছবি, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার, বাস্তব/মডেল পয়েন্টার/নির্দেশক কাঠি, ইত্যাদি।

### শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

অতঃপর কাজী নজরুল ইসলামের হামদে ইলাহীর (শোন শোন ইয়া ইলাহী .... হৃদয় দিবস রাত। হামদে ইলাহী পাঠ্যপুস্তকের ৯৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) প্রথম চার লাইন আপনার সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে গাইতে বলুন ।

খ. এবার পাঠ্য পুস্তকের পৃষ্ঠা-৫,৬ এর ছবি দুটি দেখে কী মনে হচ্ছে ভাবতে/চিন্তা করতে বলুন। অতপর নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে তৈরিসহ আজকের পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করুন।

১. ছবিতে কী কী আছে?

২. গাছপালা, আকাশ, মেঘ, পাখি, মুরগি, কে সৃষ্টি করেছেন?

৩. ঘর, মসজিদ কে তৈরি করেছে ?

৪. গাছপালা, ঘরবাড়ি কীভাবে ধবংস ও লণ্ড ভণ্ড হয়েছে?

৫. ঝড়-তুফান কার হুকুমে হয়?

শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেবে। না পারলে বলে দেবেন। উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন।

গ. এবার বলুন, মেঘ- বৃষ্টি, ঝড়-তুফান, ভূমিকম্প, জলোচ্ছাস, এ সবই আল্লাহ দিয়ে থাকেন। আলো, বাতাস, পানি, আগুন সবকিছুই আল্লাহর নির্দেশে পরিচালিত হয়। এ সবকিছুর ক্ষমতার মালিক আল্লাহ। তিনি সর্বশক্তিমান। আজকে আমরা 'আল্লাহ সর্বশক্তিমান' (আল্লাহ কাদীরুন) এ সম্পর্কে জানব বলে পাঠ ঘোষণা করুন। আজকের পাঠ শিরোনাম 'আল্লাহ সর্বশক্তিমান' (আল্লাহ কাদীরুন) লিখিত কার্ড টাঙিয়ে দিন/বোর্ডে লিখুন ও শুদ্ধ উচ্চারণে উচ্চ স্বরে বলুন এবং আপনার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের কয়েকবার উচ্চ স্বরে বলতে বলুন। পাঠ শিরোনাম শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে বলুন।

ঘ. অতঃপর আজকের পাঠ্যাংশ সহজ ভাষায় গল্পাকারে উপস্থাপন করুন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে শুনতে বলুন। উপস্থাপনের মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন।

ঙ. নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করে আজকের বিষয় শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন-

১. কাদীর অর্থ কী?

২. কার হুকুমে ভোর হয়?

৩. কার হুকুমে সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে?

৪. বাতাস প্রবাহিত হয় কার হুকুমে?

৫. কার হুকুমে রাত হয়?

৬ কার হুকুমে দিন হয়?

৭. কে অসীম শক্তির অধিকারী?

৮. কার হুকুমে পানি বিপদের কারণ হয়?

৯. কার হুকুমে সিডর, আয়লার মতো দুর্যোগ ঘটে?

১০. দুর্যোগের সময় কার ওপর আমরা ভরসা রাখব?

অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ব্যক্তিগতভাবে পুনশিখন নিশ্চিত করুন।

চ. শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে ভাগ করুন। অদ্যকার পাঠটি একবার নীরবে পড়তে দিন। অতঃপর পাঠসংশিষ্ঠ পরিকল্পিত কাজটি দলগতভাবে করতে দিন। আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

**পরিকল্পিত কাজ**

মহান আল্লাহ নিয়ন্ত্রণ করেন এমন পাঁচটি বস্তুর নাম শিক্ষার্থীরা সুন্দর করে খাতায় লিখবে।

**মূল্যায়ন:** যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

**১.** প্রশ্নোত্তরগুলো চার্টে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোন্‌টি বের করতে বলুন :

ক. কাদীর অর্থ কী ?

১. অধিপতি ২. শান্তিদাতা

৩. সর্বশক্তিমান ৪. সর্বত্র বিরাজমান

খ. আল্লাহ হযরত নূহ (আ) এর অবাধ্য সম্প্রদায়কে মেরেছেন -

১. প্লাবনে ডুবিয়ে ২. আগুনে পুরিয়ে

৩. পাথর মেরে ৪. ঘাতক দিয়ে

২. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে শিক্ষার্থীদের পূরণ করতে বলুন–

ক. আল্লাহ ..... দিতে চাইলে কেউ রক্ষা পায়না।

খ. আল্লাহ তায়ালা ...... করলে কেউ তাকে মারতে পারে না।

গ. আমরা মহান আল্লাহকে ......... হিসেবে বিশ্বাস করব ।
ঘ. তাঁর কাছে ...... চাইব ।
ঙ. তাঁর উপর ...... রাখব ।

৩. বাম পার্শ্বের বাক্যাংশের সাথে ডান পার্শ্বের বাক্যাংশ মিল করে লেখ -

| | |
|---|---|
| ক. আল্লাহ কাদীরুন অর্থ | আল্লাহর উপর ভরসা রাখব । |
| খ. দুর্যোগে আমরা | আল্লাহ সর্বশক্তিমান । |
| গ. সর্বশক্তিমান হিসেবে বিশ্বাস করব | আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহম্মদ (স)কে । |
| ঘ. আল্লাহ কাফিরদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন | মহান আল্লাহ কে । |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন/খাতায় লিখতে বলুন–
ক. কে রক্ষা করলে কেউ তাকে মারতে পারে না ?
খ. ইবরাহীম (আ) কে আগুন স্পর্শ করতে পারেনি কেন ?
গ. ফেরাউনের হাত থেকে হযরত মূসা (আ) কে কে রক্ষা করেছিলেন?
ঘ. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমরা কী করব ?
ঙ. আল্লাহ কাদীরুন শব্দের অর্থ কী ?
চ. আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং মালিক এরূপ পাঁচটি বস্তুর নাম লিখ ।

৫. 'আল্লাহ সর্ব শক্তিমান' কথাটির অর্থ বুঝিয়ে লিখ ।

## পাঠ-৪

# আল্লাহ শান্তি দাতা

## ( আল্লাহ সালামুন اَللّٰهُ سَلَامٌ )

**বিষয়বস্তু:** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৫-৭) আল্লাহ সালামুন....... নিষেধ মেনে নেব ।

***শিখনফল:*** এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

১.৪.১ আল্লাহ তায়ালাকে পরম শান্তিদাতা হিসেবে উলেখ করতে পারবে ।
১.৪.২ মহান আল্লাহর আদেশে সৃষ্টি জগতের সবকিছুই নিয়মমতো পরিচলিত হচ্ছে–এ কথা বলতে পারবে ।
১.৪.৩ আল্লাহ তায়ালাকে পরম শান্তিদাতা হিসেবে বর্ণনা করতে পারবে ।
১.৪.৪ তাঁর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে শান্তি, শৃঙ্খলা রক্ষা করবে এবং শান্তির পক্ষে কাজ করবে ।
১.৪.৫ আল্লাহর প্রতি ইমানের নৈতিক উপকার কী বলতে পারবে ।

**উপকরণ:** পাঠ শিরোনাম লিখিত চার্ট, পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যপুস্তকের ছবি, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার, বাস্তব/মডেল পয়েন্টার/ নির্দেশক কাঠি ইত্যাদি ।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে তৈরিসহ আজকের পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করুন।

১. অসুস্থ হলে কেমন লাগে?
২. আবার সুস্থ হলে কেমন লাগে?
৩. শান্তিদাতাকে?

শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেবে। না পারলে বলে দেবেন। উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন। বলুন অসুস্থ হলে সুস্থ করেন আল্লাহ্। সুস্থ হলে যে শান্তি লাগে তা দেন আল্লাহ্। এবার পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা-৮ এর ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছে বলতে বলুন। কুশল বিনিময় করেও যে একে অপরের ওপর সালাম বিনিময়য়ের মাধ্যমে শান্তি দানের কথা বলা হয় তা বুঝিয়ে বলুন। এ শান্তি দেন আল্লাহ্। আল্লাহ্ একমাত্র শান্তিদাতা। এবার আজকে আমরা 'আল্লাহ্ শান্তি দাতা' (আল্লাহ্ সালামুন) এ সম্পর্কে জানব বলে পাঠ ঘোষণা করুন।

গ. 'আল্লাহ্ শান্তিদাতা' (আল্লাহ্ সালামুন) লিখিত কার্ড টাঙিয়ে দিন/বোর্ডে লিখুন ও শুদ্ধ উচ্চারণে উচ্চ স্বরে বলুন এবং আপনার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের কয়েকবার উচ্চস্বরে বলতে বলুন। পাঠ শিরোনাম শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে বলুন।

ঘ. অতঃপর আজকের পাঠ্যাংশ নিজের কথায় সহজ করে উপস্থাপন করুন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগসহকারে শুনতে বলুন।

ঙ. নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করে আজকের বিষয় শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন।

১. 'আল্লাহ্ সালামুন' শব্দের অর্থ কী?
২. আমরা কখন শান্তি পাই?
৩. সালাম শব্দের অর্থ কী?
৪. আমাদের বিপদমুক্ত করেন কে?
৫. কোনো কিছু হারালে কেমন লাগে?
৬ হারানো জিনিস খুঁজে পাওয়া গেলে কেমন লাগে?
৭. বিপদমুক্ত হলে কেমন লাগে?
৮. কারুন ধ্বংস হলো কেন?
৯. বিপদ থেকে মুক্ত করে শান্তি দেন কে?
১০. কীভাবে আমরা শান্তি পেতে পারি?

শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। সঠিক উত্তর দানে অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ ব্যক্তিগতভাবে পুনশিখন নিশ্চিত করুন।

চ. শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে বিভক্ত করুন। অদ্যকার পাঠটি একবার নীরবে পড়তে দিন। অতঃপর পাঠসংশিষ্ট পরিকল্পিত কাজটি দলগতভাবে করতে দিন। আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

পরিকল্পিত কাজ: যে কাজ করলে শান্তি পাওয়া যায় এমন পাঁচটি কাজের/বস্তুর নাম শিক্ষার্থীরা সুন্দর করে খাতায় লিখবে ।

**মূল্যায়ন :** যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

১. প্রশ্নোত্তরগুলো চার্টে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোন্‌টি বের করতে বলুন :

ক. সালাম শব্দের অর্থ কী ?

১. দয়া ২. শান্তি
৩.সৃষ্টি ৪. ক্ষমা ।

খ. আল্লাহ্ তায়ালা কাকে বললেন, "ঠান্ডা হও শান্তিদায়ক হও" ইবরাহীমের জন্য -

১. আগুনকে ২. বাতাসকে
৩. পানিকে ৪. বরফকে

২. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে শিক্ষার্থীদের পূরণ করতে বলুন–

ক. আল্লাহ্ তায়ালা যাকে ..... দেন সেই শান্তি পায় ।

খ. আমরা আল্লাহ্ তায়ালাকে পরম ......বলে বিশ্বাস করব ।

গ. আমরা তাঁর কাছেই ......চাইব ।

ঘ. সবার সাথে ...... বাস করব ।

ঙ. শান্তির পক্ষে ..... করব ।

৩. বাম পার্শ্বের বাক্যাংশের সাথে ডান পার্শ্বের বাক্যাংশ মিল করে লিখ–

| | |
|---|---|
| ক. একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালাই | পরম শান্তিদাতা বলে বিশ্বাস করব । |
| খ. আল্লাহ্‌র হুকুম মেনে চললে | শান্তিদাতা । |
| গ. আল্লাহ্‌র একটি গুণবাচক নাম | শান্তি দেন । |
| ঘ. আমরা আল্লাহ্ তায়ালাকে | শান্তিদাতা । |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন/খাতায় লিখতে বলুন–

ক. সালাম শব্দের অর্থ কী?

খ. ইবরাহীম (আ) কে আগুন স্পর্শ করতে পারেনি কেন?

গ. দুনিয়াতে শান্তিদাতা কে?

ঘ. আখিরাতে শান্তিদাতা কে?

ঙ. আমরা কার কাছে শান্তি চাইব?

চ. বিপদে-আপদে শান্তিদাতা কে?

ছ. নমরুদ নিজেকে কী দাবি করেছিল?

৫. ক.'আল্লাহ্ শান্তিদাতা' । বাক্যটি বুঝিয়ে লিখ ।

খ. কারুন কেন এবং কীভাবে ধ্বংস হলো ?

## পাঠ-৫

# কলেমা শাহাদত

## (কালিমাতু শাহাদাতিন- كَلِمَةُ شَهَادَةٍ)

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা- ৯-১০) কালিমাতু শাহাদাতিন ....... মেনে নেব।

**শিখনফল :** এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

১.৫.১ কলেমা শাহাদত আরবিতে শুদ্ধভাবে পড়তে এবং অর্থ বলতে পারবে।

১.৫.২. আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় তাঁর কোনো শরিক নেই এবং হযরত মুহম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা ও রসুল একথা জানবে, ইমান আনবে ও বলতে পারবে।

১.৫.৩ আল্লাহ ও রসুলের ওপর ইমান এনে আলাহ ও রসুলের দেখানো পথে জীবন পরিচালনা করবে।

**উপকরণ:** পাঠ শিরোনাম লিখিত চার্ট, আরবিতে অর্থসহ কলেমা শাহাদাত লিখিত চার্ট, পাঠ্যপুস্তক, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার, বাস্তব/মডেল পয়েন্টার/ নির্দেশক কাঠি ইত্যাদি।

### শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। অতঃপর হামদে ইলাহীর প্রথম আট লাইন আপনার সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে শিক্ষার্থীদের গাইতে বলুন। (শোন শোন ইয়া ইলাহী .... কুরআনের আয়াত। হামদে ইলাহী পাঠ্যপুস্তকের ৯৪ পৃষ্ঠা-দ্রষ্টব্য)

খ. নিচের প্রশ্নগুলো করুন ও শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে তৈরিসহ আজকের পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করুন।

১. ছালাম শব্দের অর্থ কি?

২. কলেমা তয়্যিবা মুখস্থ বল।

৩. কলেমা তয়্যিবার অর্থ কে কে বলতে পার?

শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেবে। না পারলে বলে দেবেন। উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন।

গ. এবার পাঠ ঘোষণা করুন ও আজকের পাঠ শিরোনাম ‘কলেমা শাহাদাত’ (কালিমাতু শাহাদাতিন) বোর্ডে লিখুন ও শুদ্ধ উচ্চারণে উচ্চ স্বরে বলুন এবং আপনার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের কয়েকবার উচ্চ স্বরে বলতে বলুন। পাঠ শিরোনাম শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে বলুন।

ঘ. অতঃপর পাঠ্যপুস্তক দেখে আজকের পাঠ্যাংশ শুদ্ধ উচ্চারণে বলুন ও শিক্ষার্থীদের আপনার সাথে সাথে শুদ্ধ উচ্চারণে বলতে বলুন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলন করান। এবার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক খুলে অনুচ্চ স্বরে মনোযোগসহকারে কয়েকবার পড়তে বলুন। তারা ঠিকমতো পড়তে পারছে কি না, আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

ঙ. এরপর একজন একজন করে শিক্ষার্থীকে সামনে এনে কলেমা শাহাদত শুদ্ধ উচ্চারণে পাঠ্যপুস্তক দেখে পড়তে বলুন। কোথাও ভুল হলে বা পড়তে না পারলে সাথে সাথে তা সংশোধন করে দিন।

চ. কলেমা শাহাদত লিখিত চার্টটি শ্রেণির সামনে টাঙিয়ে দিন। আপনি শুদ্ধ উচ্চারণে ২/১ বার পড়ুন ও শিক্ষার্থীদের শুনতে বলুন। এবার আপনি পড়ুন, আপনার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের পড়তে বলুন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলন করান। এবার একজন একজন করে শিক্ষার্থীকে পড়তে বলুন। প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

কাঠি দিয়ে বিভিন্ন শব্দ ধরুন ও শিক্ষার্থীদের পড়তে বলুন। শুদ্ধভাবে পড়তে না পারলে বলে দিন ও কলেমা শাহাদত শিখতে সহায়তা করুন।

ছ. পাঠ্যপুস্তক খুলে কলেমা শাহাদাতের অর্থ পড়ুন ও শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলুন। এবার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক দেখে সম্পূর্ণ পাঠটি কয়েকবার পড়তে বলুন। তারা ঠিকমতো পড়তে পারছে কিনা আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

জ. নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করে আজকের বিষয় শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণভাবে বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন।

১. কলেমা শাহাদত অর্থ কী?
২. কলেমা শাহাদতে আমরা কিসের সাক্ষ্য দেই?
৩. কলেমা শাহাদতের কয়টি অংশ?
৪. কলেমা শাহাদতের প্রথম অংশের অর্থ কী?
৫. কলেমা শাহাদতের দ্বিতীয় অংশটি কী?
৬. কলেমা শাহাদতের দ্বিতীয় অংশের অর্থ কী?
৭. প্রথম অংশে কী কী শিখলে?
৮. আলাহর বান্দা ও রসুল কে?
৯. আমরা কোন বাক্য দ্বারা শিরককে বাতিল বলে ঘোষণা দিই?

অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ব্যক্তিগতভাবে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

**পরিকল্পিত কাজঃ** শিক্ষার্থীরা কলেমা শাহাদতের অর্থ সুন্দর করে খাতায় লিখবে।

**মূল্যায়নঃ** যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

১. প্রশ্নোত্তরগুলো চার্টে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. শাহাদত অর্থ কী ?

১. সাক্ষ্য দেওয়া　　২. দীক্ষা দেওয়া
৩. পরীক্ষা দেওয়া　　৪. হিসাব দেওয়া।

খ. কলেমা শাহাদতের কয়টি অংশ ?

১. দুটি অংশ　　২. তিনটি অংশ
৩. চারটি অংশ　　৪. পাঁচটি অংশ।

২. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে শিক্ষার্থীদের পূরণ করতে বলুন–

ক. কলেমা শাহাদতের ..... অংশ আছে।

খ. প্রথম অংশের অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, .... ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই ।

গ. ওয়াহ্‌দাহু দ্বারা আমরা আল্লাহ তায়ালার ......... স্বীকারোক্তি করি।

ঘ. লা শারীকা লাহু দ্বারা ...... বাতিল বলে ঘোষণা দিই।

ঙ. শিরক হলো ........ বিপরীত।

৩ বাম পার্শ্বের বাক্যাংশের সাথে ডান পার্শ্বের বাক্যাংশ মিল করে লেখ -

| | |
|---|---|
| ক. কলেমা শাহাদত মানে | ইমানের মূল কথা । |
| খ. হযরত মুহম্মদ (স) | ইবাদতের যোগ্য নেই । |
| গ. তওহিদ ও রিসালতে বিশ্বাস হলো | সাক্ষ্য দেওয়ার বাক্য। |
| ঘ. আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ | আমাদের আল্লাহর পরিচয় জানিয়েছেন । |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন / খাতায় লিখতে বলুন–

ক. কলেমা শাহাদত অর্থ কী?

খ. আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সাক্ষ্য দেই কোন কলেমার মাধ্যমে?

গ. "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই" এটি কোন কলেমার অংশ?

ঘ. কলেমা শাহাদতের দ্বিতীয় অংশের অর্থ কী?

ঙ. ইমানের মূল কথা কী?

চ. হযরত মুহম্মদ (স) আমাদের কী শিখিয়েছেন?

## পাঠ-৬

# ইমান মুজমাল

( اِيْمَانٌ مُّجْمَلٌ )

**বিষয়বস্তু:** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা- ১০-১১) আমানতু বিল্লাহি কামা ... মেনে নেব।

**শিখনফল:** এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা –

১.৬.১ ইমান মুজমাল আরবিতে শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে, এর অর্থ বলতে পারবে।

১.৬.২ ইমান মুজমালে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করবে।

**উপকরণ :** পাঠ শিরোনাম লিখিত চার্ট, অর্থসহ আরবিতে লিখিত ইমান মুজমাল এর চার্ট, পাঠ্যপুস্তক, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার, বাস্তব/মডেল পয়েন্টার/ নির্দেশক কাঠি ইত্যাদি।

### শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনার মাধ্যমে আজকের পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে তৈরি করুন।

১. কলেমা শাহাদত অর্থ কী ?

২. কলেমা শাহাদতের কয়টি অংশ ?

৩. কলেমা শাহাদতে আমরা কিসের সাক্ষ্য দেই ?

শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেবে। না পারলে বলে দেবেন। উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন।

গ. এবার পাঠ ঘোষণা করুন ও আজকের পাঠ শিরোনাম 'ইমান মুজমাল' (اِيْمَانٌ مُّجْمَلٌ) বোর্ডে লিখুন ও শুদ্ধ উচ্চারণে উচ্চ স্বরে বলুন এবং আপনার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের কয়েকবার উচ্চ স্বরে বলতে বলুন। পাঠ শিরোনাম শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে বলুন।

ঘ. ইমান মুজমাল লিখিত চার্টটি শ্রেণির পুশপিন বোর্ডে লাগিয়ে দিন। এবার শুদ্ধ উচ্চারণে উচ্চ স্বরে পড়ুন শিক্ষার্থীদের মনোযোগসহকারে শুনতে বলুন।

ঙ. এবার আপনি পড়ুন শিক্ষার্থীদের আপনার সাথে সাথে পড়তে বলুন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলন করান। এবার একজন একজন করে শিক্ষার্থীকে পড়তে বলুন। প্রয়োজনে সাহায্য করুন। কাঠি দিয়ে বিভিন্ন শব্দ ধরুন ও শিক্ষার্থীদের পড়তে বলুন। শুদ্ধভাবে পড়তে না পারলে বলে দিন ও শিখতে সহায়তা করুন।

চ. অতঃপর সম্পূর্ণ পাঠটি সহজ কথায় উপস্থাপন করুন।

ছ. অতঃপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক খুলে পাঠটি অনুচ্চ স্বরে মনোযোগসহকারে কয়েকবার পড়তে বলুন। তারা ঠিকমতো পড়তে পারছে কিনা আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

জ. পাঠ্যপুস্তক খুলে 'ইমান মুজমাল এর অর্থ পড়ুন ও শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলুন। এবার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক দেখে সম্পূর্ণ পাঠটি কয়েকবার পড়তে বলুন। তারা ঠিকতো পড়তে পারছে কি না আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

ঝ. নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করে আজকের বিষয় শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণভাবে বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন ।

১. ইমান অর্থ কী?

২. ইমান মুজমাল অর্থ কী?

৩. ইমান মুজমালে কী কী বিষয়ের প্রতি ইমান আনতে বলা হয়?

৪. একজন মুমিন মুসলিমকে আল্লাহ তায়ালার কোন সত্তায় বিশ্বাস করতে হয়?

৫. ইমান মুজমালের বিষয়বস্তু কিরূপ?

৬. ইমান মুজমালের অর্থ বর্ণনা কর।

৭. ইমান মুজমাল মুখস্ত বল।

৮. একজন মুমিন মুসলিমকে কী কী করতে হয়?

অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ব্যক্তিগতভাবে পুনর্শিখন নিশ্চিত করুন।

**পরিকল্পিত কাজ :** শিক্ষার্থীরা ইমান মুজমালের অর্থ সুন্দর করে খাতায় লিখবে।

**মূল্যায়ন :** যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

১. প্রশ্নোত্তরগুলো চার্টে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. ইমান মুজমালের অর্থ কী ?

১. সংক্ষিপ্ত বিশ্বাস　　২. আন্তরিক বিশ্বাস

৩. বিস্তারিত বিশ্বাস　　৪. মৌখিক বিশ্বাস

খ. সংক্ষিপ্ত কথায় ইমানের ঘোষণা দেওয়া হয় -

১. ইমান মুজমাল দ্বারা　　২. আসমানি কিতাব দ্বারা

৩. ইমান মুফাস্সল দ্বারা　　৪. সহীফা দ্বারা

২. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে শিক্ষার্থীদের পূরণ করতে বলুন–

ক. মুজমাল অর্থ ..... ।

খ. ইসলামের মূল বিষয়গুলোকে সংক্ষেপে বিশ্বাস ও স্বীকার করাকে বলে.... ........ ।

গ. ইমান মুজমাল খুব সংক্ষিপ্ত। কিন্তু এর ........ ব্যাপক।

ঘ.আমরা আল্লাহ তায়ালার সত্তায় ও গুণাবলিতে ....... করব।

৩. বাম পার্শ্বের বাক্যাংশের সাথে ডান পার্শ্বের বাক্যাংশ মিল করে লিখ -

| | |
|---|---|
| ক. ইমান | সংক্ষিপ্ত। |
| খ. আল্লাহর আদেশ নিষেধ | তা বর্জন করতে বলেছেন। |
| গ. মুজমাল | মেনে চলতে হয়। |
| ঘ. যা অকল্যাণকর যা মন্দ | বিশ্বাস। |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন/খাতায় লিখতে বলুন–

ক. ইমান মুজমাল অর্থ কী?

খ. অল্লাহর একক সত্তায় কাকে বিশ্বাস করতে হয়?

গ. ইমান মুজমাল অর্থসহ বাংলায় লিখ।

## পাঠ-৭

# ইমান মুফাস্‌সাল

# اِيْمَانٌ مُفَصَّلٌ

(ইমানের প্রথম ও দ্বিতীয় বিষয় )

**বিষয়বস্তু** : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা- ১১-১৩) আমানৃতু বিল্লাহি কামা ... উত্তর দিতে পারবেন।

**শিখনফল** : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

১.৭.১ ইমান মুফাস্‌সাল আরবিতে শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে, এর অর্থ বলতে পারবে।

১.৭.২ ইমান মুফাস্‌সালে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করবে।

১.৮.১ ফেরেশতাগণের পরিচয় বলতে পারবে এবং তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।

**উপকরণ:** পাঠ শিরোনাম লিখিত কার্ড, অর্থসহ আরবিতে লিখিত ইমান মুফাস্‌সাল এর চার্ট, পাঠ্যপুস্তক, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার, বাস্তব/মডেল পয়েন্টার/নির্দেশক কাঠি ইত্যাদি।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনার মাধ্যমে আজকের পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে তৈরি করুন।

১. ইমান অর্থ কী?

২. ইমান মুজমাল মানে কী?

৩. ইমান মুজমালে কী কী বিষয়ের প্রতি ইমান আনতে বলা হয়?

শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেবে। না পারলে বলে দেবেন।

এবার বলুন পূর্বে আমরা ইমান মুজমাল অর্থাৎ ইসলামের যে মূল বিষয়গুলোকে সংক্ষেপে বিশ্বাস ও স্বীকার করতে হয় তা জেনেছি। আজকে আমরা ইসলামের মূল বিষয়গুলোকে বিস্তারিতভাবে জানব। অর্থাৎ ইমান মুফাস্‌সাল সম্পর্কে জানব।

গ. এবার পাঠ ঘোষণা করুন ও আজকের পাঠ শিরোনাম

'ইমান মুফাস্‌সাল' ( اِيْمَانٌ مُفَصَّلٌ ) বোর্ডে লিখুন, উচ্চ স্বরে বলুন এবং আপনার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের কয়েকবার উচ্চ স্বরে বলতে বলুন। পাঠ শিরোনাম শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে বলুন।

ঘ. ইমান মুফাস্‌সাল লিখিত চার্টটি শ্রেণির পুশপিন বোর্ডে লাগিয়ে দিন। এবার শুদ্ধ উচ্চারণে

উচ্চ স্বরে পড়ুন শিক্ষার্থীদের মনোযোগসহকারে শুনতে বলুন। এবার আপনি পড়ুন শিক্ষার্থীদের আপনার সাথে সাথে পড়তে বলুন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলন করান।

ঙ. অতঃপর একজন একজন করে শিক্ষার্থীকে পড়তে বলুন। প্রয়োজনে সাহায্য করুন। কাঠি দিয়ে বিভিন্ন শব্দ ধরুন ও শিক্ষার্থীদের পড়তে বলুন। শুদ্ধভাবে পড়তে না পারলে বলে দিন ও শিখতে সহায়তা করুন।

চ. শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক খুলে পাঠটি অনুচ্চস্বরে মনোযোগসহকারে কয়েকবার পড়তে বলুন। তারা ঠিকমতো পড়তে পারছে কি না আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

ছ. পাঠ্যপুস্তক খুলে 'ইমান মুফাস্‌সাল এর অর্থ পড়ুন ও শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলুন। এবার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক দেখে ইমান মুফাস্‌সাল এর অর্থ কয়েকবার পড়তে বলুন। অতপর শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ পাঠটি কয়েকবার পড়তে বলুন। তারা ঠিকতো পড়তে পারছে কি না আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

জ. নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করে আজকের বিষয় শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণভাবে বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন।

১. বিস্তারিত বিশ্বাসের আরবি কী?

২. ইমানে মুফাস্‌সালে আমরা কয়টি বিষয়ের ওপর ইমান আনব এবং এগুলো কী কী?

৩. ইমানের প্রথম কথা কী?

৪. আমরা ভালো কাজ করলে কে খুশি হন?

৫. ইমানের দ্বিতীয় বিষয় কী?

৬. ফেরেশতাগণ কিসের তৈরি?

৭. আল্লাহর জিকির কাদের জীবিকা?

অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ব্যক্তিগতভাবে পুনশিখন নিশ্চিত করুন।

**পরিকল্পিত কাজ :** শিক্ষার্থীরা ইমান মুফাস্‌সালের অর্থ সুন্দর করে খাতায় লিখবে।

**মূল্যায়ন :** যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

১. প্রশ্নোত্তরগুলো চার্টে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. ইমান মুফাস্‌সালে কয়টি বিষয়ের উলেখ আছে?

১. তিনটি ২. চারটি
৩. পাঁচটি ৪. সাতটি

খ. বিস্তারিত কথায় ইমানের ঘোষণা দেওয়া হয়?

১. ইমান মুজমাল দ্বারা ২. ইমান মুফাস্‌সাল দ্বারা
৩. আসমানি কিতাব দ্বারা ৪. সহীফা দ্বারা

২. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে শিক্ষার্থীদের পূরণ করতে বলুন–

ক. মুফাস্‌সাল অর্থ ..... ।

খ. ইসলামের মূল বিষয়গুলোকে বিস্তারিতভাবে জেনে, বিশ্বাস ও স্বীকার করাকে বলে .... ........ ।

গ. আল্লাহ্ তায়ালার ওপর বিশ্বাস ইমানের ....... বিষয়।

ঘ. ....... সপ্তম বিষয় মৃত্যুর পর পুনরুত্থান।

ঙ. হযরত মিকাইল (আ) ...... জীবিকা বণ্টন ও মেঘবৃষ্টির দায়িত্বে নিয়োজিত।

৩. বাম পার্শ্বের বাক্যাংশের সাথে ডান পার্শ্বের বাক্যাংশ মিল করে লিখ -

| | |
|---|---|
| ক. মুফাস্‌সাল অর্থ | প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন। |
| খ. আল্লাহর অনুগত বান্দারা | বিস্তারিত । |
| গ. ইমান মুফাস্‌সাল | ফেরেশতা। |
| ঘ. মালাইকা | বিস্তারিত বিশ্বাস। |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন / খাতায় লিখতে বলুন–

ক. ইমান মুফাস্‌সাল অর্থ কী?

খ. কারা অল্লাহর একক সত্তায় বিশ্বাস করেন?

গ. ইমান মুফাস্‌সালের বিষয়গুলো কী কী?

ঘ. ইমান মুফাস্‌সালের প্রথম অংশের বর্ণনা দাও।

ঙ. প্রধান চারজন ফেরেশতার নাম ও তাঁদের কাজের বর্ণনা দাও।

## পাঠ-৮
# ইমান মুফাস্‌সাল

اِيْمَانٌ مُفَصَّلٌ

(ইমানের তৃতীয় ও চতুর্থ বিষয়)

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ১৩-১৪) আল্লাহ তায়ালা নবি–রসুলের কাছে .......... আদর্শ মেনে চলব।

**শিখনফল :** এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা –

১.৯.১ আসমানি কিতাবের পরিচয় দিতে পারবে এবং আসমানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।

১.১০.১ নবি–রসুলের পরিচয় বলতে পারবে। তাঁদের প্রতি বিশ্বাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বলতে পারবে।

১.১০.২ নবি–রসুলের প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তুলবে।

১.১০.৩ তারা সর্বশেষ ও বিশ্বনবি হযরত মুহম্মদ (স) এর আদর্শ অনুসরণ করে জীবন গড়বে।

**উপকরণ :** পাঠ শিরোনাম লিখিত কার্ড, কুরআন মজিদ, চরখানা বড় কিতাবের নামের চার্ট, নবি–রসুলগণের নামের তালিকা, পাঠ্যপুস্তক, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার, বাস্তব/মডেল পয়েন্টার/ নির্দেশক কাঠি,ইত্যাদি।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনার মাধ্যমে আজকের পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে তৈরি করুন।

১. কুরআন মজিদের নাম শুনেছ?

২. কুরআন মজিদ দেখেছ?

৩. তোমাদের বাড়িতে কি কুরআন মজিদ আছে?

শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেবে। না পারলে বলে দেবেন। অতঃপর কুরআন মজিদ দেখিয়ে বলুন এটিই হলো আসমানি কিতাব।

৪. তোমরা কি প্রথম নবির নাম জান?

৫. সর্বশেষ নবির নাম বলতে পার?

এবার বলুন কুরআন মজিদের ন্যায় আরও অনেক আসমানি কিতাব আছে। প্রথম ও শেষ নবির মতো আরও অনেক নবি-রসুল ছিলেন। আমরা সকল আসমানি কিতাব ও নবি-রসুলে বিশ্বাস করি। আজকে আমরা সেই সকল 'আসমানি কিতাব ও নবি-রসুলে বিশ্বাস' সম্পর্কে জানব।

গ. এবার পাঠ ঘোষণা করুন ও আজকের পাঠ শিরোনাম 'আসমানি কিতাব ও নবি রসুলে বিশ্বাস ' বোর্ডে লিখুন, উচ্চ স্বরে বলুন এবং আপনার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের কয়েকবার উচ্চ স্বরে বলতে বলুন। পাঠ শিরোনাম শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে বলুন।

ঘ. আজকের পাঠটি আসমানি কিতাব ও নবি-রসুলগণের চার্ট ব্যবহার করে সহজ কথায় উপস্থাপন করুন। মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন। প্রয়োজনে বোর্ড ব্যবহার করুন।

ঙ. অতপর নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করে আজকের বিষয় শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণভাবে বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন।

১. ওহি কী ?

২. আল্লাহ তায়ালা কাদের কাছে ওহি পাঠিয়েছেন?

৩. আসমানি কিতাব কাকে বলে?

৪. আসমানি কিতাবে কী আছে?

৫. আসমানি কিতাব কয় খানা?

৬. বড় আসমানি কিতাব কয় খানা?

৭. কোন্ কোন্ নবির ওপর কোন্ কোন্ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে?

৮. সহীফা কী?

৯. কারা আদর্শ শিক্ষক?

১০.আমাদের নবি (স) এর নাম কী?

১১. প্রথম নবি কে?

১২. সর্বশেষ নবি কে?

১৩. আমরা কার আদর্শ মেনে চলব?

অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ব্যক্তিগতভাবে পুনশিখন নিশ্চিত করুন।

চ. শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে বিভক্ত করুন ও দলে অদ্যকার পাঠটি একবার নীরবে পড়তে দিন। অতঃপর পাঠসংশিষ্ট পরিকল্পিত কাজটি দলগতভাবে করতে দিন। আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সহযোগিতা করুন।

**পরিকল্পিত কাজ**

শিক্ষার্থীরা চারখানা বড় কিতাবের কোন্‌টি কোন্ নবির ওপর নাজিল হয়েছে তা সুন্দর করে খাতায় লিখবে।

**মূল্যায়ন :** যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন−

১. প্রশ্নোত্তরগুলো চার্টে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. বড় আসমানি কিতাব কত খানা ?

১. দুই খানা ২. চার খানা
৩. পাঁচ খানা ৪. সাত খানা

খ. ওহী নিয়ে আসতেন কোন ফেরেশতা?

১. হযরত আযরাইল (আ) ২. হযরত মিকাইল (আ)
৩. হযরত ইরাফিল (আ) ৪. হযরত জিবরাইল (আ)।

গ. আসমানি কিতাব কতো খানা?

১. ৪ খানা ২. ১০০ খানা
৩. ১০৪ খান ৪. ১১০ খানা

ঘ. কুরআন মজিদে কতজন নবি−রসুলের নাম উলেখ আছে ?

১. বিশ ২. বাইশ
৩.পঁচিশ ৪. সাতাশ

২. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে শিক্ষার্থীদের পূরণ করতে বলুন−

ক. মুফাস্‌সাল অর্থ .....।

খ. ইসলামের মূল বিষয়গুলোকে বিস্তারিতভাবে জেনে, বিশ্বাস ও স্বীকার করাকে বলে .... ........।

গ. আল্লাহ তায়ালার ওপর বিশ্বাস ইমানের ....... বিষয়।

ঘ. ....... সপ্তম বিষয় মৃত্যুর পর পুনরুত্থান।

ঙ. হযরত মিকাইল (আ) ...... জীবিকা বণ্টন ও মেঘবৃষ্টির দায়িত্বে নিয়োজিত।

৩. বাম পার্শ্বের বাক্যাংশের সাথে ডান পার্শ্বের বাক্যাংশ মিল রেখে লিখ −

| | |
|---|---|
| ক. ইমানের তৃতীয় বিষয় | মানুষের শিক্ষক। |
| খ. ওহী | আমসমানি কিতাবে বিশ্বাস। |
| গ. ২৫ জন নবি-রসুলের নাম উল্লেখ আছে | আল্লাহর বাণী। |
| ঘ. নবি-রসুলগণ | কুরআন মজিদে। |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন/খাতায় লিখতে বলুন−

ক. ১০জন নবি-রসুলের নাম লিখ।

খ. চারখানা বড় কিতাবের কোনটি কোন্ নবির ওপর অবতীর্ণ হয় লিখ।

গ. 'নবি-রসুলগণ মানুষের শিক্ষক' বুঝিয়ে বল।

৫. ইমানের তৃতীয় বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা কর।

# পাঠ-৯

# ইমান মুফাসসাল

إِيْمَانٌ مُفَصَّلٌ

( ইমানের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম বিষয়)

**বিষয়বস্তু** :(পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ১৪-১৬) আমরা এই দুনিয়ায় চিরদিন বেঁচে থাকি না.....
................এতে নৈতিক চরিত্র উন্নত হয়।

**শিখনফল** :এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা –
১.১১.১ আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে বলতে পারবে।

**উপকরণ** : পাঠ শিরোনাম লিখিত কার্ড, পাঠ্যপুস্তক, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার, বাস্তব/মডেল পয়েন্টার/ নির্দেশক কাঠি ইত্যাদি।

**শিখন শেখানো কার্যাবলি**

ক. শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনার মাধ্যমে আজকের পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে তৈরি করুন।

১. তোমাদের কার কার দাদা-দাদি আছে?

২. যাদের দাদা-দাদি নেই তারা কোথায় গেছেন?

৩. আমাদের ভাগ্য কে ঠিক করেন?

৪. মৃত্যুর পরের জীবনকে কী বলা হয়?

শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেবে। না পারলে বলে দেবেন।

এবার বলুন মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী চিরদিন বেঁচে থাকে না। যাদের জন্ম আছে তাদের মৃত্যুও আছে। মৃতুর পরে আর এক জীবনের শুরু হয়। তাকে বলে আখিরাত। এছাড়া আমাদের জীবনে যা ঘটে সবই আল্লাহর হুকুমে ঘটে। এই নির্ধারিত হুকুমই তক্‌দির বা ভাগ্য। মৃত্যুর পর হাশরের ময়দানে সকলকে জীবিত বা পুনরুত্থান করা হবে। দুনিয়ার কাজকর্মের জন্য বিচার করা হবে। আজকে আমরা এই সকল বিষয় অর্থাৎ ইমানের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম বিষয় (আখিরাত, তকদির, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান) সম্পর্কে জানব।

গ. এবার পাঠ ঘোষণা করুন ও আজকের পাঠ শিরোনাম 'ইমানের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম বিষয় - আখিরাত, তকদির, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস' বোর্ডে লিখুন উচ্চস্বরে বলুন এবং আপনার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের কয়েকবার উচ্চ স্বরে বলতে বলুন। পাঠ শিরোনাম শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে বলুন।

ঘ. আজকের পাঠটি উদাহরণ দিয়ে সহজ কথায় উপস্থাপন করুন। মাঝে মাঝে
ছোট ছোট প্রশ্ন করে পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগী করুন। প্রয়োজনে বোর্ড ব্যবহার করুন।

ঙ. অতঃপর নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করে আজকের বিষয় শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণভাবে বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন।

১. আখিরাত কাকে বলে?

২. আখিরাত শুরু হয় কখন?

৩. আখিরাতের জীবন কেমন?

৪. যখন কিছু থাকবে না তখন কে থাকবেন?

৫. ভালোমন্দ কাজের হিসাব কখন হবে?

৬. ভালো কাজের প্রতিদান কী?

৭. মন্দ কাজের জন্য কী ফল ভোগ করতে হবে?

৮. তকদির কাকে বলে?

৯. কে ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন?

১০. জান্নাত কেমন স্থান?

১১. পুনরুত্থানে বিশ্বাস করলে কী উপকার হবে?

১২. ইমানের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম বিষয়গুলো কী কী?

অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ব্যক্তিগতভাবে পুন শিখন নিশ্চিত করুন।

চ. শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক খুলে পাঠটি অনুচ্চ স্বরে মনোযোগসহকারে কয়েকবার পড়তে বলুন। তারা ঠিকমতো পড়ছে কি না আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

**পরিকল্পিত কাজ:** শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে ভাগ করুন ও পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত পাঠসংশিষ্ট পরিকল্পিত কাজটি দলগতভাবে করতে দিন। আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সহযোগিতা করুন।

**মূল্যায়ন:** যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

১. প্রশ্নোত্তরগুলো চার্টে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. ইমানের পঞ্চম বিষয় কোনটি?

১. তকদিরে বিশ্বাস — ২. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস

৩. শেষ দিবসে বিশ্বাস — ৪. ফেরেশতাগণে বিশ্বাস।

খ. ভালো কাজ করলে আখিরাতে কী পাবে?

১. পুরস্কার পাবে — ২. তিরস্কার পাবে

৩. শাস্তি পাবে — ৪. কিছুই পাবে না।

২. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে শিক্ষার্থীদের পূরণ করতে বলুন–

ক. সকল প্রাণীরই ..... আছে।

খ. কবর, কেয়ামত, হাশর, জন্নাত, জাহান্নাম এ সবই ....... জীবনের অন্তর্ভুক্ত।

গ. ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণকারী ....... ।

ঘ. ....... সপ্তম বিষয় মৃত্যুর পর পুনরুত্থান।

ঙ. ...... হলো চরম দুঃখ-কষ্টও ভীষণ শাস্তির স্থান।

৩. বাম পার্শ্বের বাক্যাংশের সাথে ডান পার্শ্বের বাক্যাংশ মিল করে লেখ –

| | |
|---|---|
| ক. জীবন | মানুষকে অলস করে না। |
| খ. যার জীবন আছে | মানুষকে দায়িত্বশীল করে তোলে। |
| গ. তকদিরে বিশ্বাস | ক্ষণস্থায়ী। |
| ঘ. পুনরুত্থানে বিশ্বাস | তার মৃত্যুও আছে। |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন/খাতায় লিখতে বলুন–

ক. আখিরাত সম্পর্কে দশটি বাক্য লিখ।

খ. 'তকদির ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস' সম্পর্কে বর্ণনা কর।

গ. 'ভাগ্য নিয়ন্ত্রণকারী আল্লাহ্ তায়ালা' বুঝিয়ে বল।

৫. 'শেষ দিবসে বিশ্বাস' আমাদের নৈতিক চরিত্রের ওপর কী কী প্রভাব ফেলে?

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# ইবাদত (عِبَادَةٌ)

ইবাদত অর্থ গোলামি করা, মালিকের কথামতো চলা।

আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল (স)–এর কথামতো কাজ করাকে ইবাদত বলে। এবাদত শব্দটির অর্থ ব্যাপক। যেমন সালাত আদায় করা, কুরআন মজিদ তিলাওত করা, রোগীর সেবা করা, কথা বলার সময় সত্য কথা বলা সব কিছুই এবাদত।

## ইবাদতের পরিচয়

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদে বলেন, "আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এ জন্য যে, তারা শুধু আমারই ইবাদত করবে"।

এর অর্থ হলো :

১. আমরা কেবল আল্লাহ তায়ালার গোলামি করব, অন্য কারো নয়।

২. আমরা কেবল আল্লাহ তায়ালার আদেশমতো চলব, অন্য কারো নয়।

৩. কেবলমাত্র তাঁরই সামনে মাথা নত করব, অন্য কারো নয়।

৪. কেবলমাত্র তাঁকেই ভয় করব, অন্য কাউকে নয়।

৫. কেবলমাত্র তাঁর কাছে সাহায্য চাইব, অন্য কারো কাছে নয়।

এই পাঁচটি জিনিসকে আল্লাহ তায়ালা বুঝিয়েছেন ইবাদত শব্দ দ্বারা। কুরআন মজিদের বিভিন্ন আয়াতে ইবাদত শব্দের এরূপ অর্থ পাওয়া যায়। তাই অর্থ বুঝে ইবাদত করা উচিত।

আমাদের প্রিয় নবি (স) এবং তাঁর পূর্ববর্তী সকল নবির শিক্ষার সারকথা হলো, "আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত কর না"। আমরা সালাতের প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়ি; তখন একথাগুলোরই ঘোষণা করে থাকি।

**দলীয় কাজ :** দলে বসে পরস্পর আলাপ–আলোচনা করে ইবাদতের একটি তালিকা তৈরি করে মার্কার দিয়ে পোস্টার পেপারে লিখবে।

ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

অর্থ : আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি। আমরা শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর বিভিন্ন ইবাদত ফরজ করেছেন। যেমন সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ। এসব ইবাদত আমাদের আসল ইবাদতের জন্য তৈরি করে।

## তাহারাত – طَهَارَةٌ

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যারা পাক–পবিত্র থাকে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন"।

মহানবি (স) বলেন, "পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ"।

পাক–পবিত্র থাকাকেই তাহারাত বলে। তাহারাত অর্থ পবিত্রতা। ওযু করা, গোসল করা ইত্যাদি। যারা পাকসাফ থাকে, পরিষ্কার পোশাক পরে, তাদের সবাই ভালোবাসে। সবাই তাদের আদর করে। পাকসাফ থাকলে দেহমন ভালো থাকে। লেখাপড়ায় মন বসে। আল্লাহ খুশি হন।

## ওযু– وُضُوْءٌ

কুরআন মজিদে আল্লাহ তায়ালা সালাত আদায়ের আগে ওযু করার নির্দেশ দিয়েছেন। পাকসাফ ও পবিত্র থাকার অনেক নিয়ম আছে। ওযু তার মধ্যে একটি উত্তম নিয়ম। সালাতের আগে ওযু করা ফরজ। ওযু ছাড়া সালাত আদায় হয় না।

### ওযুর ফরজ

ওযুর ফরজ চারটি। যথা :

১. মুখমণ্ডল ধোয়া।
২. কনুইসহ উভয় হাত ধোয়া।
৩. চার ভাগের এক ভাগ মাথা মাসাহ করা।
৪. গিরাসহ উভয় পা ধোয়া।

কাজ : ওযুর ফরজগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

## ওযুর সুন্নত

ওযুর সুন্নত ১১টি। যথাঃ

১. নিয়ত করা,
২. বিসমিল্লাহ বলে ওযু আরম্ভ করা,
৩. দাঁত মাজা,
৪. কব্জি পর্যন্ত দুই হাত তিনবার ধোয়া,
৫. তিনবার কুলি করা,
৬. পানি দিয়ে তিনবার নাক সাফ করা,
৭. প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার ধোয়া,
৮. কান মাসাহ করা,
৯. হাত–পা ধোয়ার সময় ডান হাত ও ডান পা আগে ধোয়া,
১০. সম্পূর্ণ মাথা একবার মাসাহ করা,
১১. ওযুর কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে পর পর করা।

আব্বা–আম্মা, বড় ভাইবোন, শিক্ষক ও মসজিদের ইমাম সাহেব ভালোভাবে ওযু করেন। আমরা তাঁদের ওযু দেখে ভালোভাবে ওযু করা শিখব।

**পরিকল্পিত কাজ :** শিক্ষক প্রথমে ওযু করে শিক্ষার্থীদের দেখাবেন। এরপর শিক্ষার্থীরা ওযু করবে। শিক্ষক দেখবেন। প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দেবেন।

## ওযু নষ্ট হওয়ার কারণ

নানা কারণে ওযু নষ্ট হয়। এগুলোর প্রতি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। যেসব কারণে ওযু নষ্ট হয় তা হলো :

১. পেশাব বা পায়খানার রাস্তা দিয়ে কিছু বের হলে।
২. মুখ ভরে বমি করলে।
৩. কোনো কিছু ঠেস দিয়ে বা শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লে।
৪. অজ্ঞান হলে।
৫. রক্ত বা পুঁজ বের হয়ে শরীর থেকে গড়িয়ে পড়লে।
৬. সালাতের মধ্যে উচ্চস্বরে হেসে ফেললে।

ওযু করা ফরজ। ওযু ছাড়া সালাত আদায় হয় না। ওযু সম্পর্কে আমরা সাবধান থাকব। ওযু নষ্ট হলে ওযু করে নেব।

**পরিকল্পিত কাজ :** ওযু নষ্ট হওয়ার কারণগুলো লিখবে।

## গোসল ( غَسْلٌ )

সুস্থ শরীর ও সুন্দর মনের জন্য পাকসাফ থাকার প্রয়োজন। কিন্তু নানা কাজে নানাভাবে শরীর ময়লা হয়, অপবিত্র হয়। তাই অস্বস্তি লাগে। এই ময়লা ও অপবিত্রতা দূর করার উত্তম উপায় হলো গোসল করা। পানি দিয়ে সারা শরীর ধোয়াকে গোসল বলে।

গোসল করলে গায়ের ঘাম দুর হয়। দুর্গন্ধ দূর হয়। দেহমন পবিত্র হয়। মন ভালো থাকে। কাজে উৎসাহ আসে।

## গোসলের নিয়ম

আমরা গোসলের শুরুতে দুই হাত ধুয়ে নেব। শরীরে নাপাক বা শরীরে ময়লা থাকলে তা পরিষ্কার করব। গড়্গড়াসহ কুলি করে মুখ পরিষ্কার করব। পানি দিয়ে নাক সাফ করব। পরে সারা শরীর ভালো করে তিনবার ধুয়ে ফেলব। এভাবে গোসল করব।

## গোসলের ফরজ

গোসলের ফরজ তিনটি। যথা:

১) গড়্গড়াসহ কুলি করা,
২) পানি দিয়ে ভালোভাবে নাক সাফ করা।
৩) পানি দিয়ে সারা শরীর ধোয়া।

খেয়াল রাখতে হবে সারা শরীরের কোনো অংশ যেন শুকনো না থাকে। নিয়মিত গোসল করলে শরীর ভালো থাকে। গোসল করা আল্লাহ তায়ালার হুকুম। এটাও একটা এবাদত।

**পরিকল্পিত কাজ :** গোসলের ফরজ কাজগুলোর তালিকা তৈরি করবে।

## আযান ( أَذَانٌ )

সালাত জামাতের সাথে আদায় করতে হয়। মহানবি (স) জামাতে সালাত আদায় করতে তাগিদ দিয়েছেন। জামাতে সালাত আদায়ের জন্য কীভাবে ডাকতে হয় কেউ তা জানত না। মহানবি (স) সাহাবিদের নিয়ে একদিন পরামর্শে বসলেন, আলোচনা চলল। কেউ বললেন, সালাতের সময় হলে ঘণ্টা বাজানো হোক। কেউ বললেন, শিঙ্গায় ফুঁ দিয়ে ডাকা হোক। কেউ বললেন, আগুন জ্বালানো হোক। আরও অনেকেই অনেক কথা বললেন। মহানবি (স) কোনোটাই পছন্দ করলেন না।

গভীর রাত। সাহাবি হযরত আবদুল্লাহ গভীর ঘুমে মগ্ন। স্বপ্ন দেখেন, একজন ফেরেশতা তাঁকে আযানের বাক্যগুলো শুনাচ্ছেন। ভোরে তিনি ঐ বাক্যগুলো মহানবি (স)কে শুনালেন। আশ্চর্যের কথা, হযরত উমর (রা) ও একই স্বপ্ন দেখেন। বাক্যগুলো মহানবি (স) এর খুব পছন্দ হলো। তিনি বললেন, 'এটা মহান আল্লাহরই নির্দেশ'।

মহানবি (স) হযরত বিলাল (রা) কে আযান দিতে বললেন। হযরত বিলালের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো প্রথম আযান। হযরত বিলাল হলেন ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন।

**আযানের বাক্যগুলো হলো:**

| | |
|---|---|
| আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, | اَللهُ اَكْبَرُ , اَللهُ اَكْبَرُ , |
| আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, | اَللهُ اَكْبَرُ , اَللهُ اَكْبَرُ , |
| আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ | اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ |
| আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ | اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ |
| আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসুলুল্লাহ | اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ |
| আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসুলুল্লাহ | اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ |
| হাইইয়া আলাস সালাহ, হাইইয়া আলাস সালাহ? | حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ـ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ـ |
| হাইইয়া আলাল ফালাহ, হাইইয়া আলাল ফালাহ? | حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ـ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ـ |
| আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার | اَللهُ اَكْبَرُ , اَللهُ اَكْبَرُ , |
| লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ | لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ـ |

অর্থ : আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। (দুইবার)

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহম্মদ (স) আল্লাহর রসুল। (দুইবার)

সালাত আদায়ের জন্য এসো, সালাত আদায়ের জন্য এসো।

কল্যাণ ও মঙ্গালের জন্য এসো, কল্যাণ ও মঙ্গালের জন্য এসো।

আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।

ফজরের আযানে হাইইয়া আলাল ফালাহ–এর পর ঘুম ভাঙানো ডাক দেয়া হয়। বলতে হয়:

আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ

আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ

অর্থ : ঘুম থেকে সালাত উত্তম, ঘুম থেকে সালাত উত্তম।

আযানের এই মর্মস্পর্শী ডাক শুনে কোনো মুমিন ব্যক্তি বসে থাকতে পারে না। প্রকৃত মালিকের দরবারে হাজির হয়ে তাঁর সামনে মাথা নত না করে সে কিছুতেই শান্তি পায় না।

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেন :

বাজল কিরে ভোরের শানাই
নিদমহলা আঁধার পুরে।
শুনাই আযান গগনতলে
অতীত রাতের মিনার চূড়ে ॥

কবি কায়কোবাদ বলেন:

কে ওই শোনাল মোরে আযানের ধ্বনি
মর্মে মর্মে সেই সুর
বাজিল কী সুমধুর
আকুল হইল প্রাণ নাচিল ধমনী ॥

**একক কাজ :** শিক্ষার্থীরা আযানের বাক্যগুলো বাংলায় মার্কার দিয়ে পোস্টার পেপারে লিখবে।

আযানের শেষে এই দোয়া পড়তে হয় :

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَآئِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَانِ الَّذِىْ وَعَدْتَهٗ ـ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ

আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ দাওয়াতিত তাম্মাতি ওয়াসসালাতিল কাইমাতি আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়ালফাযীলাতা ওয়াদ্দারাজাতার রাফিয়াতা ওয়াবআসহু মাকামাম মাহমূদানিল্লাযী ওয়া আদতাহু। ইন্নাকা লা তুখলিফুল মীয়াদ।

মুয়াজ্জিন প্রতিদিন পাঁচবার আযান দেন। রেডিও-টেলিভিশনে আযান প্রচার করা হয়। আমরা তা মনোযোগ দিয়ে শুনব। আমরা আযান শুনে সালাতের জন্য তৈরি হব। সময়মতো সালাত আদায় করব।

## ইকামত ( اِقَامَةٌ )

আযান হলো সালাতের আহ্বান। আর ইকামত হলো জামাত শুরুর ঘোষণা। ইকামতের সাথে সাথে জামাত শুরু হয়। ইকামতে আযানের বাক্যগুলোই বলতে হয়। শুধু হাইয়া আলাল ফালাহ্ বলার পর–

ক্বাদ কামাতিস সালাহ قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ

ক্বাদ কামাতিস সালাহ قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ

দুইবার বলতে হয়। এর অর্থ সালাত শুরু হলো।

## তাশাহহুদ ( تَشَهُّدٌ )

সালাতে দুই রাকাতের পর এবং শেষ বৈঠকে একটা দোয়া পড়তে হয়। এটিকে তাশাহহুদ বলে। দোয়াটি হলো :

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوتُ وَالطَّيِّبَاتُ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ ـ

**উচ্চারণঃ** আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াততায়্যিবাতু। আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আশহাদু আললাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসুলুহু।

**অর্থ :** আমাদের সব সালাম, শ্রদ্ধা, আমাদের সব সালাত এবং সব পবিত্রতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য। হে নবি! আপনার প্রতি সালাম, আপনার উপর আল্লাহর রহমত এবং অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। আমাদের ও আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা এবং রসুল।

## দরূদ

সালাতে তাশাহহুদের পর দরূদ পড়তে হয়। দরূদ হলো–

| | |
|---|---|
| আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি | اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ |
| মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা | مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ |
| ওয়াআলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ | وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ |
| আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়াআলা আলি | اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ |
| মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা | مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ |
| ওয়াআলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ | وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ |

অর্থ: হে আল্লাহ! দয়া ও রহমত কর হযরত মুহম্মদ (স) এর প্রতি এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি যেমন তুমি রহমত নাজেল করেছ হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই তুমি অতি উত্তম গুণের আধার এবং মহান। হে আল্লাহ! বরকত নাজেল কর হযরত মুহম্মদ (স) এবং তাঁর বংশধরদের উপর যেমন তুমি হযরত ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর বংশধরদের উপরে করেছ। নিশ্চয়ই তুমি অতীব সৎগুণবিশিষ্ট ও মহান।

## দোয়া মাসুরা

কুরআন–হাদিসে বর্ণিত দোয়াগুলোকে দোয়া মাসুরা বলা হয়। সালাতে দোয়া মাসুরা পড়া ভালো। মহানবি (স) সালাতে দোয়া মাসুরা পাঠ করতেন। সালাত দরূদের পর এই দোয়া মাসুরাটি পড়া হয়।

| | |
|---|---|
| আল্লাহুম্মা ইন্নি যালামতু নাফসী যুলমান কাসীরাওঁ | اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا |
| ওয়ালা ইয়াগফিরুয যুনুবা ইল্লা আনতা ফাগফিরলী | وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِىْ |
| মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা | مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ |
| আনতাল গাফূরুর রাহীম। | اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ. |

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অধিক পরিমাণে জুলুম করেছি। তুমি ছাড়া আমার অপরাধ ক্ষমা করার ক্ষমতা কারো নেই। অতএব আমি আমার অপরাধসমূহের জন্য তোমার নিকটই ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমার উপর রহমত বর্ষণ কর, আমার উপর অনুগ্রহ কর। নিশ্চয়ই তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

## সালাম- سَلَامٌ

সালাতের শেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হলো সালাম। দোয়া মাসুরা পড়ার পর প্রথমে ডানে ও পরে বামে সালাম ফেরাতে হয়। সালামের বাক্যটি হলো :

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

অর্থ : তোমাদের উপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

## মুনাজাত- مُنَاجَةٌ

আল্লাহ তায়ালার কাছে আবেদন–নিবেদন, কাকুতি–মিনতি করাকে মুনাজাত বলে। সালাত শেষে মুনাজাত কবুল হওয়ার উপযুক্ত সময়। এ সময় যে কোনো ভালো দোয়া করা যায়। কুরআন মজিদ ও হাদিস শরিফে অনেক মুনাজাত আছে। একটি সংক্ষিপ্ত এবং সুন্দর মুনাজাত হলো:

রব্বানা আতিনা ফিদদুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى

আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান নার। الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের এ দুনিয়ায় কল্যাণ দাও আর আখিরাতেও কল্যাণ দাও এবং দোযখের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা কর। – সূরা বাকারা–২০১

নামাজ শেষে মুনাজাত করছে

## সালাত– صَلٰوةٌ

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো সালাত বা নামায। সালাতের কতকগুলো নিয়ম আছে। এই নিয়মগুলো পালন করা ফরজ।

## সালাতের আহকাম– اَحْكَامُ الصَّلٰوةِ

সালাত শুরুর আগে সাতটি ফরজ কাজ করতে হয়। এগুলোকে বলে সালাতের আহকাম। আহকাম ঠিকমতো পালন না করলে সালাত আদায় হয় না।

১। শরীর পাক হওয়া ২। কাপড় পাক হওয়া ৩। সালাতের জায়গা পাক হওয়া

৪। সতর ঢাকা ৫। কেবলামুখী হওয়া ৬। নিয়ত করা

৭। সময়মতো সালাত আদায় করা।

## সালাতের ওয়াক্ত – اَوْقَاتُ الصَّلٰوةِ

সময়মতো সালাত আদায় করা আল্লাহ তায়ালার আদেশ। সময়মতো আদায় না করলে সালাত আদায় হয় না। মহান আল্লাহ বলেন, "সঠিক সময়ে সালাত আদায় করা মুমিনের জন্য ফরজ"। সালাতের নির্দিষ্ট সময় হলো :

| | |
|---|---|
| ফজর | রাত শেষে পূর্ব আকাশে সাদা আভা দেখা দিলে ফজর শুরু হয়। সূর্য উঠার পূর্ব মুহূর্তে তা শেষ হয়। |
| যোহর | দুপুরে সূর্য পশ্চিমে নামতে আরম্ভ করলে যোহর শুরু হয়। আর কোনো কাঠির ছায়া তার দ্বিগুণ হলে তা শেষ হয়। |
| আসর | যোহর শেষ হওয়ার সাথে সাথে আসর শুরু হয়। সূর্য ডোবার পূর্বে তা শেষ হয়। |
| মাগরিব | সূর্য ডোবার পর মাগরিব শুরু হয়। পশ্চিম আকাশে আলোর লাল আভা মুছে যাওয়ার সাথে সাথে তা শেষ হয়। |
| এশা | মাগরিব শেষ হওয়ার পর এশা শুরু হয়। ফজরের পূর্ব পর্যন্ত এশার সালাতের সময় থাকে। তবে দুপুর রাতের পূর্বে এশার সালাত পড়া ভালো। |

## সালাতের আরকান– أَرْكَانُ الصَّلٰوةِ

সালাতের ভেতরে সাতটি ফরজ কাজ আছে। এগুলোকে সালাতের আরকান বলে। যথাঃ

১। তকবির–ই–তহরিমা বা আল্লাহু আকবর বলে সালাত শুরু করা।

২। কিয়াম অর্থাৎ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা। তবে কোনো কারণে দাঁড়াতে অক্ষম হলে বসে, এমনকি শুয়েও সালাত আদায় করা যায়।

৩। কেরাত অর্থাৎ কুরআন মজিদের কিছু অংশ তিলাওত করা।

৪। রুকু করা।

৫। সেজদা করা।

৬। শেষ বৈঠকে বসা।

৭। সালাম কাজের মাধ্যমে সালাত শেষ করা।

এর কোনো একটি বাদ পড়লে সালাত আদায় হয় না। তাই এগুলো আদায়ের ব্যাপারে আমরা খুবই সাবধান থাকব।

## সালাত আদায়ের নিয়ম

সালাত সবচেয়ে বড় এবাদত। মহানবি (স) যেভাবে সালাত আদায় করতেন, আমরাও সেভাবে সালাত আদায় করব। আমরা সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়াব। আমাদের মুখ থাকবে পবিত্র কেবলার দিকে। আমরা পাকসাফ হয়ে সারা জাহানের বাদশাহ আল্লাহ তায়ালার দরবারে হাজির হবো। সালাতে যা যা পড়বো তার অর্থ জেনে নেব।

কেবলামুখি হয়ে সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায়

সর্বপ্রথম বলব : আল্লাহু আকবর– اَللّٰهُ اَكْبَرُ

অর্থ: আল্লাহ সবচেয়ে বড়।

মুখে এ বিরাট অঙ্গীকার করে পৃথিবীর যাবতীয় জিনিস হতে নিজের সম্পর্ক ছিন্ন করব। প্রতীক হিসেবে কান পর্যন্ত দুই হাত তুলব। এরপর সারা জাহানের বাদশাহর সামনে আল্লাহু আকবর বলে হাত বেঁধে দাঁড়াব।

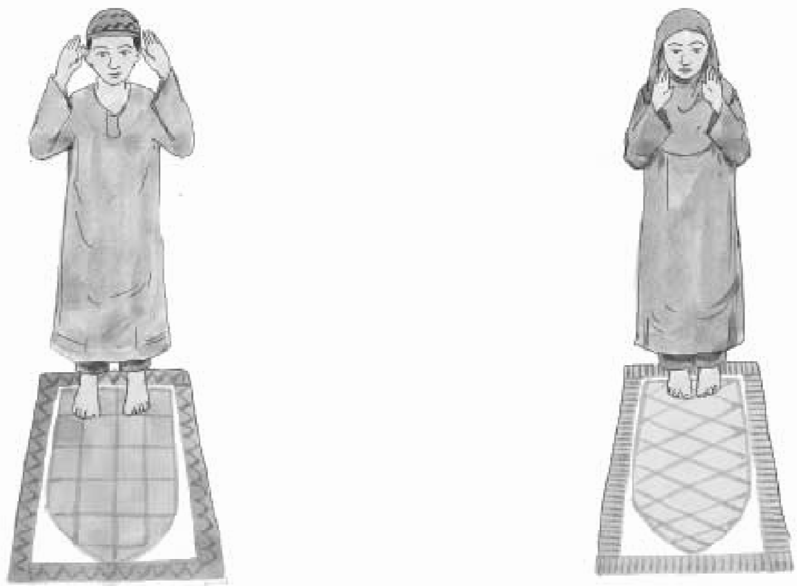

তকবিরে তাহরিমার দৃশ্য

এরপর বিনয় সহকারে সানা পড়ব। সানা হলো :

সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়াতায়ালা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা।

এরপর আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তনির রাজিম এবং বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পড়ব।

তারপর সূরা ফাতিহা পাঠ করে অন্য কোনো সূরা বা সূরার অংশ পাঠ করব। আল্লাহু আকবর বলে রুকু করব। রুকুতে তিনবার সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম পড়ব। সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ বলে সোজা হয়ে দাঁড়াব। দাঁড়ানো অবস্থায় রব্বানা লাকাল হামদ বলব। এরপর আল্লাহু আকবর বলে সেজদা করব।

এরপর আল্লাহু আকবর বলে সোজা হয়ে দাঁড়াব। সূরা ফাতিহা পাঠ করে অন্য কোনো সূরা পাঠ করব। পরে প্রথম রাকাতের মতো রুকু সেজদা করে স্থির হয়ে বসব। তশাহহুদ, দরুদ ও দোয়া মাসুরা পাঠ করব। এরপর প্রথমে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, পরে বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে বলব আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

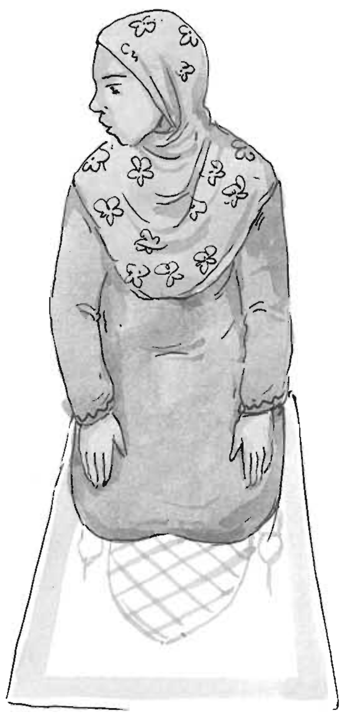

সালাম ফেরানোর দৃশ্য

যদি তিন বা চার রাকাতবিশিষ্ট সালাত হয় তবে আবদুহু ওয়া রাসুলুহু পর্যন্ত পড়ে আর বসব না। আল্লাহু আকবর বলে উঠে দাঁড়াব। তারপর আগের মতো তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাত পড়ব।

মহানবি (স) জামাতের সাথে সালাত আদায় করতেন। আমরাও জামাতের সাথে সালাত আদায় করব।

## জুমার সালাত

প্রতিদিন পাঁচবার মসজিদে জামাত হয়। পাড়ার, মহল্লার লোকজন একসাথে সালাত আদায় করেন। এতে পরস্পর দেখা–সাক্ষাৎ হয়, কুশলাদি জানা যায়। সুখে–দুঃখে একে অন্যের সাহায্য–সহযোগিতার সুযোগ হয়।

প্রতি সপ্তাহে আরও বড় আকারে জামে মসজিদে জুমার জামাত হয়। শুক্রবারে জুমার সালাতের জন্য অনেক মুসল্লির সমাবেশ ঘটে। আল্লাহপাক বলেন, "জুমার দিন আজান হলে সালাতের জন্য দ্রুত যাও। বেচাকেনা বন্ধ রাখ। সালাত শেষে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর রহমত তালাশ কর"।

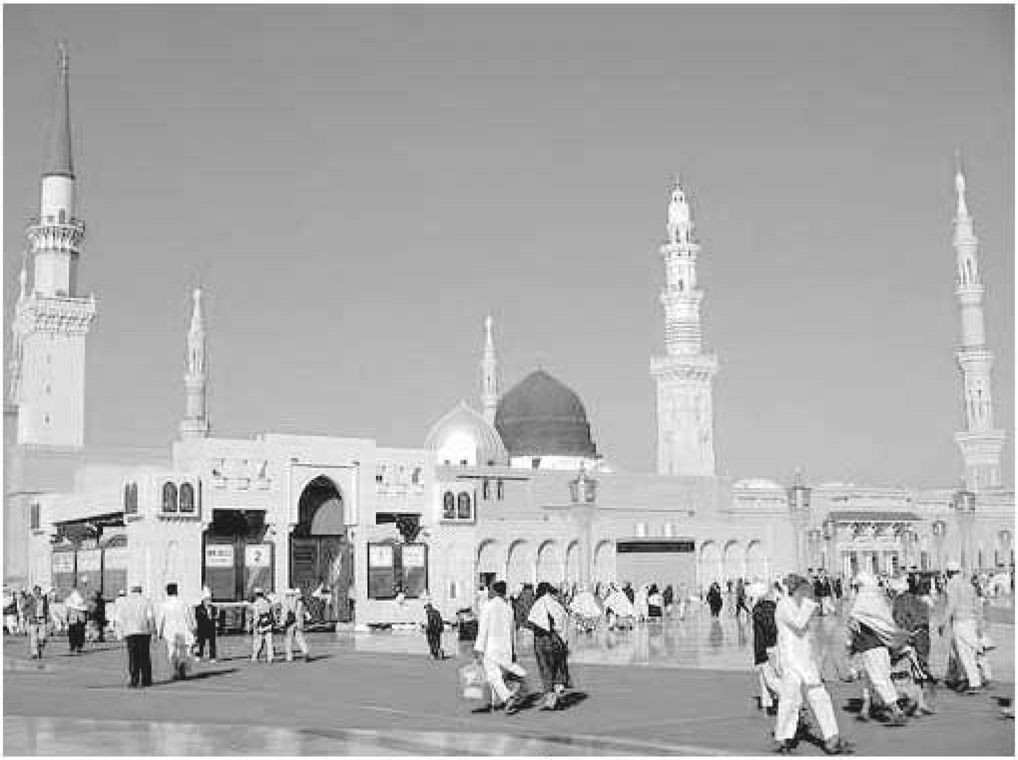

মসজিদে নববী

জুমার দিন গোসল করা, ভালো পোশাক পরা, আতরমাখা সুন্নত। এদিন জোহরের সালাতের পরিবর্তে জুমার দুই রাকাত সালাত ফরজ।

ফরজ সালাতের আগে চার রাকাত কাবলাল জুমা সালাত পড়া সুন্নত। ফরজের পর চার রাকাত বাদাল জুমা সালাত পড়াও সুন্নত। এ ছাড়া সময় পেলে নফল সালাত পড়াও উত্তম।

জুমার সালাত জোহরের ওয়াক্তেই জামাতে আদায় করতে হয়। জামাত ছাড়া জুমার ফরজ আদায় হয় না।

জুমার জন্য দুটি আযান দেওয়া হয়। প্রথম আজান মিনারায় বা মসজিদের বাইরে দিতে হয়। ইমাম সাহেব খুতবা দিতে মিম্বারে বসলে দ্বিতীয় আজান দিতে হয়। এরপর ইমাম মিম্বারে দাঁড়িয়ে দুটি খুতবা দেন। খুতবা অর্থ বক্তৃতা। খুতবায় ইসলামের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হয়।

খুতবা শোনা ওয়াজিব। এ সময় কথা বলা বা অন্য কিছু করা যায় না। এমনকি সালাত আদায় করাও নিষেধ।

খুতবা শেষে ইমামের সাথে দুই রাকাত ফরজ সালাত আদায় করতে হয়। ফরজের আগে নিয়ত করব, "আমি কেবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে দুই রাকাত জুমার ফরজ সালাত এই ইমামের সাথে পড়ার নিয়ত করলাম আল্লাহু আকবর"।

জুমার সালাত মোট দশ রাকাত। চার রাকাত কাবলাল জুমা সুন্নত। দুই রাকাত ফরজ। চার রাকাত বাদাল জুমা সুন্নত।

## ঈদের সালাত

ঈদ হলো খুশির দিন। বিশ্বের মুসলিমগণ দুটি ঈদ উৎসব করেন। একটি রোজার শেষে ঈদুল ফিতর। আরেকটি হলো কোরবানির ঈদ বা ঈদুল আজহা। ঈদের দিন সারা এলাকার মুসল্লিরা ঈদগাহে একত্রিত হন। দুই রাকাত ঈদের সালাত আদায় করে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ঈদের সালাত পড়া ওয়াজিব।

## ঈদুল ফিতর

পবিত্র রমজান মাসে সিয়াম সাধনার পর শাওয়াল মাসের প্রথম দিন হলো ঈদুল ফিতরের দিন। ঈদ অর্থ আনন্দ। ফিতর অর্থ রোজা ভঙ্গ করা। দীর্ঘ এক মাস রোজা রাখার তৌফিক দানের জন্য মুসলিমগণ এদিন আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এটি নিছক আনন্দ উৎসবের দিন নয়।

এদিন পাড়া–প্রতিবেশী, গরিব–দুঃখীর খোঁজখবর নিতে হয়। বিধবা, এতিম, সকলের মুখে সাধ্যমতো হাসি ফোটানোর চেষ্টা করতে হয়। ধনীদের উপর এ দিন সাদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। কারণ আনন্দের দিন যাতে কেউ অভুক্ত না থাকে। ঈদের দিনে রোজা রাখা হারাম।

**ঈদের দিনের সুন্নত:** সকালে গোসল করা, খুশবু মাখা, পরিষ্কার কাপড় পরা, মিষ্টিজাতীয় কিছু খাওয়া, ঈদের সালাত মাঠে আদায় করা।

ইমামের সাথে দুই রাকাত ঈদুল ফিতরের সালাত আদায় করা ওয়াজিব। এতে ছয়টি অতিরিক্ত ওয়াজিব তকবির দিতে হয়।

## ঈদের সালাত আদায় করার নিয়ম

প্রথমে কাতার করে ইমামের পেছনে দাঁড়াব। নিয়ত করব। আল্লাহু আকবর বলে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে তহরিমা বাঁধব। সানা পাঠ করব। এরপর কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে ইমামের সাথে তিন তকবির দেব। প্রথম দুইবার হাত না বেঁধে ছেড়ে রাখব। তৃতীয় তকবির দিয়ে সালাতে হাত বাঁধার মতো দুই হাত বাঁধব। এরপর ইমাম সাহেব অন্যান্য সালাতের মতো সূরা ফাতিহা ও যে কোনো সূরা পাঠ করবেন এবং যথারীতি রুকু সেজদা করে প্রথম রাকাত শেষ করবেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাকাতে ইমাম সাহেব সূরা ফাতিহা ও যে কোনো সূরা পাঠ করবেন। এরপর তিন তকবির দেবেন। আমরাও তিনবার আল্লাহু আকবর বলব। তিনবারই কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে নামিয়ে রাখব, হাত বাঁধব না। পরে চতুর্থবার আল্লাহু আকবর বলে রুকু করব।

এরপর অন্যান্য সালাতের মতো সেজদা করব, তশাহহুদ, দরুদ, দোয়া মাসুরা পাঠ করে ইমামের সাথে সালাম ফেরাব। সালাত শেষে ইমাম সাহেব দুইটি খুতবা দেবেন। খুতবা শোনা ওয়াজিব।

**পরিকল্পিত কাজ :** শিক্ষার্থীরা ঈদুল ফিতর–এর দিনের করণীয় কাজগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

## ঈদুল আজহা

দ্বিতীয় ঈদ হলো ঈদুল আজহা বা কোরবানির ঈদ। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। আল্লাহর নির্দেশে এদিন হযরত ইবরাহীম (আ) নিজ পুত্র হযরত ইসমাইল (আ) কে আল্লাহর নির্দেশে কোরবানি করতে তৈরি হন। তাঁর এ ত্যাগের স্মৃতিস্বরূপ মুসলমানের উপর

কোরবানি করা ওয়াজিব করা হয়েছে।

জিলহজ মাসের দশম তারিখ ঈদুল আজহার দিন। ঈদুল ফিতরের মতো এদিনও গোসল করে খুশবু মেখে পরিষ্কার কাপড় পরে ঈদগাহে একই নিয়মে দুই রাকাত ওয়াজিব সালাত আদায় করতে হয়। সালাত শেষে ইমাম দুইটি খুতবা দেবেন। খুতবা শোনা ওয়াজিব। এদিন সালাতের আগে কিছু না খাওয়া ভালো। রাস্তায় জোরে জোরে তকবির পড়া সুন্নত।

ঈদের তকবির হলো: আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

জিলহজের নবম তারিখ ফজর থেকে তেরো তারিখ আসর পর্যন্ত ফরজ সালাত শেষে এই তকবির পড়া ওয়াজিব। ঈদুল ফিতরের দিন এই তকবির আস্তে আস্তে পড়তে হয়।

সালাত শেষে কোরবানি করতে হয়। কোরবানির গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজের জন্য রাখব, এক ভাগ আত্মীয়দের মাঝে বিতরণ করব, আরেক ভাগ গরিবদের মাঝে বণ্টন করব। এভাবে ঈদের খুশিতে সবাই শরিক হতে পারে। এতে সমাজে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

আমরা ঈদের এ মহান শিক্ষা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করব। সবার সঙ্গে মিলেমিশে ঈদের আনন্দ উপভোগ করব। ঈদের এ শিক্ষাকে সমাজে ছড়িয়ে দেব।

# অনুশীলনী

## নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

### ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন:

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও**

১। ওযুর ফরজ কয়টি?

ক. ৩টি খ. ৪টি

গ. ৫টি ঘ. ৬টি

২। সালাতের আরকান কয়টি?

ক. ৭টি খ. ৬টি

গ. ৫টি ঘ. ৪টি

৩। সালাতের আহকাম কয়টি?

ক. ৪টি খ. ৫টি

গ. ৬টি ঘ. ৭টি

৪। সালাত কয় ওয়াক্ত ?

ক. ৬ ওয়াক্ত খ. ৭ ওয়াক্ত

গ. ৫ ওয়াক্ত ঘ. ৩ ওয়াক্ত

৫। সালাতে দরুদ কখন পড়তে হয়?

ক. দাঁড়ানো অবস্থায় খ. সেজদায়

গ. রুকুতে ঘ. শেষ বৈঠকে

### খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক. পবিত্রতা ------ অঙ্গ।

খ. তাহারাত অর্থ ----।

গ. সালাতের আগে ---- করতে হয়?

ঘ. ওযু ছাড়া ---- হয় না।

ঙ. জুমার ------ রাকাত সালাত ফরজ?

## গ. রেখা টেনে মেলাও :

| | |
|---|---|
| ১. আল্লাহ ছাড়া কারো | চারটি |
| ২. পবিত্রতা ইমানের | সালাত |
| ৩. ওযুর ফরজ | আনন্দ |
| ৪. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত | অঙ্গ |
| ৫. ঈদ অর্থ | ইবাদত করেন না |

## সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম লিখ।

২. তাহারাত সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেন?

৩. আসসালাতু খাইরুম মিনান নাওম অর্থ কী?

৪. মাগরিব নামাজের ওয়াক্ত কখন শুরু ও শেষ হয়?

৫. ঈদের দিনের সুন্নত কাজগুলো কী কী?

## বর্ণনামূলক প্রশ্ন:

১. বাদত শব্দের অর্থ কী? ইবাদত কাকে বলে?

২. ওযুর ফরজ কয়টি ও কী কী?

৩. গোসলের ফরজ কয়টি ও কী কী?

৪. আজানের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৫. সালাতের আহকাম কয়টি ও কী কী লিখ।

৬. সালাতের আরকান কয়টি ও কী কী?

৭. সালাতের সামাজিক গুণাবলি বর্ণনা কর।

৮. ঈদের সালাত আদায়ের নিয়ম লিখ।

৯. ঈদের সালাতের সামাজিক তাৎপর্য লিখ।

# অধ্যায় : ২
# ইবাদত

## অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

২.১ ইবাদত সম্পর্কে জানা, ইবাদত করতে আগ্রহী হওয়া এবং ইবাদত করা।
২.২ তাহারাত বা পবিত্রতা সম্পর্কে জানা এবং পাক-পবিত্র থাকা।
২.৩ ওযু ও ওযু সম্পর্কে জানা, ওযু করতে আগ্রহী ও অভ্যস্ত হওয়া এবং যথানিয়মে ওযু করতে পারা।
২.৪ ওযুর সুন্নাতগুলো জানা এবং সঠিক নিয়মে পালন করা।
২.৫ ওযু নষ্ট হওয়ার কারণসমূহ জানা এবং ওযু নষ্ট হলে প্রয়োজনে ওযু করতে পারা।
২.৬ গোসল সম্পর্কে জানা এবং গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করতে শেখা।
২.৭ আযান কী তা বলতে পারা, আযানের গুরুত্ব বোঝা এবং জামাতে সালাত আদায়ের জন্য আজান দিতে পারা।
২.৮ ইকামাত শেখা এবং ইকামাত দিতে পারা।
২.৯ আযানের দোয়া শেখা এবং আযানের দোয়া পড়তে পারা।
২.১০ তাশাহ্হুদ বা আত্তাহিয়্যাতু কী তা জানা, শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারা এবং সালাতে আত্তাহিয়্যাতু পড়তে পারা।
২.১১ দরূদ ও দোআ মাসুরা শেখা ও বলতে পারা।
২.১২ সালাত শেষ করার কাজ হিসেবে সালামের বাক্য ও মুনাজাত শেখা এবং সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করা। সালাত শেষে বা অন্য এবাদত করার শেষে মুনাজাত করা।
২.১৩ সালাতের আহকামগুলো শেখা এবং সালাতের আহকাম গুরুত্বের সাথে পালন করা।
২.১৪ দৈনিক কয় ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে হয় তা বলতে পারা। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময় বলতে পারা। সালাত আদায় করতে আগ্রহী হওয়া।
২.১৫ সালাতের আরকান সম্পর্কে জানা এবং সতর্কতার সাথে সালাতে তা পালন করা।
২.১৬ সালাতের নিয়ম জানা ও সে অনুযায়ী সালাত আদায় করা।
২.১৭ জুমাআর সালাত সম্পর্কে জানা, শেখা ও আদায় করা।
২.১৮ ঈদের পরিচয় বলতে পারা এবং ঈদুল ফিতরের দিনেরকর্তব্য, কাজ সম্পর্কে জানা ও পালন করতে আগ্রহী হওয়া।
২.১৯ ঈদুল আজহার পরিচয় জানা। কুরবানি ও কুরবানির নিয়ম জানার প্রতি আগ্রহী হওয়া।

**শিখনফল**

২.১.১ ইবাদতের পরিচয় ও নিয়ম পদ্ধতি বলতে পারবে।
২.১.২ তারা ইবাদতের গুরুত্ব ও উপকারিতা বলতে পারবে এবং আল্লাহর ইবাদত করবে।
২.২.১ পবিত্রতার পরিচয় গুরুত্ব ও তাৎপর্য বলতে পারবে।
২.২.২ পবিত্র থাকতে আগ্রহী হবে এবং পবিত্র থাকবে।
২.২.৩ এতে তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস গড়ে উঠবে।
২.৩.১ ওযু কী ও ওযুর ফরজ গুলো কী তা বলতে পারবে।
২.৩.২ তারা ওযুর ফরযগুলো সঠিক নিয়মে পালন পারবে।
২.৪.১ ওযুর সুন্নাত সমূহ বলতে পারবে। তারা যথানিয়মে ওযু করতে পারবে।

২.৫.১ ওযু নষ্ট হওয়ার কারণসমূহ বলতে পারবে এবং ওযু নষ্ট হলে প্রয়োজনবোধে ওযু করে নিতে পারবে ।
২.৬.১ গোসলের নিয়ম বলতে পারবে এবং সঠিক নিয়মে ওযু গোসলের মাধ্যমে তারাপরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে অভ্যস্ত হবে ।
২.৭.১ আযানের পরিচয় ও গুরুত্ব বলতে পারবে ।
২.৭.২ সঠিক নিয়মে আযান দিতে পারবে ।
২.৭.৩ জামাতে সালাত প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে ।
২.৮.১ ইকামাতের বাক্যগুলো শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারবে ।
২.৮.২ জামাআতে সালাতে ইকামাত দিতে পারবে ।
২.৮.৩ জামাতের সাথে সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হবে ।
২.৯.১ আযানের দুআ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে এবং অর্থসহ মুখস্থ বলতে পারবে ।
২.৯.২ তারা আযানের দোয়ার ফজিলত ও গুরুত্ব বলতে পারবে ।
২.১০.১ তাশাহ্হুদ কী বলতে পারবে। তারা তাশাহ্হুদ শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারবে এবং যথাসময়ে সালাতে পড়বে ।
২.১১.১ দরুদ শরীফ ও দোয়া মাসূরা পড়তে পারবে এবং দরুদ ও দোয়া মাসুরা সালাতে পড়বে ।
২.১২.১ সালাম ও মুনাজাতের বাক্যগুলো শুদ্ধ উচ্চারণে অর্থসহ বলতে পারবে এবং যথাস্থানে ব্যবহার করতে পারবে ।
২.১৩.১ সালাতের আহকাম কাকে বলে, এর গুরুত্ব জানবে এবং আহকাম কয়টি ও কী কী তা বলতে পারবে ।
২.১৩.২ সালাতের আহকাম গুরুত্বের সাথে পালন করবে ।
২.১৩.৩ তারা সময়মতো সালাত আদায় করবে ।
২.১৪.১ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম ও সময় বলতে পারবে ।
২.১৪.২ সময়মতো সালাত আদায়ের গুরুত্ব বলতে পারবে ।
২.১৫.১ সালাতের আরকান বলতে কী বোঝায় তা বর্ণনা করতে পারবে ।
২.১৫.২ সালাতের আরকান যথানিয়মে পালন পারবে ।
২.১৬.১ সালাতের নিয়ম ও পদ্ধতি বলতে পারবে ।
২.১৬.২ সালাত আদায় করে দেখাতে পারবে ।
২.১৬.৩ দুই, তিন ও চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতের ধারাবাহিক নিয়ম বর্ণনা করতে পারবে ।
২.১৭.১ জুমার সালাতের পরিচয়, গুরুত্ব ও ফজিলত বর্ণনা করতে পারবে ।
২.১৭.২ জুমার সালাত আদায় করতে পারবে । এতে তাদের মধ্যে সামাজিক গুণাবলি গড়ে উঠবে ।
২.১৮.১ দুই ঈদের পরিচয়, গুরুত্ব, তাৎপর্য এবং ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের নিয়ম বলতে পারবে ।
২.১৮.২ ঈদের সালাত নিয়মমতো আদায় করবে ।
২.১৮.৩ এর মাধ্যমে তারা বৃহত্তর সমাজে মিলেমিশে চলতে পারবে ।
২.১৯.১ ইদুল আজহার নিয়ম এবং কুরবানি করার নিয়ম বলতে পারবে ।
১.১৯.২ তারা যথানিয়মে সালাত ও কুরবানি আদায় করতে পারবে ।
১.১৯.৩ কুরবানির মাধ্যমে তারা আনুগত্য ও ত্যাগের মহান শিক্ষা লাভ করবে ।

**পাঠ বিভাজন :** পাঠ সংখ্যা ১৪টি

# দ্বিতীয় অধ্যায়
# ইবাদত

## পাঠ ১

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের ২১ পৃষ্ঠা) ইবাদত অর্থ..........................পোস্টার পেপারে লিখবে।

**শিখনফল**

২.১.১ ইবাদতের পরিচয় ও নিয়ম-পদ্ধতি বলতে পারবে।

২.১.২ তারা এবাদতের গুরুত্ব ও উপকারিতা বলতে পারবে। আল্লাহ্ তায়ালার এবাদত করবে।

**উপকরণ :** চক, চকবোর্ড ইত্যাদি।

**শিখন শেখানো কার্যাবলি**

ক. পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসুন। সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। দুইজন শিক্ষার্থীর খবর জিজ্ঞাসা করুন।

খ. এরপর বলুন, ইতিপূর্বে আমরা ইমান সম্পর্কে জেনেছি। আজ আমরা এবাদত সম্পর্কে জানব। পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন। শিক্ষার্থীদের লিখতে বলুন। তারা লিখল কি না ঘুরে ঘুরে দেখুন। অতঃপর সম্পূর্ণ পাঠটি সহজ কথায় উপস্থাপন করুন।

গ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নাবলির মাধ্যমে পাঠটি আলোচনা করুন।

১. ইবাদত শব্দের অর্থ কী?
২. ইবাদত কাকে বলে?
৩. সালাত আদায় করা কী?
৪. কুরআন মজিদ তিলাওত করা কী?
৫. রোগীর সেবা করা কী?
৬. কথা বলার সময় সত্য কথা বলা কী?
৭. আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে কেন সৃষ্টি করেছেন?
৮. আমরা কেবল কার গোলামি করব?
৯. আমরা শুধু কার আদেশ মতো চলব?
১০. আমরা কেবল কার সামনে মাথা নত করব?
১১. আমরা কেবল কাকে ভয় করব?
১২. আমরা কার নিকট সাহায্য চাইব?
১৩. সকল নবীর শিক্ষা কী?

শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। সঠিক উত্তর দিতে না পারলে শিক্ষক বলে দিন। প্রয়োজনে ব্যাখ্যা ও উদাহরণ দিন।

চ) এবার শিক্ষার্থীদের বই দেখে অনুচ্চ স্বরে পাঠটি কয়েকবার পড়তে বলুন। তারা ঠিকমতো পড়তে পারছে কি না আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

**পরিকল্পিত কাজ**

পাঠ্যপুস্তকে যে কাজ দেওয়া আছে তা শিক্ষার্থীরা কীভাবে করবে বুঝিয়ে দিন। শিক্ষার্থীদের কাজটি করতে বলুন। আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে তাদের সাহায্য করুন।

**মূল্যায়ন :**

ক. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিতে বলুন।

১. আমরা কার কাছে সাহায্য চাইব?

ক. শিক্ষকের কাছে খ. প্রতিবেশীর কাছে

গ. আলাহর কাছে ঘ. আব্বা-আম্মার কাছে

২. ইবাদত শব্দের অর্থ কী?

ক. বৃদ্ধি খ. সওয়াব

গ. জান্নাত ঘ. গোলামি করা

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন।

| | |
|---|---|
| ১. রোগীর সেবা করা | অন্য কাউকে নয় |
| ২. কেবলমাত্র তাঁকেই ভয় করব | এবাদত |

গ. শূন্যস্থান পূরণ করতে বলুন।

১. আল্লাহ ছাড়া আর কারো............কর না।

২. কেবলমাত্র আল্লাহর কাছে.............চাইব।

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন।

১. ইবাদত কাকে বলে?

২. সালাত আদায় করা কী?

৩. আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এ জন্য যে, তারা শুধু আমারই ইবাদত করবে–এটি কার বাণী। এ পবিত্র বাণীটির ব্যাখ্যা কর?

৪. ইবাদত কাকে বলে? বুঝিয়ে বল।

## পাঠ-২

# তাহারাত ও ওযু

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ২২) আল্লাহ তায়ালা বলেন..............................তালিকা তৈরি করবে।

**শিখনফল**

২.২.১. পবিত্রতার পরিচয়, গুরুত্ব ও তাৎপর্য বলতে পারবে।

২.২.২. পবিত্র থাকতে আগ্রহী হবে ও পবিত্র থাকবে।

২.২.৩. এতে তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস গড়ে ওঠবে।

২.৩.১ ওযু কী, ওযুর ফরজ কয়টি ও কী কী তা বলতে পারবে।

২.৩.২ ফরজগুলো নিয়মমতো পালন করতে পারবে।

**উপকরণ :** চক, চকবোর্ড ইত্যাদি।

**শিখন শেখানো কার্যাবলি**

ক. পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসুন। শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। দুইজন শিক্ষার্থীর খবর জিজ্ঞেস করুন।

খ. এরপর বলুন, ইতিপূর্বে আমরা এবাদত সম্পর্কে জেনেছি। আজ আমরা তাহারাত ও ওযু সম্পর্কে জানব বলে পাঠ ঘোষণা করুন। পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন। শিক্ষার্থীদের লিখতে বলুন। অতঃপর সম্পূর্ণ পাঠটি সহজ কথায় উপস্থাপন করুন।

গ. নিম্নরূপ প্রশ্নাবলির মাধ্যমে পাঠটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

১.আল্লাহ তায়ালা কাদেরকে ভালোবাসেন?
২.পাক-সাফ সম্পর্কে মহানবী কী বলেছেন?
৩.তাহারাত শব্দের অর্থ কী?
৪.তাহারাত কাকে বলে?
৫.আমরা কেমন পানি দিয়ে ওযু করব?
৬.কেমন পানি দিয়ে গোসল করব?
৭.সব মানুষ কাকে ভালোবাসে?
৮.সব মানুষ কাকে আদর করে?
৯.তুমি কী হাত ধুয়ে খাবার খাও?
১০.তুমি কী পায়খানা থেকে এসে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে থাক?
১১.তুমি কী প্রতিদিন ঘুমানোর আগে ও সকালে দাঁত মাজ?
১২.তুমি কি ওযু করার সময় আঙুল দিয়ে দাঁত মাজ?
১৩.পাক-সাফ থাকার উত্তম নিয়ম কোনটি?
১৪.আল্লাহ তায়ালা সালাতের আগে কী করতে আদেশ করেছেন?
১৫.সালাতের আগে ওযু করা কী?
১৬.ওযুর ফরজ কয়টি ও কী কী?
১৭.মুখমণ্ডল ধোয়া কী?

১৮.কনুইসহ উভয় হাত ধোয়া কী?
১৯.মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসহ করা কী?
২০.গিরাসহ উভয় পা ধোয়া কী?

শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। সঠিক উত্তর দিতে না পারলে শিক্ষক তাদের সাহায্য করুন। প্রয়োজনবোধে পাঠ্যাংশের কোনো কোনো অংশ ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) এবার শিক্ষার্থীদের বই দেখে অনুচ্চ স্বরে পাঠটি কয়েকবার পড়তে বলুন। তারা ঠিকমতো পড়তে পারছে কি না আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

## পরিকল্পিত কাজ

পাঠ্যপুস্তকের কাজটি শিক্ষার্থীরা কীভাবে করবে তা বুঝিয়ে দিন। শিক্ষার্থীদের কাজটি করতে বলুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

## মূল্যায়ন

১. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিতে বলুন।
ওযুর ফরজ কয়টি?
ক. ৫টি খ. ৪টি
গ. ৬টি ঘ. ৭টি

২. পবিত্রতা ইমানের অঙ্গ, এটি কার বাণী?
ক. পীর সাহেবের খ. আল্লাহর
গ. মহানবি (স) ঘ. আলেমদের

শূন্যস্থান পূরণ করতে বলুন।
১. পাক-সাফ থাকলে...............ভালো থাকে।
২. ওযু ছাড়া সালাত..........................হয় না।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন।
১. তাহারাত শব্দের অর্থ কী?
২. সব মানুষ কাকে ভালোবাসে?
৩. ওযুর ফরজ কয়টি ও কী কী?
৪. তাহারাত কাকে বলে? বুঝিয়ে বল।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন।

| | |
|---|---|
| ১. যারা পাক-পবিত্র থাকে | আদায় হয় না। |
| ২. ওযু ছাড়া সালাত | আল্লাহ্ তাদের ভালোবাসেন |

## পাঠ-৩

# ওযুর সুন্নত

**বিষয়বস্তু :** (পৃষ্ঠাপুস্তকের ২৩ পৃষ্ঠা) ওযুর সুন্নত......................নির্দেশনা দেবেন।

**শিখনফল**

২.৪.১ ওযুর সুন্নতসমূহ বলতে পারবে। তারা যথানিয়মে ওযু করতে পারবে।

**উপকরণ :** চক, চকবোর্ড ইত্যাদি।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন। সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। দুইজন শিক্ষার্থীর খবর জিজ্ঞেস করুন।

খ. এরপর বলুন, ইতিপূর্বে আমরা অযুর ফরজ সম্পর্কে জেনেছি। আজ আমরা অযুর সুন্নত সম্পর্কে জানব বলে পাঠ ঘোষণা করুন। পাঠ শিরোনামটি বোর্ডে লিখুন। শিক্ষার্থীদের লিখতে বলুন।

গ. সহজ ভাষায় আজকের পাঠটি উপস্থাপন করুন।

ঘ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠটি বিশদভাবে আলোচনা করুন।

১. ওযুর সুন্নাত কয়টি?
২. নিয়ত করা কী?
৩. বিসমিল্লাহ বলে ওযু আরম্ভ করা কী?
৪. দাঁত মাজা কী?
৫. কবজি পর্যন্ত দুই হাত তিনবার ধোয়া কী?
৬. তিনবার কুলি করা কী?
৭. তিনবার নাক সাফ করা কী?
৮. প্রতিটি অঙ্গ তিনবার ধোয়া কী?
৯. কান মাসাহ করা কী?
১০. হাত-পা ধোয়ার সময় ডান হাত-ডান পা আগে ধোয়া কী?
১১. সম্পূর্ণ মাথা একবার মাসাহ করা কী?
১২. ওযুর কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে পরপর করা কী?
১৩. আমরা কাদের দেখে ওযু করা শিখব?

শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। সঠিক উত্তর দিতে না পারলে শিক্ষক উত্তর বলে দিন। প্রয়োজনবোধে উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করুন।

ঙ. এরপর শিক্ষক ‘ওযুর সুন্নত’ শব্দ দুইটি বোর্ডের মাঝখানে লিখুন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি করে ওযুর সুন্নতের নাম বলতে বলুন। আপনি বোর্ডের চারপাশে ওযুর সুন্নতগুলোর নাম লিখুন। আলোচনা করুন।

চ. এবার শিক্ষার্থীদের বই দেখে অনুচ্চ স্বরে পাঠটি কয়েকবার পড়তে বলুন। তারা ঠিকমতো পড়তে পারছে কি না আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

## পরিকল্পিত কাজ

এরপর শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে শ্রেণিকক্ষের বাইরে যেখানে ওযু করার ব্যবস্থা আছে সেখানে নিয়ে যান। প্রথমে আপনি সঠিক নিয়মে ওযু করুন। সকল শিক্ষার্থী মনোযোগ দিয়ে দেখবে। এরপর প্রত্যেক শিক্ষার্থী ওযু করবে। শিক্ষক মনোযোগ দিয়ে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

## মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিতে বলুন।

১. ওযুর সুন্নত কয়টি?

ক. ৯টি　　খ. ১০টি

গ. ১১টি　　ঘ. ১২টি

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন।

| | |
|---|---|
| ১. ইমাম সাহেব ভালোভাবে | তিনবার ধোয়া |
| ২. প্রত্যেক অঙ্গ | ওযু করেন |

শূন্যস্থান পূরণ করতে বলুন।

কবজি পর্যন্ত দুই হাত............................ধোয়া।

শিক্ষকের ওযু দেখে ভালোভাবে.....................করা শিখব।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন।

১. ওযুর সুন্নত কয়টি ও কী কী?

২. ওযুতে প্রত্যেক অঙ্গ কয়বার ধুতে হয়?

## পাঠ-৪

# ওযু নষ্ট হওয়ার কারণ

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের ২৩ পৃষ্ঠা) নানা কারণে ওযু............................কারণগুলো লিখবে।

**শিখনফল**

২.৫.১ ওযু নষ্ট হওয়ার কারণসমূহ বলতে পারবে। ওযু নষ্ট হলে প্রয়োজনে ওযু করে নেবে।

**উপকরণ :** চক, চকবোর্ড ইত্যাদি।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসুন। সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। দুইজন শিক্ষার্থীর খবর জিজ্ঞেস করুন।

খ. এরপর শিক্ষক বলুন, ইতিপূর্বে আমরা ওযুর সুন্নত সম্পর্কে জেনেছি। আজ আমরা ওযু নষ্ট হওয়ার কারণ সম্পর্কে জানব বলে পাঠ ঘোষণা করুন। পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন। সকল শিক্ষার্থীকে লিখতে বলুন।

গ. সহজ ভাষায় আজকের পাঠটি উপস্থাপন করুন।

ঘ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নাবলির মাধ্যমে পাঠটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

১. পেশাব বা পায়খানার রাস্তা দিয়ে কিছু বের হলে কী হয়?

২. মুখ ভরে বমি হলে কী হয়?

৩. কোনো কিছু ঠেস দিয়ে বা শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লে কী হয়?

৪. অজ্ঞান হলে কী হয়?

৫. রক্ত বা পুঁজ বের হয়ে শরীর থেকে গড়িয়ে পড়লে কী হয়?

৬. সালাতের মধ্যে উচ্চ স্বরে হেসে দিলে কী হয়?

৭. ওযু করা কী?

৮. ওযু নষ্ট হলে আমরা কী করব?

শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। সঠিক উত্তর দিতে না পারলে শিক্ষক তাদের সঠিক উত্তর বলে দিন।

ঘ. এরপর শিক্ষক 'ওযু নষ্ট হওয়ার কারণ' বোর্ডের মাঝখানে লিখুন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি করে ওযু নষ্ট হওয়ার কারণ বলতে বলুন। কারণগুলো বোর্ডের চারপাশে লিখুন। প্রয়োজনে আলোচনা করুন।

ঙ. এবার শিক্ষার্থীদের বই দেখে অনুচ্চ স্বরে পাঠটি কয়েকবার পড়তে বলুন। তারা ঠিকমতো পড়তে পারছে কি না আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

## পরিকল্পিত কাজ

পাঠ্যপুস্তকে যে কাজটি দেওয়া আছে তা শিক্ষার্থীদের করতে বলুন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

## মূল্যায়ন :

সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিতে দাও।

১. ওযু নষ্ট হওয়ার কারণ কয়টি?

ক. ৫টি খ. ৭টি

গ. ৪টি ঘ. ৬টি

২. ওযুতে প্রত্যেক অঙ্গ কয়বার ধুতে হয়?

ক. তিনবার খ. চারবার

গ. একবার ঘ. দুই

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন।

১. ওযু করা কী? ওযু নষ্ট হলে আমরা কী করব?
২. ওযু নষ্ট হলে তুমি কী করবে?
৩. ওযু নষ্ট হওয়ার কারণ কয়টি ও কী কী?
৪. ওযু করা কী? ওযু ছাড়া সালাত আদায় হয় কী?

শূন্যস্থান পূরণ করতে বলুন।

১. মুখ ভরে..............করলে ওযু নষ্ট হয়।
২. কোন কিছু ঠেস দিয়ে বা শুয়ে.............পড়লে ওযু নষ্ট হয়।
৩. ওযু ছাড়া সালাত..................হয় না।
৪. ওযু সম্পর্কে আমরা.....................থাকব।

## পাঠ-৫

# গোসল

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের ২৪ পৃষ্ঠা) সুস্থ শরীর..................................তালিকা তৈরি করবে।

**শিখনফল**

২.৬.১ গোসলের নিয়ম বলতে পারবে এবং সঠিকভাবে ওযু গোসলের মাধ্যমে তারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে অভ্যস্ত হবে।

**উপকরণ :** চক, চকবোর্ড ইত্যাদি।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসুন। সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। দুইজন শিক্ষার্থীর খবর জিজ্ঞেস করুন।

খ. এরপর শিক্ষক নিচের প্রশ্নের মাধ্যমে আজকের পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করুন।

১. আমরা কেন গোসল করি?
২. গোসল না করলে কী হয়?

শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। না পারলে শিক্ষক বলে দিন।

গ. এরপর শিক্ষক বলুন, ইতিপূর্বে আমরা ওযু সম্পর্কে জেনেছি। আজ আমরা গোসল সম্পর্কে জানব বলে পাঠ ঘোষণা করুন। পাঠের শিরোনাম 'গোসল' বোর্ডে লিখুন। প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করুন। শিক্ষার্থীরা পাঠের শিরোনাম নিজ নিজ খাতায় লিখবে।

ঘ. সহজ ভাষায় আজকের পাঠটি উপস্থাপন করুন।

ঙ. এরপর নিচের প্রশ্নাবলির মাধ্যমে পাঠটি বিশদভাবে আলোচনা করুন।

১. পাক-সাফ থাকার প্রয়োজন কেন?
২. গোসল কাকে বলে?
৩. গোসল করলে কী হয়?
৪. গোসলের শুরুতে কী করতে হয়?
৫. শরীরে নাপাকি ও ময়লা থাকলে কী করতে হয়?
৬. কীভাবে মুখ পরিষ্কার করতে হয়?
৭. কী দিয়ে নাক সাফ করতে হয়?
৮. সারা শরীর কয়বার ধুতে হয়?
৯. গোসলের ফরজ কাজ কয়টি?
১০. গোসলের ফরজ কাজগুলো কী কী?

১১. কীভাবে কুলি করতে হয়?

১২. কীভাবে নাক সাফ করতে হয়?

১৩. সারা শরীর কী করতে হয়?

১৪. কী ত্রুটি থাকলে গোসল হয় না?

১৫. গোসল করা কার হুকুম?

শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। সঠিক উত্তর দিতে না পারলে শিক্ষক সহায়তা করুন।

ঙ. এবার শিক্ষার্থীদের বই দেখে অনুচ্চ স্বরে পাঠটি কয়েকবার পড়তে বলুন। তারা ঠিকমতো পড়তে পারছে কি না আপনি সুরে সুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

**পরিকল্পিত কাজ**

পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া কাজটি শিক্ষার্থীদের করতে বলুন। শ্রেণিতে ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনবোধে সহায়তা করুন।

**মূল্যায়ন :**

সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিতে বলুন।

১. গোসলের ফরজ কারণ কয়টি?

ক. ৪টি　　খ. ৫টি

গ. ৩টি　　ঘ. ৬টি

২. সারা শরীর কয়বার ধুতে হয়?

ক. একবার　　খ. দুইবার

গ. তিনবার　　ঘ. চারবার

শূন্যস্থান পূরণ করতে বলুন।

১. সুন্দর মনের জন্য...........থাকার প্রয়োজন।

২. নিয়মিত গোসল করলে শরীর................থাকে।

৩. গোসল করা আলাহ্ তায়ালার................ ।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের ব্যাখ্যাংশ মিল করতে বলুন।

| | |
|---|---|
| ১. আমরা গোসলের শুরুতে | শরীর ভালো থাকে। |
| ২. নিয়মিত গোসল করলে | দুই হাত ধুয়ে নেব। |

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন।

১. গোসল কাকে বলে?

২. কীভাবে কুলি করতে হয়?

৩. গোসলের ফরজ কয়টি ও কী কী?

৪. গোসল করা কার হুকুম?

## পাঠ-৬

# আযান

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের ২৪ ও ২৬) সালাত জামাতের .................. কোনো মাবুদ নেই।

**শিখনফল**

২.৭.১ আযানের পরিচয় ও গুরুত্ব বলতে পারবে।

২.৭.২ সঠিক নিয়মে আযান দিতে পারবে।

২.৭.৩ জামাতে সালাত প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে।

**উপকরণ :** চক, চকবোর্ড ও আজানের বাক্যগুলোর একটি চার্ট ইত্যাদি।

**শিখন শেখানো কার্যাবলি**

ক. পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসুন। সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। দুইজন নতুন শিক্ষার্থীর খবর জিজ্ঞেস করুন।

খ. এরপর শিক্ষক আযানের গুরুত্ব সম্পর্কে দুই-একটি প্রশ্ন করুন। শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করুন।

১. আযান কেন দিতে হবে?

২. আযানের সুর কেমন লাগে?

শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। না পারলে শিক্ষক বলে দিন।

গ. এরপর শিক্ষক বলুন, ইতিপূর্বে আমরা ওযু ও গোসল সম্পর্কে জেনেছি। আজ আমরা আজান সম্পর্কে জানব।

ঘ. এরপর পাঠের শিরোনাম 'আজান' বোর্ডে লিখুন। শিক্ষার্থীদের লিখতে বলুন। তারা লিখল কি না ঘুরে ঘুরে দেখুন।

ঙ. সহজ ভাষায় আজকের পাঠটি উপস্থাপন করুন।

চ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নাবলির মাধ্যমে পাঠটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

১. জামাতে সালাত আদায়ের জন্য কীভাবে ডাকতে হয়?

২. মহানবী (স) সাহাবীদের নিয়ে কেন বসলেন?

৩. সাহাবীগণ মহানবী (স) কে কী কী পরামর্শ দিয়েছিলেন?

৪. আযানের বাক্যগুলো প্রথম স্বপ্নের মাধ্যমে কে জানতে পারেন?

৫. স্বপ্নে আযানের বাক্য শুনে সাহাবী কী করলেন?

৬. আযানের বাক্যগুলো মহানবী (স)-এর নিকট কেমন লেগেছিল?

৭. আযানের বাক্যগুলো কার নির্দেশে এসেছিল? রাসুল (স) কাকে আযান দিতে বললেন?

৮. ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন কে?

শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। সঠিক উত্তর না পারলে শিক্ষক বলে দেবেন। প্রয়োজন হলে কোনো কোনো অংশ ব্যাখ্যা করুন।

চ. এবার শিক্ষার্থীদের বই দেখে অনুচ্চ স্বরে পাঠটি কয়েকবার পড়তে বলুন। তারা ঠিকমত পড়তে পারছে কিনা আপনি সুরে সুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

## পরিকল্পিত কাজ

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করুন। প্রতিটি দলের একজন পারগ শিক্ষার্থীকে দলনেতা নিয়োগ করুন। দলনেতা ধীরে ধীরে আযান দেবে। দলের সদস্যরা শুনবে। এরপর সদস্যরা আযান দেবে। দলনেতা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। প্রয়োজনে সহায়তা করবে।

## মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিতে বলুন।

১. আযানে আল্লাহ্ আকবার বাক্যটি কতবার বলতে হয়?

ক. তিনবার　　খ. চারবার

গ. পাঁচবার　　ঘ. ছয়বার

২. হাইয়া আলাস সালাহ্ কতবার বলতে হয়?

ক. দুইবার　　খ. তিনবার

গ. চারবার　　ঘ. পাঁচবার

শূন্যস্থান পূরণ করতে বলুন।

১. সালাত..................সাথে আদায় করতে হয়।

২. হযরত বিলাল হলেন ইসলামের প্রথম..................... ।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন।

১. ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন কে?

২. জামাতে সালাত আদায়ের জন্য কীভাবে ডাকতে হয়?

৩. আযানের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৪. আযানের বাক্যগুলো স্বপ্নের মাধ্যমে প্রথম কে জানতে পারেন?

## পাঠ-৭

# ফজরের আযান ও ইকামাত

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের ২৬ ও ২৭ পৃষ্ঠা) ফজরের আযানে ................ সালাত শুরু হলো ।

**শিখনফল**

২.৮.১ ইকামাতের বাক্যগুলো শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারবে ।

২.৮.২ জামাত সালাতে ইকামাত বলতে পারবে ।

২.৮.৩ জামাতের সাথে সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হবে ।

**উপকরণ :** চক, চকবোর্ড, ইত্যাদি ।

**শিখন শেখানো কার্যাবলি**

ক. পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসুন । সালাম ও কুশল বিনিময় করুন । দুইজন শিক্ষার্থীর খবর জিজ্ঞেস করুন ।

খ. এরপর শিক্ষক বলুন, ইতিপূর্বে আমরা আযান সম্পর্কে জেনেছি । আজ আমরা ইকামাত সম্পর্কে জানব বলে পাঠ ঘোষণা করুন ও বোর্ডে লিখুন । শিক্ষার্থীদেরও লিখতে বলুন । তারা লিখল কি না ঘুরে ঘুরে দেখুন ।

গ. সহজ ভাষায় আজকের পাঠটি উপস্থাপন করুন ।

ঘ. এরপর শিক্ষক নিম্নরূপ প্রশ্নাবলির মাধ্যমে পাঠটি বিশদভাবে আলোচনা করুন ।

১. ফজরের সালাতের আযানে অতিরিক্ত কোন বাক্য বলতে হয়?

২. কবি কাজী নজরুল ইসলামের আযান কবিতার চার লাইন মুখস্থ বল ।

৩. কবি কায়কোবাদের আজান কবিতার প্রথম চার লাইন মুখস্থ বল ।

৪. মুয়াজ্জিন দৈনিক কয়বার আজান দেন?

৫. আমরা রেডিওর আযান শুনে কী করব?

৬. আমরা টেলিভিশনের আযান শুনে কী করব?

৭. ইকামাত কী?

৮. ইকামাতে কোন বাক্যগুলো অতিরিক্ত বলতে হয়?

৯. কাদ কামাতিস সালাহ কখন বলতে হয়?

শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে । সঠিক উত্তর দিতে না পারলে শিক্ষক বলে দিন । প্রয়োজনে কঠিন অংশ ব্যাখ্যা করুন ।

ঘ. এরপর শিক্ষক আযানের দোয়াটি শ্রেণিতে পাঠ করুন। শিক্ষার্থীরা আপনার সাথে শব্দ করে পড়বে। এভাবে কয়েকবার অনুশীলন করতে হবে।

ঙ. এরপর শিক্ষক দল গঠন করুন। প্রত্যেক দলে একজন শিক্ষার্থীকে দলনেতা নিয়োগ করুন। দলনেতা আযানের দোয়া জোরে জোরে পড়বে। অন্যান্য সদস্যরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে ও সাথে সাথে উচ্চারণ করবে। এভাবে মুখস্থ করবে।

চ. এবার শিক্ষার্থীদের বই দেখে অনুচ্চ স্বরে পাঠটি কয়েকবার পড়তে বলুন। তারা ঠিকমতো পড়তে পারছে কি না আপনি সুরে সুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

## পরিকল্পিত কাজ

পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া কাজটি শিক্ষার্থীরা কীভাবে করবে শিক্ষক তা বুঝিয়ে দিন। কাজটি করতে বলুন। আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

## মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিতে বলুন।

১. মুয়াজ্জিন প্রতিদিন কয়বার আযান দেন?

ক. তিনবার    খ. চারবার

গ. পাঁচবার    ঘ. ছয়বার

ডান পাশের বাক্যাংশের সাথে বাম পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন।

| | |
|---|---|
| ১. ইকামাত হলো | বলতে হয়। |
| ২. ইকামাতে আজানের বাক্যগুলোই | জামাআত শুরুর ঘোষণা। |

শূন্যস্থান পূরণ করতে বলুন।

১. আজান হলো......................আহ্বান।

২. ইকামাতের সাথে সাথে................শুরু হয়।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন।

১. আযান ও ইকামাতের মধ্যে পার্থক্য কী?

২. আযান শুনে তমি কী করবে?

## পাঠ-৮

# তাশাহ্হুদ

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের : ২৭ পৃষ্ঠা) সালাতে দুই রাকাতের......................বান্দা এবং রাসুল।

**শিখনফল**

২.১০.১ তাশাহ্হুদ কী তা বলতে পারবে? তাশাহ্হুদ শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করে পড়তে পারবে। সালাতের যথাস্থানে তাশাহ্হুদ পাঠ করবে।

**উপকরণ :** চক, চকবোর্ড ইত্যাদি।

### শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. শিক্ষক পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসুন। সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। দুইজন শিক্ষার্থীর খবর জিজ্ঞেস করুন।

খ. এরপর শিক্ষক বলুন, ইতিপূর্বে আমরা আজান ও ইকামাত সম্পর্কে জেনেছি। আজ আমরা তাশাহ্হুদ বা আত্তাহিয়াতু সম্পর্কে জানব বলে পাঠ ঘোষণা করুন ও বোর্ডে লিখুন। শিক্ষার্থীদেরও লিখতে বলুন। তাশাহ্হুদ শব্দটি উচ্চারণ করতে বলুন।

গ. এরপর শিক্ষক তাশাহ্হুদের বাক্যগুলোর একটি চার্ট বোর্ডে ঝুলিয়ে দিন অথবা চকবোর্ডে চক দিয়ে লিখুন। পরে শিক্ষক তাশাহ্হুদের বাক্যগুলো একটি একটি করে পাঠ করুন। অথবা টেপ বাজিয়ে শোনান। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং বাক্যগুলো উচ্চারণ করবে। এভাবে বারবার টেপ বাজবে শিক্ষার্থীরাও উচ্চারণ করবে।

ঘ. এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করুন। একজন পারগ শিক্ষার্থীকে দলনেতা নিয়োগ করুন। দলনেতা প্রত্যেক সদস্যকে তাশাহ্হুদ পড়তে শেখাবে। সকল শিক্ষার্থীকে তাশাহ্হুদ মুখস্থ করতে বলুন। শিক্ষক শ্রেণিতে ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

ঙ. এরপর তিনজন নতুন শিক্ষার্থীকে সমবেত ক্লাসে তাশাহ্হুদ পাঠ করতে বলুন। শিক্ষক মনোযোগ দিয়ে শুনুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

চ. এরপর শিক্ষক নিচের প্রশ্নাবলির মাধ্যমে আজকের পাঠটি বিশদভাবে আলোচনা করুন।

১. তাশাহ্হুদ কাকে বলে?
২. তাশাহ্হুদের অন্য একটি নাম কী?
৩. তাশাহ্হুদ কখন পড়তে হয়?
৪. তাশাহ্হুদ মুখস্থ বল।
৫. আমাদের সব সালাম, শ্রদ্ধা, সব সালাত কার জন্য?
৬. হযরত মুহাম্মদ (স) কার বান্দা?

৭. হযরত মুহাম্মদ (স) কার রসুল?

শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। সঠিক উত্তর না দিতে পারলে শিক্ষক বলে দিন। তাশাহ্হুদ বাড়িতে ভালোভাবে মুখস্থ করতে বলুন এবং সালাতে যথাস্থানে তা পড়তে বলুন।

**মুল্যায়ন**

সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিতে বলুন।

১. সালাতে দুই রাকাতের পর এবং শেষ বৈঠকে কোন দোয়াটি পড়তে হয়??

ক. তাশাহ্হুদ — খ. সানা

গ. সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম — ঘ. সুবহানা রাব্বিয়াল আলা

শূন্যস্থান পূরণ করতে বলুন

১. আসসালামু আলাইকা.......................... ।

২. আসহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া............................ ।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন।

| | |
|---|---|
| ১. আপনার ওপর আল্লাহর শান্তি | বান্দা ও রাসুল |
| ২. হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর | বর্ষিত হোক |

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন।

১. তাশাহ্হুদ কাকে বলে?

২. সালাতের কোন কোন বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়তে হয়?

৩. তাশাহ্হুদ মুখস্থ বল।

## পাঠ ৯

# দরুদ, দোয়া মাসুরা, সালাম ও মুনাজাত

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের ২৮-২৯ পৃষ্ঠা) সালাতে..............................আমাদের রক্ষা কর।

**শিখনফল**

২.১১.১ দরুদ শরিফ ও দোয়া মাসূরা পড়তে পারবে এবং দরুদ ও দোয়া মাসুরা সালাতে পড়বে।

২.১২.২ সালাম ও মুনাজাতের বাক্যগুলো শুদ্ধ উচ্চারণে অর্থসহ বলতে পারবে এবং যথাস্থানে ব্যবহার করতে পারবে।

**উপকরণ :** দরুদ শরিফ ও দোয়া মাসুরা অডিও-ভিডিও সিডি ইত্যাদি।

**শিখন শেখানো কার্যাবলি**

ক. পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসুন। সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। দুইজন শিক্ষার্থীর খবর নিন।

খ. এরপর শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বলুন এবং বোর্ডে লিখুন। শিক্ষার্থীদেরও লিখতে বলুন।

গ. এরপর শিক্ষক মার্কার দিয়ে পোস্টার পেপারে দরুদ শরিফ ও দোয়া মাসুরা লিখা পোস্টার বোর্ডে ঝুলিয়ে দিন অথবা সুন্দর করে বোর্ডে লিখুন।

ঘ. এরপর শিক্ষক দরুদ শরীফ ও দোয়া মাুরার বাক্য একটি একটি করে পাঠ করুন অথবা সিডি বাজান। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং বাক্যগুলো উচ্চারণ করবে। এভাবে কয়েকবার অনুশীলন করবে।

ঙ. এরপর শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করুন। একজন পারগ শিক্ষার্থীকে দলনেতা নিয়োগ করুন। দলনেতা দরুদ শরিফ ও দোয়া মাসুরা পাঠ করবে। দলের সদস্যরা শুনবে ও তার সাথে উচ্চারণ করবে। এভাবে কয়েকবার করতে বলুন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

চ. এরপর তিনজন শিক্ষার্থীকে সমবেত ক্লাসে দরুদ শরিফ ও দোয়ার মাসুরা পাঠ করতে বলুন।

ছ. এরপর শিক্ষক নিম্নরূপ প্রশ্নাবলির মাধ্যমে আজকের পাঠটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

১. সালাতে দরুদ কখন পাঠ করতে হয়?

২. দরুদটি কয় অংশে বিভক্ত?

৩. দরুদের প্রথম অংশটি কী?

৪. দরুদের শেষ অংশটি কী?

৫. দুআ মাসুরা কখন পড়তে হয়?

৬. দুআ মাসুরা কাকে বলে?

৭. সালাতে দুআ মাসুরা পাঠ করা কী?

৮. দরুদ শরিফ মুখস্থ বল।

৯. দোয়া মাসূরা মুখস্থ বল।

১০. সালামের বাক্যটি বল।

১১. সালামের বাক্যটির অর্থ কী?

১২. সালাম ফিরাবার নিয়ম কী?

১৩. মুনাজাত কাকে বলে?

১৪. মুনাজাত কবুল হওয়ার উপযুক্ত সময় কোনটি?

১৫. একটি মুনাজাত মুখস্থ বল।

শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। সঠিক উত্তর না দিতে পারলে শিক্ষক বলে দিন। সালাতে দরুদ শরীফ, দোয়া মাসুরা, সালাম ও মুনাজাত যথাস্থানে পাঠ করতে বলুন। এরপর নিচের প্রশ্নের দ্বারা পাঠটি মূল্যায়ন করুন।

## মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে বলুন।

১. সালাতে দরুদ শরিফ কখন পড়তে হয়?

২. দোয়া মাসুরা কখন পড়তে হয়?

শূন্যস্থান পূরণ করতে বলুন।

১. সালাতে তাশাহ্হুদের পর...............পড়তে হয়।

২. আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা........................ ।

৩. কামা বারাকতা আলা....................... ।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন।

| | |
|---|---|
| ১. কুরআন-হাদিসে বর্ণিত দোয়াগুলোকে | দোয়া মাসরা পড়তে হয়। |
| ২. সালাতে দরুদের পর | দোয়া মাসরা বলে। |

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন।

১. দরুদ শরীফ ও দুআ মাসুরা মুখস্থ বল।

২. মুনাজাত কাকে বলে?

৩. একটি মুনাজাত বাংলায় মুখস্থ লিখ।

# পাঠ ১০

# সালাত ও সালাতের আহকাম

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের ৩০ পৃষ্ঠা) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ.........................সালাত পড়া ভালো।

**শিখনফল**

২.১৩.১ সালাতের আহকাম কাকে বলে, এর গুরুত্ব, আহকাম কয়টি ও কী কী তা বলতে পারবে।

২.১৩.২ সালাতের আহকাম গুরুত্বের সাথে পালন করবে।

২.১৩.৩ তারা সময়মতো সালাত আদায় করবে।

২.১৪.১ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম ও সময় বলতে পারবে।

২.১৪.২ সময়মতো সালাত আদায়ের গুরুত্ব বলতে পারবে।

**উপকরণ :** সালাতের আহকামের একটি চার্ট, চক, চকবোর্ড ইত্যাদি।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসুন। সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। দুইজন নতুন শিক্ষার্থীর খবর জিজ্ঞেস করুন।

খ. এরপর শিক্ষক বলুন, ইতিপূর্বে আমরা দরুদ, দোয়া, সালাম ও মুনাজাত সম্পর্কে জেনেছি। আজ আমরা সালাত ও সালাতের আহকাম সম্পর্কে জানব বলে পাঠ ঘোষণা করুন। পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন। শিক্ষার্থীদের লিখতে বলুন।

গ. এরপর শিক্ষক আহকামের তালিকাটি বোর্ডে ঝুলিয়ে দিন অথবা বোর্ডে তালিকাটি লিখুন। তারপর নিম্নরূপ প্রশ্নাবলির মাধ্যমে আজকের পাঠটি সমবেত ক্লাসে বিশদভাবে আলোচনা করুন।

১. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত কোনটি?
২. নিয়মমতো সালাত আদায় করা কী?
৩. সালাত শুরুর আগে কয়টি ফরজ কাজ করতে হয়?
৪. সালাতের আহকাম কাকে বলে?
৫. আহকাম ঠিকমতো পালন না করলে কী হয়?
৬. সালাতের আহকাম কী কী?
৭. শরীর পাক হওয়ার অর্থ কী?
৮. কাপড় পাক হওয়ার অর্থ কী?
৯. সালাতের জায়গা পাক হওয়া বলতে কী বোঝায়?
১০. সতর ঢাকা কাকে বলে?
১১. কেবলামুখী হওয়ার অর্থ কী?
১২. আমরা কীভাবে নিয়াত করব?
১৩. সময়মতো সালাত আদায় করা কার হুকুম?

১৫. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম বল।
১৬. ফজর শেষ হয় কখন?
১৭. জোহর শুরু হয় কখন?
১৮. আসর শুরু হয় কখন?
১৯. মাগরিব শেষ হয় কখন?
২০. এশা শেষ হয় কখন?

শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। সঠিক উত্তর না পারলে শিক্ষক তাদের সহায়তা করুন। প্রয়োজন হলে ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. এরপর শিক্ষক বোর্ডের মাঝখানে সালাতের আহকাম কথাটি লিখুন। শিক্ষার্থীদের একটি করে সালাতের আহকাম বলতে বলুন। শিক্ষক মনোযোগ দিয়ে শুনুন ও বোর্ডের চারপাশে লিখুন। প্রয়োজনে আলোচনা করুন।

ঙ. এবার শিক্ষার্থীদের বই দেখে অনুচ্চ স্বরে পাঠটি কয়েকবার পড়তে বলুন। তারা ঠিকমতো পড়তে পারছে কি না আপনি সুরে সুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

## মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিতে বলুন।

১. সালাতের আহ্কাম কয়টি?

| | |
|---|---|
| ক. ৬টি | খ. ৭টি |
| গ. ৮টি | ঘ. ৯টি |

২. ফরজ সালাতের ওয়াক্ত কয়টি?

| | |
|---|---|
| ক. ৩টি | খ. ৪টি |
| গ. ৫টি | ঘ. ৬টি |

শূন্যস্থান পুলন করতে বলুন।

১. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবাদত হলো.................... ।
২. সালাত শুরুর আগে সাতটি........................কাজ করতে হয়।

বাম পাশের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করতে বলুন।

| | |
|---|---|
| ১. সূর্য উঠার পূর্বমুহূর্তে | আসর শুরু হয়। |
| ২. জোহর শেষ হওয়ার সাথে সাথে | ফজর শেষ হয়। |

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন।

১. ফজর ওয়াক্ত কখন শুরু হয়?
২. মাগরিব ওয়াক্ত কখন শেষ হয়?
৩. সালাতের আহকাম কয়টি ও কী কী?
৪. সালাতের ওয়াক্ত কয়কটি ও কী কী?

# পাঠ ১১

# সালাতের আরকান

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের ৩১ পৃষ্ঠা) সালাতের........................................সাবধান থাকব।

**শিখনফল**

২.১৫.১ সালাতের আরকান বলতে কী বোঝায় তা বর্ণনা করতে পারবে।

২.১৫.২ সালাতে আরকান যথানিয়মে পালন করবে।

**উপকরণ :** সালাতের আরকানের একটি তালিকা, চক, বোর্ড ইত্যাদি।

**শিখন শেখানো কার্যাবলি**

ক. পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসুন। সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। দুইজন শিক্ষার্থীর খবর জিজ্ঞেস করুন।

খ. এরপর শিক্ষক বলুন, ইতিপূর্বে আমরা সালাতের আহকাম সম্পর্কে জেনেছি। আজ আমরা সালাতের আরকান সম্পর্কে জানব বলে পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করুন এবং বোর্ডে লিখুন। শিক্ষার্থীদেরও লিখতে বলুন।

গ. এরপর শিক্ষক সালাতের আরকানের তালিকাটি বোর্ডে ঝুলিয়ে দিন অথবা বোর্ডে তালিকাটি লিখুন এবং একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলুন। তারপর নিম্নরূপ প্রশ্নাবলির মাধ্যমে পাঠটি শ্রেণিকক্ষে বিশদভাবে আলোচনা করুন।

১. সবচেয়ে বড় ইবাদত কোনটি?

২. সালাতের ভেতরে ফরজ কাজ কয়টি?

৩. সালাতের আরকান কাকে বলে?

৪. তকবির-এ-তাহরীমা বলতে কী বোঝায়?

৫. কোন তকবির বলে সালাত শুরু করতে হয়?

৬. কিয়াম কাকে বলে?

৭. সালাতে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করা কী?

৮. রুকু করা কী?

৯. সেজদা করা কী?

১০. শেষ বৈঠক কাকে বলে?

১১. শেষ বৈঠকে বসা কী?

১২. কিসের মাধ্যমে সালাত শেষ করতে হয়?

১৩. সালাতের আরকান কী কী?

১৪. সালাতের ফরজ বাদ পড়লে কী হয়?

১৫. আমরা কী ব্যাপারে সাবধান থাকব?

শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। সঠিক উত্তর দিতে না পারলে শিক্ষক বলে দিন। প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করুন।

ঙ. এরপর শিক্ষক 'সালাতের আরকান' কথাটি বোর্ডের মাঝখানে লিখুন। শিক্ষার্থীদের একটি করে ফরজ কাজের নাম বলতে বলুন। বোর্ডের চারপাশে লিখুন। প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করুন।

চ. এবার শিক্ষার্থীদের বই দেখে অনুচ্চ স্বরে পাঠটি কয়েকবার পড়তে বলুন। তারা ঠিকমতো পড়তে পারছে কি না আপনি সুরে সুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

## পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীদের সালাতের ভেতরের সাতটি ফরজ কাজের একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন। কীভাবে তারা কাজটি করবে তা বুঝিয়ে দিন। শ্রেণিতে ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

## মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিতে বলুন।

১. সালাতের আরকান কয়টি?

ক. ৫টি খ. ৬টি

গ. ৭টি ঘ. ৩টি

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে বলুন।

১. সালাতের আরকান কাকে বলে?

২. কেরাত শব্দের অর্থ কী?

শূন্যস্থান পূরণ করতে বলুন।

১. সালাম কাজের মাধ্যমে.....................শেষ করা।

২. শুয়েও..................আদায় করা যায়।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন।

১. সালাতের আরকান কয়টি ও কী কী?

২. কিয়াম কাকে বলে?

# পাঠ ১২

# সালাত আদায়ের নিয়ম

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের ৩১, ৩২ ও ৩৩ পৃষ্ঠা) সালাত.......................সালাত আদায় করব।

**শিখনফল**

২.১৬.১ সালাতের নিয়ম ও পদ্ধতি বলতে পারবে।

২.১৬.২ সালাত আদায় করে দেখাতে পারবে।

২.১৬.৩ দুই, তিন ও চার রাকাতবিশিষ্ট সালাতের ধারাবাহিক নিয়ম বর্ণনা করতে পারবে।

**উপকরণ :** জায়নামাজ, চক, চকবোর্ড ইত্যাদি।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসুন। সাথে শিক্ষক সংস্করণ বইটি নিন। সালাত ও কুশল বিনিময় করুন। দুইজন শিক্ষার্থীর খবর জিজ্ঞেস করুন।

খ. ইতিপূর্বে আমরা সালাতের আরকান সম্পর্কে জেনেছি। আজ আমরা সালাত আদায়ের নিয়ম সম্পর্কে জানব বলে পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করুন এবং বোর্ডে লিখুন। শিক্ষার্থীদের লিখতে বলুন।

গ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নাবলির মাধ্যমে পাঠটি বিশদভাবে আলোচনা করুন।

১. সবচেয়ে বড় এবাদত কোনটি?

২. আমরা কীভাবে সালাত আদায় করব?

৩. সালাত আদায়ের জন্য প্রথম কী করব?

৪. আমরা কোন দিকে মুখ করে দাঁড়াব?

৫. ওযু করে দাঁড়িয়ে আল্লাহ আকবার বলে কী করব?

৬. ছেলেরা কোথায় তাহরিমা বাঁধবে?

৭. মেয়েরা কোথায় তাহরিমা বাঁধবে?

৮. আমরা তাহরিমা বাঁধার জন্য কার সামনে দাঁড়াব?

৯. কীভাবে সানা পড়ব?

১০. আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ কখন পড়ব?

১১. সূরা ফাতিহা কখন পড়ব?

১২. অন্য একটি সূরা কখন পড়ব?

১৩. আমরা কী বলে রুকু করব?

১৪. রুকুতে কী পড়ব?

১৫. রুকু থেকে উঠার সময় কী বলব?

১৬. দাঁড়ানো অবস্থায় কী বলব?

১৭. সেজদা কখন করব?

১৮. দুই সেজদার মাঝখানে কী করব?

১৯. দ্বিতীয় রাকাত কীভাবে পড়ব?

২০. তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাত কীভাবে পড়ব?

২১. তাশাহ্হুদ, দরুদ ও দোয়া মাসুরা কখন পড়ব?

২২. এরপর শিক্ষক জায়নামায বিছিয়ে দুই রাকাত সালাত নিয়মমতো আদায় করে শিক্ষার্থীদের দেখাবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে দেখবে। এরপর একজন পারগ শিক্ষার্থীকে সালাত আদায় করে দেখাতে বলুন। শিক্ষক মনোযোগ দিয়ে দেখুন। অন্যান্য শিক্ষার্থীরাও মনোযোগ দিয়ে দেখবে। এরপর সমবেত ক্লাসে সালাত আদায়ে কোনো ভুল হয়ে থাকলে আলোচনা করুন। অথবা সালাত আদায়ের অডিও-ভিডিও সিডি দেখিয়ে সালাত আদায়ের নিয়ম আলোচনা করুন।

## মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিতে বলুন।

১. রাব্বানা লাকাল হামদ কখন পড়তে হয়?

ক. সেজদায় | খ. রুকুতে

গ. রুকু থেকে দাঁড়িয়ে | ঘ. দুই সেজদার মাঝে

শূন্যস্থান পূরণ করতে বলুন।

১. আল্লাহ....................বড়।

২. আমরা জামাতের সাথে................আদায় করব।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন।

১. সালাতে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করা কী?

২. তাশাহ্হুদের পর কোন দোয়া পাঠ করতে হয়?

৩. সালাত আদায়ের নিয়ম লিখ?

৪. আমরা কীভাবে সালাত আদায় করব?

## পাঠ ১৩

# জুমুআর সালাত

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের ৩৪ - ৩৫ পৃষ্ঠা) প্রতিদিন.................জুমুআ সুন্নাত।

**শিখনফল**

২.১৭.১ জুমুআর সালাতের পরিচয়, গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণনা করতে পারবে।

২.১৭.২ জুমুআর সালাত আদায় করতে পারবে। এতে তাদের মধ্যে সামাজিক গুণাবলি গড়ে উঠবে।

**উপকরণ :** চক, চকবোর্ড ইত্যাদি।

**শিখন শেখানো কার্যাবলি**

ক. পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসুন। সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। দুইজন শিক্ষার্থীর খবর জিজ্ঞেস করুন।

খ. ইতিপূর্বে আমরা সালাত আদায়ের নিয়ম সম্পর্কে জেনেছি। আজ আমরা জুমুআর সালাত সম্পর্কে জানব বলে পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখুন। শিক্ষার্থীদের লিখতে বলুন।

গ. সহজ ভাষায় আজকের পাঠটি উপস্থাপন করুন।

ঘ. এরপর নিচের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

১. প্রতিদিন মসজিদে কয়বার জামাআতে সালাত আদায় করতে হয়?

২. জামাআতে সালাত আদায় করলে কী লাভ হয়?

৩. জুমুআর সালাত কোন দিন পড়তে হয়?

৪. জুমুআর দিন আজান হলে সালাতের জন্য দ্রুত যাও। বেচাকেনা বন্ধ কর; এটি কার হুকুম?

৫. জুমুআর দিন গোসল করা কী?

৬. ভালো পোশাক পরা কী?

৭. আতর মাখা কী?

৮. জুমুআর সালাত আদায় করা কী?

৯. জুমুআর ফরজ সালাত কয় রাকাত?

১০. সুন্নত কয় রাকাত পড়তে হয়?

১১. জুমুআর সালাত কোন ওয়াক্তে আদায় করতে হয়?

১২. জুমুআর সালাতে কয়বার আজান দিতে হয়?

১৩. খুতবা শব্দের অর্থ কী?

১৪. খুতবা শোনা কী?

১৫. কোন সময় কথা বলা যায় না?

১৬. কোন সময় সালাত পড়া যায় না?

১৭. আমরা সবই কী করব?

শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। সঠিক উত্তর দিতে না পারলে শিক্ষক বলে দিন। শুক্রবার দিন জুমুআর সালাত আদায় করতে বলুন।

## মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিতে বলুন।

১. জুমুআর ফরজ সালাত কয় রাকাত?

ক. ৪ রাকাত খ. ২ রাকাত

গ. ৩ রাকাত ঘ. ৬ রাকাত

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন।

১. জুমুআর সালাতের জন্য কটি আযান দিতে হয়?

২. খুতবা শোনা কী?

৩. জুমুআর সালাতের পরিচয় ও গুরুত্ব বর্ণনা কর।

শূন্যস্থান পূরণ করতে বলুন।

১. জামে মসজিদে...............জামাত হয়।

২. জুমুআর দুই রাকাত সালাত................ ।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন।

| | |
|---|---|
| ১. মহল্লার লোকজন একসাথে | দুটি খুতবা দেন। |
| ২. ইমাম সাহেব মিম্বারে দাঁড়িয়ে | সালাত আদায় করেন। |

# পাঠ ১৪

# ঈদের সালাত

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের ৩৫-৩৭ পৃষ্ঠা) ঈদ হলো..............................সমাজে ছড়িয়ে দেয়।

**শিখনফল : ২.১৮.১** দুই ঈদের পরিচয়, গুরুত্ব, তাৎপর্য এবং ঈদুল ফিতর সালাত আদায়ের নিয়ম বলতে পারবে।

২.১৮.২ ঈদের সালাত নিয়মমতো আদায় করবে।

২.১৮.৩ এর মাধ্যমে তারা বৃহত্তর সমাজে মিলেমিশে চলতে পারবে।

২.১৯.১ ঈদুল আযহার সালাতের নিয়ম এবং কুরবানি করার নিয়ম বলতে পারবে।

২.১৯.২ তারা যথানিয়মে সালাত ও কুরবানি আদায় করতে পারবে।

২.১৯.৩ কুরবানির মাধ্যমে তারা আনুগত্য ও ত্যাগের মহান শিক্ষা লাভ করবে।

**উপকরণ :** চক, চকবোর্ড ইত্যাদি।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসুন। সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। দুইজন নতুন শিক্ষার্থীর খবর জিজ্ঞেস করুন।

খ. ইতিপূর্বে আমরা জুমুআর সালাত সম্পর্কে জেনেছি। আজ আমরা ঈদের সালাত সম্পর্কে জানব বলে পাঠ ঘোষণা করুন ও বোর্ডে লিখুন। শিক্ষার্থীদের লিখতে বলুন।

গ. সহজ ভাষায় আজকের পাঠটি উপস্থাপন করুন।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নাবলির মাধ্যমে পাঠটি বিশদভাবে আলোচনা করুন।

১. মুসলমানদের খুশির দিন কোনটি?

২. মুসলমানরা কয়টি ঈদ পালন করেন?

৩. ঈদুল ফিতর কখন হয়?

৪. ঈদের দিন মুসুল্লিরা কোথায় একত্রিত হন?

৫. ঈদের সালাত কত রাকাত পড়তে হয়?

৬. ঈদের সালাত পড়া কী?

৭. ঈদ শব্দের অর্থ কী?

৮. ফিতর শব্দের অর্থ কী?

৯. ঈদের দিন কাদের খোঁজখবর নিতে হয়?

১০. কাদের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করতে হয়?

১১. সদকা-এ-ফিতর আদায় করা কী?

১২. কোন দিন রোজা রাখা হারাম?

১৩. ঈদুল ফিতরের দিন কী কী কাজ করা সুন্নত?

১৪. ঈদের সালাতে অতিরিক্ত কয়টি তাকবির বলতে হয়?

১৫. অতিরিক্ত তাকবির বলা কী?

১৬. ঈদের সালাতের নিয়ম কী?

১৭. অতিরিক্ত তাকবির আদায়ের নিয়ম কী?

১৮. ঈদুল আজহা কখন হয়?

১৯. কুরবানি করা কী?

২০. কুরবানি কখন দিতে হয়?

২১. কুরবানির গোশত কয়ভাগে ভাগ করতে হয়?

২২. কুরবানির ঈদের শিক্ষা কী?

শিক্ষার্থীরা এসব প্রশ্নের উত্তের দেবে। সঠিক উত্তর দিতে না পারলে শিক্ষক বলে দিন। প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করুন।

ঙ. এরপর শিক্ষক জায়নামায পেতে দুই রাকাত ঈদের সালাত নিয়মমতো আদায় করে শিক্ষার্থীদের দেখাবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে দেখবে। এরপর একজন পারগ শিক্ষার্থীকে ঈদের সালাত আদায় করে দেখাতে বলুন। শিক্ষক মনোযোগ দিয়ে দেখুন। অন্য শিক্ষার্থীরাও মনোযোগ দিয়ে দেখবে। এভাবে পরপর কয়েকজন শিক্ষার্থী ঈদের সালাত আদায় করে দেখাবে। সালাত আদায়ে কী কী ভুল হলো তা শ্রেণিতে আলোচনা করুন। ঈদের সালাত আদায়ের সিডি থাকলে তা প্রদর্শন করুন। প্রয়োজনে ব্যাখ্যা দিন।

**পরিকল্পিত কাজ**

পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া পরিকল্পিত কাজটি শিক্ষার্থীদের করতে বলুন। কীভাবে করবে তা বুঝিয়ে দিন। শ্রেণিতে ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

**মূল্যায়ন :** সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিতে বলুন।

১. ঈদের দিন সুন্নত কাজ কয়টি?

ক. ৪টি খ. ৫টি

গ. ৬টি ঘ. ৭টি

২. ঈদের সালাতে অতিরিক্ত তাকবির কয়টি?

ক. ২টি খ. ৩টি

গ. ৪টি　　　　ঘ. ৬টি

৩. কুরবানি করা কী?

ক. ফরজ　　　　খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত　　　　ঘ. নফল

শূন্যস্থান পূরণ করতে বলুন।

১. ঈদের সালাত পড়া.................. ।

২. গরিব দুঃখীর............নিতে হয়?

৩. জিলহজ্জ মাসের..........তারিখ ঈদুল আজহার দিন।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন।

১. রোজার শেষে কোন ঈদ হয়?

২. ঈদের সালাত আদায় করা কী?

৩. ঈদের সালাতে কটি অতিরিক্ত তাকবির বলতে হয়?

৪. কুরবানি করা কী?

# তৃতীয় অধ্যায়

# আখলাক (اَلْاَخْلَاقُ)

সুন্দর স্বভাব ও ভালো চরিত্রকে আরবিতে আখলাক বলে। চরিত্র ভালো হলে জীবন সুন্দর হয়। সুখের হয়। আখিরাতে শান্তিপাওয়া যায়। সুখ পাওয়া যায়। সুন্দর ও ভালো চরিত্রই সচ্চরিত্র। যেমন সত্য কথা বলা। রোগীর সেবা করা। আব্বা-আম্মাকে সম্মান করা। প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করা।

মন্দ স্বভাব ও খারাপ চরিত্রকে অসৎ চরিত্র বলা হয়। চরিত্র অসৎ হলে কেউ তাকে ভালোবাসে না। সকলে ঘৃণা করে। তার সাথে কেউ মেলামেশা করে না। খেলা করে না। আল্লাহ তাকে অপছন্দ করেন। মন্দ স্বভাব ও খারাপ চরিত্র যেমন মিথ্যা কথা বলা, লোভ করা, অপচয় করা, পরনিন্দা করা ইত্যাদি।

আমাদের মহানবি (স) ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসুলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ"।

মহানবি (স) বলেন, "সত্যিকার মুমিন তারাই, যাদের চরিত্র সুন্দর"।

নিচে সচ্চরিত্র এবং অসৎ চরিত্রের একটি তালিকা দেওয়া হলো :

| | সচ্চরিত্রের তালিকা | | অসৎ চরিত্রের তালিকা |
|---|---|---|---|
| ১ | আব্বা-আম্মার সাথে ভালো ব্যবহার করা | ১ | আব্বা আম্মার সাথে খারাপ ব্যবহার করা |
| ২ | শিক্ষককে সম্মান করা | ২ | লোভ করা |
| | বড়দের সম্মান করা | ৩ | অপচয় করা |
| ৪ | ছোটদের স্নেহ করা | ৪ | পরনিন্দা করা |
| ৫ | সত্য কথা বলা ও ওয়াদা পূরণ করা | ৫ | অহংকার করা |
| ৬ | সালাত আদায় করা | ৬ | সালাত আদায় না করা |

আমরা চরিত্র সুন্দর করব। সকলে আমাদের ভালোবাসবে। আল্লাহ আমাদের উপর খুশি হবেন। দুনিয়াতে আমরা শান্তি পাব । পরকালে পাব জান্নাত। চিরসুখ।

আমরা সর্বদা–

ইমান আনব, সালাত আদায় করব ।
আব্বা–আম্মা, শিক্ষক ও বড়দের সম্মান করব ।
ছোটদের স্নেহ করব, সত্য কথা বলব ।
স্বভাব–চরিত্র সুন্দর করব, শান্তি পাব ।

**পরিকল্পিত কাজ :** শিক্ষার্থীরা সচ্চরিত্রের একটি তালিকা তৈরি করবে।

## আব্বা–আম্মাকে সম্মান করা

আব্বা–আম্মা আমাদের সবচেয়ে আপনজন। তাঁরা আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করেন। স্নেহ–মমতা ও দরদ দিয়ে লালন পালন করেন। না খেয়ে আমাদের খাওয়ান। আমাদের অসুখ–বিসুখ হলে তাঁরা সেবাযত্ন করেন। সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। আমাদের সুখে তারা সুখী হন। আনন্দ পান। আমাদের কষ্টে কষ্ট পান। দুঃখ পান। তারা সব সময় আমাদের কল্যাণ কামনা করেন। দোয়া করেন ।

সব সময় আব্বা–আম্মার সাথে ভালো ব্যবহার করা আমাদের কর্তব্য। আমরা তাঁদের সম্মান করব। শ্রদ্ধা করব। তাঁদের সাথে রাগারাগি করব না। ঝগড়াবিবাদ করব না। কর্কশ ভাষায় কথা বলব না। তাঁদের মনে কষ্ট দেব না। সব সময় হাসিমুখে কথা বলব। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় আব্বা–আম্মাকে সালাম দিয়ে বের হব। আবার বাড়িতে ফিরে আসলে আব্বা–আম্মাকে সালাম জানাব। সুন্দর সুন্দর কথা বলব ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (কুল লাহুমা কাওলান কারীমা) ।

**অর্থ :** তুমি আব্বা–আম্মার সাথে সুন্দর সুন্দর কথা বলো।

তাঁদের ভালো খাওয়া–পরার ব্যবস্থা করব। তাঁদের অসুখ হলে সেবাযত্ন করব। তাঁদের আদেশ–নিষেধ মেনে চলব। তাঁরা বুড়ো হয়ে গেলে তাঁদের সাথে খুব ভালো ব্যবহার করব। তাঁদের কাজে ও চলাফেরায় সাহায্য করব ।

আল্লাহ বলেন, وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا (ওয়াবিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা ) ।

**অর্থ:** আব্বা–আম্মার সাথে উত্তম ব্যবহার করো।

আব্বা–আম্মার মৃত্যুর পর তাঁদের প্রতি আমাদের অনেক কর্তব্য রয়েছে। আব্বা–আম্মার জিম্মায় যদি কোনো ঋণ থাকে তা পরিশোধ করব। দান–খয়রাত এবং নফল এবাদত করে তাঁদের আত্মার মাগফিরাত চাইব। মঙ্গল কামনা করব। আমরা সব সময় আব্বা–আম্মার জন্য দোয়া করব।

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا۔ (রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানী সাগীরা)।

অর্থ : "হে আমার প্রতিপালক, আমার আব্বা–আম্মা আমাকে ছোটবেলায় যেমনি সেবাযত্নে লালনপালন করেছেন, আপনি তাঁদের প্রতি তেমনি দয়া করুন"।

মহানবি (স) বলেছেন, "মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত"।

আমরা সর্বদা–

আব্বা–আম্মার কথা শুনব ও মানব।
তাঁদের শ্রদ্ধা করব, সম্মান করব।
তাঁদের অবাধ্য হব না।
তাঁদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করব।

পরিকল্পিত কাজ: কী কী উপায়ে আব্বা–আম্মার সম্মান করা যায়, শিক্ষার্থীরা তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

## শিক্ষককে সম্মান করা (اِكْرَامُ الْمُعَلِّمِ)

আব্বা–আম্মার মতো শিক্ষক আমাদের প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তোলেন। তিনি আমাদের কুরআন, সালাত ও আদব–কায়দা শেখান। তিনি সৎ ও ন্যায়ের পথে চলতে শেখান। অন্যায় ও অসৎ পথে চলতে নিষেধ করেন। তিনি আমাদের আপনজন। আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করব।

কেমনভাবে লিখতে হয়? কীভাবে পড়তে হয়? এসব শিক্ষক আমাদের শেখান। জ্ঞান–বিজ্ঞানের নানা বিষয় আমরা তাঁর কাছে শিখি। কুরআন ও হাদিসের কথা শিখি। দেশ ও দশের কথা শিখি। আমরা তাঁকে সম্মান করব। তাঁকে মর্যাদা দেব।

শিক্ষকের সাথে সব সময় ভালো ব্যবহার করব। তাঁর সাথে দেখা হলে তাঁকে সালাম দেব। তাঁকে ভালোমন্দ জিজ্ঞাসা করব। তিনি শ্রেণিকক্ষে যা পড়াবেন মনোযোগ দিয়ে শুনব। তাঁর সাথে সব সময় নম্রভাবে কথা বলব। তিনি শ্রেণিতে থাকা অবস্থায় যদি বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে তাঁর অনুমতি নিয়ে যাব। তিনি অসুস্থ হলে তাঁকে দেখতে যাব।

তাঁর সেবাযত্ন করব। তাঁর আদেশ-উপদেশ মেনে চলব। তাঁর সাথে কখনো বেয়াদবি করব না। সব সময় তাঁর কথা শুনব। তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করব।

আমরা ওয়াদা করব,

শিক্ষকের আদেশ–উপদেশ মানব
তাঁকে সালাম দেব, তাঁর সেবা করব
তিনি যা শেখাবেন মন দিয়ে শিখব
তাঁকে সম্মান করব, দোয়া করব।

## বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করা ( اِكْرَامُ الْكِبَارِ وَاِرْحَامُ الصِّغَارِ )

আব্বা–আম্মা আমাদের আদর করেন। দাদা–দাদি ও নানা–নানি আদর করেন। শিক্ষক আমাদের স্নেহ করেন। যাঁরা বয়সে বড় তাঁরা আমাদের ভালোবাসেন। স্নেহ করেন। আমরা বড়দের সম্মান করব।

যেসব ছেলেমেয়েরা আমাদের উপরের শ্রেণিতে পড়ে আমরা তাদের সম্মান করব। আমাদের বাড়ির যেসব কাজের লোক বয়সে বড় আমরা তাঁদের শ্রদ্ধা করব। সম্মান করব।

যাঁরা বয়সে বড় তাঁদের সাথে দেখা হলে আমরা তাঁদের সালাম দেব। আদবের সাথে কথা বলব। ভালো ব্যবহার করব। আদেশ–উপদেশ মেনে চলব।

আমাদের ছোট ভাইবোন আছে। নিচের শ্রেণিতে অনেক ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে। যারা আমাদের চেয়ে বয়সে ছোট, আমরা তাদের আদর করব। স্নেহ করব। তারা কাঁদলে মাথায় হাত বুলিয়ে দেব। কোলে নেব। ভালো কথা শেখাব। তাদের কাঁদাব না। মারব না। গালি দেব না। তাদের সালাম শেখাব। পড়া বলে দেব।

বাস, স্টিমার বা অন্য কোনো যানবাহনে বৃদ্ধ লোক উঠেন। বসার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। আমরা বসে থাকলে উঠে দাঁড়াব। তাঁদের বসতে দেব। তাঁরা খুশি হবেন। আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ্ খুশি হবেন।

ফুয়াদ চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। যারা তার চেয়ে বয়সে বড়, সে তাঁদের সালাম দেয়। শ্রদ্ধা করে। সম্মান করে। যারা তার চেয়ে বয়সে ছোট, সে তাদের আদর করে। স্নেহ করে। সকলে ফুয়াদকে ভালোবাসে।

মহানবি (স) বড়দের সম্মান করতেন। ছোটদের স্নেহ করতেন। সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন। মহানবি (স) বলেন:

" যে ছোটদের স্নেহ করে না, আর বড়দের সম্মান দেখায় না, সে আমার উম্মত না"।

আমরা সর্বদা–

বড়দের শ্রদ্ধা ও সম্মান করব

ছোটদের আদর ও স্নেহ করব

বড়–ছোটোর মধ্যে ভালো সম্পর্ক গড়ব

আল্লাহকে খুশি রাখব।

**পরিকল্পিত কাজ:** কীভাবে বড়দের সম্মান এবং ছোটদের স্নেহ করতে হয় শিক্ষার্থীরা তা খাতায় লিখবে।

## প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার (حُسْنُ السُّلُوْكِ بِالْجَارِ)

আমাদের আশপাশে যারা বসবাস করে তারা আমাদের প্রতিবেশী। বাস, ট্রেন, লঞ্চ, স্টিমারে সহযাত্রী আমাদের প্রতিবেশী। বিভিন্ন ছাত্রাবাসে অবস্থানকারী ছাত্রছাত্রীরা একে অপরের প্রতিবেশীর মতো।

আমরা প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করব। তাদের সাথে কুশল বিনিময় করব। কেউ ক্ষুধার্ত হলে তাকে খাদ্য দেব। মহানবি (স) বলেছেন,

" যে নিজে পেটভরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে সে মুমিন নয়"।

প্রতিবেশী অসুস্থ হলে সেবা করব। বিপদে সাহায্য করব। তার যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ করে দেব না। তার সুখে খুশি হবো। তার কষ্টে কষ্ট পাব। যেখানে-সেখানে ময়লা–আবর্জনা ফেলব না। জোরে টেলিভিশন, রেডিও–ক্যাসেট বাজাব না, যাতে প্রতিবেশীর অসুবিধা হয়।

প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করব না। কষ্ট দেব না। হিংসা করব না। মিলেমিশে থাকব। তাহলে পরিবেশ সুন্দর হবে। সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। আল্লাহ খুশি হবেন। পরকালে জান্নাত পাওয়া যাবে। আর যদি প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করি, হিংসা করি তাহলে আল্লাহ রাগ করবেন। অসন্তুষ্ট হবেন। দুনিয়াতে শান্তি পাব না। পরকালেও শান্তি পাব না।

মহানবি (স) বলেন, "যার অত্যাচার ও অন্যায় আচরণ থেকে তার প্রতিবেশী রক্ষা পায় না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না"।

প্রতিবেশীর মৃত্যু হলে তার বাসায় যাব। বাসার সবাইকে সান্ত্বনা দেব। সহানুভূতি জানাব। জানাজায় শরিক হব। ভালো ব্যবহার করব। যদি প্রতিবেশী হিন্দু, বৌদ্ধ বা অন্য ধর্মের লোকজন হয়, তাদের সাথেও সুন্দর ব্যবহার করব। সকল প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করব। আল্লাহ খুশি হবেন। মহানবি (স) বলেন,

"আল্লাহর কাছে সেই প্রতিবেশী সবচেয়ে উত্তম, যে তার প্রতিবেশীর কাছে উত্তম"।

আমরা সর্বদা–

প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করব, বিপদে সাহায্য করব, অসুখ হলে সেবা করব, ঝগড়া করব না, কষ্ট দেব না, মিলেমিশে থাকব, শান্তি বজায় রাখব।

**পরিকল্পিত কাজ:** প্রতিবেশীর প্রতি যেসব কর্তব্য পালন করতে হয় শিক্ষার্থীরা তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

## রোগীর সেবা করা ( عِيَادَةُ الْمَرِيْضِ )

আমাদের বাড়িতে আব্বা–আম্মা, দাদা–দাদি, ভাইবোন আছেন। বাড়ির আশপাশে প্রতিবেশীরা আছেন। বিদ্যালয়ে সহপাঠীরা আছে। আত্মীয়–স্বজন ও খেলার সাথি আছে।

আমাদের মধ্যে কারো জ্বর হয়। নানা রকমের রোগ হয়। অসুখ হয়। আমরা বিভিন্ন সময়ে অসুস্থ হয়ে যাই। শরীর দুর্বল হয়ে যায়। অসহায় বোধ করি। জ্বর হলে ভীষণ খারাপ লাগে। কোনো কিছু খেতে ভালো লাগে না। তখন চিকিৎসার দরকার। ডাক্তার ডাকা দরকার। সেবাযত্নের প্রয়োজন। জ্বর হলে মাথায় পানি দেওয়া প্রয়োজন। জ্বরের মাত্রা বেশি হলে সমস্ত শরীর ভেজা কাপড় দিয়ে মুছিয়ে দিতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শে ওষুধ খেতে হবে। রোগীর সেবা করতে হবে। ইনশাআল্লাহ রোগ ভালো হয়ে যাবে। রোগ থেকে মুক্তি পাবে।

অসুখ–বিসুখ ও রোগশোক আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনের জন্য একটি পরীক্ষা। রোগীর সেবা করতে হবে। চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। মহানবি (স) সব সময় রোগীর সেবা করতেন।

মহানবি (স) বলেছেন, " عُوْدُوْا الْمَرِيْضَ " অর্থ, তোমরা রোগীর সেবা কর।

ফুয়াদ খুব ভালো ছেলে। একবার তার আম্মার ভীষণ জ্বর হলো। বাসায় আর কেউ নেই। সে তার আম্মার চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসল। ডাক্তার সাহেব তার আম্মাকে

অসুস্থ মাকে সেবা করছে

পরীক্ষা করে বলল, "ফুয়াদ, তোমার আম্মার মাথায় পানি দাও। আর এই ওষুধ সময়মতো খাওয়াবে। ইনশাআল্লাহ ভালো হয়ে যাবে।" ফুয়াদ সময়মতো তার আম্মাকে ওষুধ খাওয়াল। মাথায় পানি দিল। আল্লাহর কাছে তার আম্মার আরোগ্য লাভের দোয়া করল। আল্লাহর রহমতে তার আম্মা সুস্থ হয়ে উঠলেন। ফুয়াদ আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করল। আমরা–

রোগীর সেবাযত্ন করব, তার খোঁজখবর নেব, আল্লাহর কাছে আরোগ্যের জন্য দোয়া করব।

**পরিকল্পিত কাজ:** কী কী উপায়ে রোগীর সেবা করা যায় শিক্ষার্থীরা তা খাতায় লিখবে।

## সত্যকথা বলা ( قَوْلُ الصِّدْقِ )

সত্যকথা বলা মহৎ গুণ। যে সত্য কথা বলে তাকে সত্যবাদী বলে। সত্যবাদীকে আরবিতে সাদিক ( صَادِقٌ ) বলা হয়।

যে সত্য কথা বলে তাকে সকলে ভালোবাসে। সকলে বিশ্বাস করে। আল্লাহও তাকে ভালোবাসে। সে আল্লাহর কাছে প্রিয়। পৃথিবীতে সে সকলের কাছে প্রিয় ও সম্মানিত। পরকালে সে জান্নাত লাভ করবে।

মিথ্যা সকল পাপের মূল। যে মিথ্যা কথা বলে তাকে মিথ্যাবাদী বলে। আরবিতে তাকে কাযিব ( كَاذِبٌ ) বলা হয়। মিথ্যাবাদীকে কেউ ভালোবাসে না। বিশ্বাস করে না। সকলে তাকে ঘৃণা করে। অপছন্দ করে। তার বিপদে কেউ সাহায্য করে না। আল্লাহও তাকে ঘৃণা করে। ভালোবাসে না। পরকালে তার জন্য জাহান্নাম।

আমাদের মহানবি (স) ছোটবেলা থেকে আজীবন সকলের কাছে সত্যবাদী বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি সব সময় সত্যকথা বলেছেন। অন্যদেরকে সত্যকথা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেন নি। তাই সকলে তাকে সম্মান করতেন। আদর করতেন।

মহানবি (স) বলেন, " সত্য মানুষকে মুক্তি দেয়, আর মিথ্যা ধ্বংস করে"। মহানবি (স) আরও বলেন, " তোমরা সবসময় সত্য বলবে। কেননা সত্য পুণ্যের পথে নিয়ে যায়। আর পুণ্য জান্নাতে নিয়ে যায়"।

**একটি ঘটনা :**

একদিন মহানবি (স)–এর কাছে একজন লোক এসে বলল, 'হে আল্লাহর নবি, আমি চুরি করি। মিথ্যা কথা বলি। আরও অনেক অন্যায় করি। এখন আমি এগুলো ছেড়ে দিতে চাই। বলুন, আমি প্রথমে কোনটি ছেড়ে দেব' ?

মহানবি (স) বললেন, "মিথ্যা কথা বলা ছেড়ে দাও"। লোকটি মিথ্যা কথা বলা ছেড়ে দিল। আর মিথ্যা বলা ছেড়ে দেওয়ার কারণে সব অন্যায় থেকে সে বেঁচে গেল।

আমরাও সব সময় সত্য কথা বলব, সকলের সম্মান ও আদর পাব, মিথ্যা কথা বলব না, জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাব।

**পরিকল্পিত কাজ:** সত্য কথার সুফল এবং মিথ্যা বলার কুফল শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখবে।

## ওয়াদা পালন করা

ওয়াদা পালন করা অর্থ কথা দিয়ে কথা রাখা। কথামতো কাজ করা। চুক্তি রক্ষা করা। কারো সাথে কোনো কথা দিলে তা রক্ষা করার নাম ওয়াদা পালন করা।

আমরা কথাবার্তায় বা কাজকর্মে কারো সাথে কোনো কথা দিয়ে থাকলে বা চুক্তি করলে তা পূরণ করব। তাহলে সবাই বিশ্বাস করবে। ভালোবাসবে। আল্লাহও খুশি হবেন।

আল্লাহ বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা ওয়াদা পূরণ কর"।

যে ওয়াদা পালন করে সে সকলের কাছে প্রিয় হয়। সম্মানিত হয়। সকলে তাকে বিশ্বাস

করে। ভালোবাসে। বিপদে পড়লে সাহায্য করে। আল্লাহ্ তার প্রতি খুশি থাকে। আখিরাতে সে সুখ পায়। শান্তি পায়। জান্নাত লাভ করে।

ওয়াদা পালন না করা খুবই অন্যায়। মারাত্মক অপরাধ। যে ওয়াদা পালন করে না তাকে কেউ ভালোবাসে না। বিশ্বাস করে না। বিপদে সাহায্য করে না। সম্মান করে না। আল্লাহও তাকে ভালোবাসেন না। আখিরাতে সে কষ্ট পাবে। সে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে।

আমাদের মহানবি (স) কাউকে কোনো কথা দিলে তা রক্ষা করতেন। ওয়াদা করলে তা পালন করতেন। মহানবি (স) এবং কুরাইশদের মধ্যে হুদাইবিয়ার সন্ধি হয়েছিল। কুরাইশগণ যখন এ সন্ধি অমান্য করল তখন মহানবি (স) এ সন্ধি বাতিল করে দেন।

ওয়াদা পালন না করলে ধর্ম থাকে না। মহানবি (স) বলেন, "যে ওয়াদা পালন করে না, তার ধর্ম নেই"।

আমরা কথা দিয়ে কথা রাখব, ওয়াদা পালন করব। কথামতো কাজ করব, মানুষের ভালোবাসা লাভ করব। কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করব না, অবিশ্বাসী হবো না। আল্লাহর প্রিয় হবো, জান্নাত লাভ করব।

**পরিকল্পিত কাজ :** ওয়াদা পালনের সুফল শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখবে।

## লোভ না করা ( تَرْكُ الْحِرْصِ )

যত পায় আরও চায়। বেশি বেশি চায়। এর নামই লোভ। লোভ করা পাপ। লোভ আমাদের অনেক ক্ষতি করে। অনেক অশান্তি সৃষ্টি করে। দুঃখ-কষ্ট বাড়ায়। লোভের কারণে মানুষ নানা অন্যায়ে লিপ্ত হয়। পাপ করে। সে সুখী হয় না। শান্তি পায় না।

যে লোভ করে তাকে লোভী বলে। লোভী মানুষকে কেউ ভালোবাসে না। সম্মান দেয় না। সকলে তাকে ঘৃণা করে। কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব করে না। মেলামেশা করে না। তার বিপদে কেউ সাহায্য করে না। সে পাপী। আর এই পাপ তাকে মৃত্যুর দিকে টেনে নেয়। ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। কথায় বলে– 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।'

### একটি কাহিনী শুনব

হযরত দাউদ (আ)–এর উপর যাবুর কিতাব নাজিল হয়েছিল। তিনি মধুর কণ্ঠে কিতাব পড়তেন। আর তা শোনার জন্য শনিবারে সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত তীরে আসত। শনিবার তাদের মাছ ধরা নিষেধ ছিল। কিন্তু কিছু লোভী লোক সে নিষেধ অমান্য করল। তারা ঐ দিন ফাঁদ

পেতে মাছ আটকে রাখল এবং পরে ধরল। অন্যায় করল। তাদের উপর আল্লাহর আজাব এলো। এই লোভের কারণে তারা ধ্বংস হয়ে গেল।

আমাদের মহানবি (স)–এর মধ্যে কোনো লোভ লালসা ছিল না। মহানবি (স) বলেন, "তোমরা লোভ থেকে সাবধান থাক। লোভ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ধ্বংস করে দিয়েছে"।

আমরা লোভ করব না, অন্যায় করব না।

ধ্বংস হবো না, লোভ থেকে বিরত থাকব।

**পরিকল্পিত কাজ:** লোভ–লালসার অপকার সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা একটি কাহিনী খাতায় লিখবে।

## অপচয় না করা ( تَرْكُ الْإِسْرَافِ )

অপচয় অর্থ ক্ষতি, অপব্যয়, নষ্ট। বিনা প্রয়োজনে কোনো কিছু নষ্ট করাকে অপচয় বলে। অপচয় করা বড় পাপ।

আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ (ইন্নাল মুবাজ্জিরীনা কানূ ইখওয়ানাশ শায়াতীন)

অর্থ : নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই।

আমরা অনেক সময় অনেক জিনিস নষ্ট করি। অপচয় করি। প্রয়োজনের বেশি খাবার নিই। খেতে পারি না। ফেলে দেই। বিনা প্রয়োজনে স্কুলের ও ঘরের বাতি জ্বালিয়ে রাখি। ফ্যান চালাই। পানির কল খুলে রাখি। এতে বিদ্যুৎ অপচয় হয়। পানি নষ্ট হয়। অকারণে গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখি। মনে করি যে একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি বেঁচে গেল। কিন্তু এতে প্রচুর গ্যাস অপচয় হলো।

আমাদের মধ্যে অনেকে বাজি পোড়ায়। পটকা ফোটায়। এসব অপচয়। অনেকে বিড়ি, সিগারেট খায়। এগুলো খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এগুলো খেলে ক্যান্সার হয়। টাকাপয়সার অপচয় হয়। অনেকে দুষ্টমি করে খড়কুটায় আগুন দেয়। এতে অনেক সময় বিপদ ঘটে। ঘরে আগুন লাগে। দোকানে আগুন লাগে। এসব কিছুই অপচয়।

আমরা কোনো কিছু অপচয় করব না। আমরা প্রয়োজনের বেশি কিছু করব না। নেব না। নষ্ট করব না। অপব্যয় করব না। অপচয় করা থেকে বিরত থাকব। তাহলে কম খরচ হবে। অভাব দূর হবে। সুখ-শান্তি থাকবে। ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদ রক্ষা পাবে। আল্লাহ খুশি হবেন।

আমরা কোনো জিনিস নষ্ট করব না,
অপচয় করব না, যথাযথ ব্যবহার করব।
ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদ রক্ষা করব
আল্লাহর হুকুম মেনে চলব।

**পরিকল্পিত কাজ:** শিক্ষার্থীরা অপচয়মূলক কাজের একটি তালিকা তৈরি করবে।

## পরনিন্দা না করা ( تَرْكُ الْغِيْبَةِ )

পরনিন্দা করা অর্থ গিবত করা, পরচর্চা করা, দুর্নাম রটানো। কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষের কথা বলার নাম গিবত বা পরনিন্দা।

যে পরনিন্দা করে তাকে পরনিন্দুক বলে। পরনিন্দা করা হারাম। মহান আল্লাহ পরনিন্দা করতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমরা একে অপরের দোষ খুঁজে বেড়াবে না"

আল্লাহ তায়ালা পরনিন্দা করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। কোনো ভাই তার মৃত ভাইয়ের গোশত কখনো খেতে পারে না। এটা জঘন্যতম অপরাধ। এটা মহাপাপ।

পরনিন্দুক মহাপাপী। সে সমাজে শান্তি নষ্ট করে। আল্লাহ তাকে ঘৃণা করেন, ভালোবাসেন না। যে ব্যক্তি পরনিন্দা বা গিবত করে সে জান্নাতে যেতে পারবে না।

মহানবি (স) বলেন, "পরনিন্দাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না"

পরনিন্দা না করা সুন্দর চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ। পরনিন্দার কারণে শত্রুতা সৃষ্টি হয়। সমাজে শত্রুতা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা, সম্মান, শ্রদ্ধা লোপ পায়। শান্তি নষ্ট হয়।

আমরা পরনিন্দা বা গিবত করব না। কারো কুৎসা রটাব না। কারো দুর্নাম করব না। অপবাদ দেব না। পরনিন্দা থেকে বিরত থাকব। তাহলে আমাদের মাঝে অশান্তি থাকবে না। আমাদের মাঝে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। একটি সুন্দর সুখী সমাজ গড়ে উঠবে। আল্লাহ খুশি হবেন। দুনিয়াতে আল্লাহর রহমত লাভ করব। পরকালে জান্নাতের অনন্ত সুখ-শান্তি ভোগ করব।

আমরা–

পরনিন্দা করব না, পরনিন্দা শুনব না।
সুন্দর জীবন গড়ব, সুন্দর সমাজ গড়ব।

# অনুশীলনী

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

**ক.** বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:
সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

১) সুন্দর স্বভাব ও ভালো চরিত্রকে আরবিতে কী বলে?

ক. মুনাজাত　　খ. আখলাক
গ. এবাদত　　ঘ. সালাত

২) সচ্চরিত্র কোনটি?

ক. পরনিন্দা করা　　খ. লোভ করা
গ. মিথ্যা বলা　　ঘ. সত্য কথা বলা

৩) সত্যিকার মুমিনের চরিত্র কেমন?

ক. সুন্দর　　খ. অসুন্দর
গ. মিথ্যুক　　ঘ. অসৎ

৪) বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় আমরা কী করব?

ক. শরীর ভালো রাখব　　খ. ভালো জামাকাপড় পরব
গ. আব্বা–আম্মাকে সালাম করব　　ঘ. চিন্তা করব

৫) অসৎ চরিত্র কোনটি?

ক. রোগীর সেবা করা　　খ. শিক্ষককে সম্মান না করা
গ. এবাদত করা　　ঘ. শিক্ষককে সম্মান করা

৬) শিক্ষক আমাদের কোন পথে চলতে নিষেধ করেন?

ক. ন্যায় পথে খ. সৎপথে

গ. আল্লাহর পথে ঘ. অসৎ পথে

৭) আমরা বড়দের কী করব?

ক. সম্মান খ. আদর

গ. স্নেহ ঘ. উপকার

৮) মহানবি (স) সকলের সাথে কেমন ব্যবহার করতেন?

ক. মন্দ ব্যবহার খ. খারাপ ব্যবহার

গ. ভালো ব্যবহার ঘ. অসৎ ব্যবহার

৯) আমাদের আশপাশে যারা বসবাস করে তারা আমাদের কে?

ক. আত্মীয় খ. প্রতিবেশী

গ. সহপাঠী ঘ. বন্ধুবান্ধব

১০) প্রতিবেশী অসুস্থ হলে আমরা কী করব?

ক. খাদ্য দেব খ. সাহায্য করব

গ. কথা বলব ঘ. সেবা করব

১১) ফুয়াদ তার আম্মার চিকিৎসার জন্য কাকে ডেকে আনল?

ক. ডাক্তারকে খ. নানা ভাইকে

গ. শিক্ষককে ঘ. নানুকে

১২) যে সত্য কথা বলে তাকে কী বলা হয়?

ক. সততা খ. সৎ

গ. সত্যবাদী ঘ. সত্যবাদিতা

১৩) মিথ্যা মানুষকে কী করে?

ক. উপকার করে খ. ধ্বংস করে

গ. খাবার দেয় ঘ. সাহায্য করে

১৪) যে ওয়াদা পালন করে, সকলে তাকে কী করে?

ক. অসম্মান করে খ. ঘৃণা করে

গ. অবিশ্বাস করে ঘ. বিশ্বাস করে

১৫) “যত পায় আরও চায়”–এর নাম কী?

ক. লোভ খ. অপচয়

গ. শান্তি ঘ. ভালোবাসা

১৬) পরনিন্দা করা অর্থ কী?

ক. পরোপকার খ. সাহায্য করা

গ. পরচর্চা করা ঘ. সহযোগিতা করা।

**খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :**

১. মন্দ স্বভাব ও খারাপ চরিত্রকে .......... চরিত্র বলা হয়।

২. মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের ......... ।

৩. যাঁরা বয়সে ......... আমরা তাঁদের সালাম দেব।

৪. লোভ আমাদের অনেক ....... করে।

৫. আমরা কোনো কিছু ....... করব না।

**গ. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর :**

| বাম পাশ | ডান পাশ |
|---|---|
| চরিত্র ভালো হলে | চলতে শেখান |
| আব্বা–আম্মার সাথে সুন্দর | ফেলব না |
| শিক্ষক সৎ ও ন্যায়ের পথে | জীবন সুন্দর হয় |
| যেখানে সেখানে ময়লা–আবর্জনা | তার ধর্ম নেই |
| যে ওয়াদা পালন করে না | ব্যবহার কর |
| | পূরণ কর |

**সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :**

১. আমাদের মহানবি (স)–এর চরিত্র কেমন ছিল?

২. আব্বা–আম্মার সাথে কিরূপ ব্যবহার করব?

৩. শিক্ষকের সাথে দেখা হলে কী করব?

৪. দাদা–দাদি ও নানা–নানি আমাদের কী করেন?

৫. মহানবি (স) বড়দের সাথে কেমন ব্যবহার করতেন?
৬. মহানবি (স) ছোটদের কী করতেন?
৭. আমরা কাজের লোকদের সাথে কেমন ব্যবহার করব?
৮. প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত হলে আমরা কী করব?
৯. আমরা রোগীর কী করব?
১০. সত্যবাদী কাকে বলে?
১১. সব পাপের মূল কোনটি?
১২. ওয়াদা পালন করা অর্থ কী?
১৩. যে লোভ করে তাকে কী বলে?
১৪. অপচয় অর্থ কী?
১৫. কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষের কথা বলার নাম কী?

**বর্ণনামূলক প্রশ্ন :**

১. সচ্চরিত্র কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
২. আব্বা–আম্মার সাথে ভালো ব্যবহারের তালিকা তৈরি কর?
৩. আব্বা–আম্মার জন্য কুরআন মজিদে বর্ণিত দোয়াটি আরবিতে লিখ।
৪. বড়দের সাথে আমাদের কেমন ব্যবহার করা উচিত ?
৫. শিক্ষক আমাদের কী কী শেখান?
৬. প্রতিবেশী কারা? আমরা প্রতিবেশীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করব?
৭. ফুয়াদের আম্মার জ্বর হলে ফুয়াদ কী করেছিল?
৮. সত্যবাদীর প্রতি মানুষের ধারণা কেমন?
৯. ওয়াদা পালন করার উপকারিতা কী?
১০. লোভ মানুষের কী কী ক্ষতি করে?
১১. অপচয় থেকে বিরত থাকার জন্য আমরা কী করব?
১২. আল্লাহ পরনিন্দা না করার জন্য কী বলেছেন?

# অধ্যায়-৩

# আখলাক

## (নৈতিক গুণাবলি)

**অর্জন উপযোগী যোগ্যতাঃ**

৩.১ আখলাক বা নৈতিক গুণাবলির পরিচয় জানা এবং আদর্শ চরিত্রের আলোকে নিজেদের জীবন গঠনে আগ্রহী হওয়া।

৩.২ আব্বা-আম্মাকে সম্মান করার গুরুত্ব জানা এবং তাঁদের কথা মেনে চলা।

৩.৩ শিক্ষককে সম্মান করা এবং তাঁদের কথা মেনে চলা।

৩.৪ বড়দের সম্মান করা, তাঁদের কথা মেনে চলা এবং ছোটদের স্নেহ করা।

৩.৫ প্রতিবেশীর পরিচয় জানা এবং প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করা। সকলের সাথে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানে সচেষ্ট হওয়া।

৩.৬ রোগ-শোক ও রোগীর সেবা সম্পর্কে জানা ও তাদের সেবা করা।

৩.৭ সত্য কথা বলার গুরুত্ব জানা এবং সত্য কথা বলা।

৩.৮ ওয়াদা পালনের গুরুত্ব বুঝতে পারা। ওয়াদা ভঙ্গের কুফল বুঝতে পারা। ওয়াদা পালন করা।

৩.৯ লোভ-লালসার কুফল সম্পর্কে জানা। লোভ না করার আদর্শ নিজেদের জীবনে অনুসরণ করা। লোভ-লালসা পরিহার করা।

৩.১০ অপচয় কাকে বলে তা বলতে পারা। অপচয় করার কুফল সম্পর্কে জানা। অপচয় না করার সুফল জানতে পারা।

৩.১১ পরনিন্দা কাকে বলে তা বলতে পারা। পরনিন্দার কুফল বলতে পারা।
পরনিন্দা সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা কী তা জানা। পরনিন্দা থেকে বিরত থাকা।

**শিখনফল**

৩.১.১ সচ্চরিত্র ও অসৎ চরিত্র কাকে বলে তা বলতে পারবে।

৩.১.২ সচ্চরিত্রের উপকারিতা বলতে পারবে।

৩.১.৩ সচ্চরিত্রের ও অসৎ চরিত্রের কিছু উদাহরণ দিতে পারবে।

৩.১.৪ সচ্চরিত্রের আলোকে নিজেদের গড়ে তুলবে এবং নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলির অধিকারী হবে।

৩.২.১ সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অবদান বর্ণনা করতে পারবে।

৩.২.২ পিতা-মাতার সম্মান বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা তুলে ধরতে পারবে।

৩.২.৩ তারা আব্বা-আম্মাকে সম্মান করবে ও তাঁদের কথা মেনে চলবে। কখনো তাঁদের অবাধ্য হবে না। মৃত পিতা-মাতার জন্য দোয়া করবে।

৩.৩.১ শিক্ষককে সম্মান করার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।

৩.৩.২ শিক্ষকগণকে হিতাকাঙ্ক্ষী, আপনজন ও শ্রদ্ধাভাজন বলে জানবে এবং শ্রদ্ধা করবে।

৩.৩.৩ শিক্ষকগণকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবে এবং সে অনুসারে চলবে।

৩.৪.১ বড়দের সম্মান করার বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবে।

৩.৪.২ বড়দের শ্রদ্ধা এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করার বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা কী তা উল্লেখ করতে পারবে।

৩.৪.৩ ছোটদের প্রতি বড়দের কর্তব্য বিষয়ে মহানবি (স)-এর বাণী বলতে পারবে।

৩.৪.৪ বড়দের শ্রদ্ধা এবং ছোটদের আদর করবে। এতে ছোট-বড়র মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠবে।

৩.৫.১ প্রতিবেশীর পরিচয়, তাদের সাথে ভালো ব্যবহারের সুফল, খারাপ ব্যবহারের কুফল এবং এ সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা ও বর্ণনা করতে পারবে।

৩.৫.২ তারা প্রতিবেশীদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে সচেষ্ট হবে।

৩.৬.১ রোগীর সেবা করার গুরুত্ব এবং এ সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা বলতে পারবে।

৩.৬.২ তারা আন্তরিকতার সাথে রোগীর সেবা করবে।

৩.৭.১ সত্য কথা বলার গুরুত্ব ও সুফল এবং মিথ্যার কুফল বলতে পারবে।

৩.৭.২ তারা সব সময় সত্য কথা বলতে অভ্যস্ত হবে।

৩.৮.১ ওয়াদা পালনের গুরুত্ব ও সুফল ব্যাখ্যা করে বলতে পারবে।

৩.৮.২ এ ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ কাহিনী বলতে পারবে।

৩.৮.৩ তারা সর্বদা ওয়াদা পালন করবে।

৩.৯.১ লোভ-লালসা না করার গুরুত্ব বলতে পারবে।

৩.৯.২ লোভ-লালসা পরিহার করতে যত্নবান হবে।

৩.১০.১ অপচয়ের ধারণা বুঝিয়ে বলতে পারবে।

৩.১০.২ অপচয় করার কুফল এবং অপচয় না করার সুফল বলতে পারবে।

৩.১০.৩ অপচয় করা থেকে বিরত থাকবে এবং ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদের অপচয় রোধ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে।

৩.১১.১ পরনিন্দা বা পরচর্চা কাকে বলে তা বলতে পারবে।

৩.১১.২ কুফলসহ পরনিন্দা সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা কী তা বলতে পারবে।

৩.১১.৩ পরনিন্দা থেকে নিজেদের বিরত রাখবে। এতে সুন্দর ও সুখী সমাজ গড়ে উঠবে।

**পাঠ বিভাজন : ৯**

## পাঠ-১

# আখলাক

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের : ৪০-৪১ পৃষ্ঠা) 'সুন্দর স্বভাব----------শান্তি পাব'।

**শিখনফল**

৩.১.১ সচ্চরিত্র ও অসৎ চরিত্র কাকে বলে তা বলতে পারবে।
৩.১.২ সচ্চরিত্রের উপকারিতা বলতে পারবে।
৩.১.৩ সচ্চরিত্রের ও অসৎ চরিত্রের কিছু উদাহরণ দিতে পারবে।
৩.১.৪ সচ্চরিত্রের আলোকে নিজেদের গড়ে তুলবে এবং নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলির অধিকারী হবে।

**উপকরণ :** চক, চক বোর্ড, ডাস্টার, সচ্চরিত্র এবং অসৎ চরিত্রের তালিকার চার্ট ইত্যাদি।

## শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. মানসিক পরিবেশ গঠন করার জন্য পূর্বজ্ঞানসম্পর্কিত তথ্য প্রদান ও প্রশ্ন করুন:

ফুয়াদ আব্বা-আম্মার কথা শোনে। শিক্ষকদের সম্মান করে। প্রতিবেশীদের সাথে ভালো ব্যবহার করে ও সত্য কথা বলে।

এখন তোমরা বল তো, ফুয়াদ কীরূপ ছেলে? শিক্ষার্থীরা উত্তরে বলবে, 'ফুয়াদ ভালো ছেলে'। তখন বলুন ফুয়াদের স্বভাব ভালো ও চরিত্র সুন্দর। তাই ফুয়াদ ভালো। ফুয়াদের 'আখলাক' ভালো।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমি তোমাদের সাথে ' আখলাক' নিয়ে আলোচনা করব । চক বোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম 'আখলাক' লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় লিখতে বলুন।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন। উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন:

১. আখলাক কাকে বলে?

২. প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করা কোন ধরনের চরিত্র?

৩. মহানবি (স) সুন্দর চরিত্র সম্পর্কে কী বলেছেন?

৪. আখলাক ভালো হলে দুনিয়াতে কী পাব?

৫. চরিত্র ভালো হলে আখিরাতে কী পাওয়া যায়?

৬. সত্যিকার মুমিন কারা?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। উত্তর সঠিক হলে 'মারহাবা' অথবা 'ভালো' বলে উৎসাহ দিন। উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/শিক্ষক নিজে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

এরপর সচ্চরিত্রের এবং অসৎ চরিত্রের চার্ট তৈরি করতে বলুন।

চ. অতঃপর পাঠটি অনুচ্চ স্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

**পরিকল্পিত কাজঃ**

সচ্চরিত্রের এবং অসৎ চরিত্রের একটি তালিকা প্রস্তুত করবে।

**মূল্যায়ন :** প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝতে সক্ষম হলো কি না তা যাচাইয়ের জন্য পুনরায় নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন:

১. প্রশ্নোত্তর বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন

ক. সুন্দর স্বভাব ও ভালো চরিত্রকে আরবিতে কী বলে?

১. মুনাজাত ২. আখলাক
৩. ইবাদাত ৪. সালাত

খ. সচ্চরিত্র কোনটি?

১. পরনিন্দা করা ২. লোভ করা
৩. মিথ্যা বলা ৪. সত্য বলা

গ. সত্যিকার মুমিনের চরিত্র কেমন?

(১) সুন্দর (২) অসুন্দর
(৩) মিথ্যুক (৪) অসৎ

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন

ক. আমাদের মহানবি (স) ছিলেন ---------- চরিত্রের অধিকারী।

খ. মন্দ স্বভাব ও খারাপ চরিত্রকে ----------- চরিত্র বলা হয়।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

| | |
|---|---|
| ক. চরিত্র ভালো হলে | ভালোবাসে না । |
| খ. চরিত্র অসৎ হলে কেউ তাকে | আদায় করব। |
| গ. আমরা সালাত | জীবন সুন্দর হয়। |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন

ক. আমাদের মহানবি (স) এর চরিত্র কেমন ছিল?

খ. আমরা কী সুন্দর করব?

গ. অসৎ চরিত্র কাকে বলে?

## পাঠ-২

# আব্বা-আম্মাা এবং শিক্ষককে সম্মান করা

**বিষয়বস্তু :**(পাঠ্যপুস্তকের : ৪১-৪৩ পৃষ্ঠা) 'আব্বা-আম্মা আমাদের ----------দোয়া করব'।

**শিখনফল**

৩.২.১ সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অবদান বর্ণনা করতে পারবে।

৩.২.২ পিতা-মাতার সম্মান বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা তুলে ধরতে পারবে।

৩.২.৩ তারা আব্বা-আম্মাকে সম্মান করবে ও তাঁদের কথা মেনে চলবে। কখনো তাঁদের অবাধ্য হবে না। মৃত পিতা-মাতার জন্য দোয়া করবে।

৩.৩.১ শিক্ষককে সম্মান করার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।

৩.৩.২ শিক্ষকগণকে হিতাকাঙ্ক্ষী, আপনজন ও শ্রদ্ধাভাজন বলে জানবে এবং শ্রদ্ধা করবে।

৩.৩.৩ শিক্ষকগণকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবে এবং সে অনুসারে চলবে।

**উপকরণ :** চক, চক বোর্ড, ডাস্টার, চার্ট ইত্যাদি।

**শিখন-শেখানো কার্যাবলি**

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. মানসিক পরিবেশ গঠন করার জন্য পূর্বজ্ঞানসম্পর্কিত নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন ও বলুন:

১. আমরা আব্বা-আম্মা ও শিক্ষককে কী করব?
শিক্ষার্থীরা উত্তরে বলবে, আমরা আব্বা-আম্মা ও শিক্ষককে সম্মান করব।
তখন বলুন যে, তোমরা ঠিক বলেছ। আমরা আব্বা-আম্মা ও শিক্ষককে সম্মান করব।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমি তোমাদের সাথে 'আব্বা-আম্মা এবং শিক্ষককে সম্মান করা' নিয়ে আলোচনা করব। চক বোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম 'আব্বা-আম্মা এবং শিক্ষককে সম্মান করা' লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় লিখতে বলুন।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন। উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন:

১. আব্বা-আম্মা আমাদের কীভাবে লালন-পালন করেন?

২. আমরা আব্বা-আম্মার সাথে কীরূপ কথা বলব?

৩.আব্বা-আম্মা অসুস্থ হলে আমরা কী করব?

৪. আমরা কাদের অবাধ্য হবো না?

৫. আমরা আব্বা-আম্মার মনে কী দেব না?

৬. শিক্ষক আমাদের কী কী শেখান?

৭. আমরা শিক্ষককে কী করব?
৮. আমরা শিক্ষকের সাথে কীভাবে কথা বলব?
৯. শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে যা পড়াবেন আমরা তা কী করব?
১০. আমরা শিক্ষকের জন্য আল্লাহর কাছে কী করব?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। উত্তর সঠিক হলে 'মারহাবা' অথবা 'ভালো' বলে উৎসাহ দিন। উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/শিক্ষক নিজে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

চ. অঃতপর পাঠটি অনুচ্চ স্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

**পরিকল্পিত কাজ**

কী কী উপায়ে আব্বা-আম্মার সম্মান করা যায় এবং কী কী উপায়ে শিক্ষককে সম্মান করা যায় তার তালিকা প্রস্তুত করবে।

**মূল্যায়নঃ** প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝতে সক্ষম হলো কি না তা যাচাইয়ের জন্য পুনরায় নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুনঃ

১. প্রশ্নোত্তর বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন

ক. বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় আমরা কী করব?

১. শরীর ভালো রাখব　　২. ভালো জামাকাপড় পরব
৩. আব্বা-আম্মাকে সালাম দেব　　৪. চিন্তা করব।

খ. আমরা আব্বা-আম্মার সাথে কী করব?

১. হাসিমুখে কথা বলব　　২. রাগারাগি করব
৩. ঝগড়া করব　　৪. হৈচৈ করব।

গ. অসৎ চরিত্র কোনটি?

১. রোগীর সেবা করা　　২. শিক্ষককে সম্মান না করা
৩. ইবাদত করা　　৪. শিক্ষককে সম্মান করা।

ঘ. শিক্ষক আমাদের কোন পথে চলতে নিষেধ করেন?

১. ন্যায় পথে　　২. সৎ পথে
৩. আল্লাহর পথে　　৪. অসৎ পথে।

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন

ক. আব্বা-আম্মার সাথে ---------- ব্যবহার কর।

খ. মায়ের পায়ের নিচে -----------জান্নাত ।

গ. শিক্ষকের সাথে সব সময় ---------- ব্যবহার করব।

ঘ. শিক্ষক যা ------------ মন দিয়ে শিখব।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

| | |
|---|---|
| ক. আব্বা-আম্মার সাথে সুন্দর | সেবাযত্ন করব। |
| খ. তাদের অসুখ হলে | ব্যবহার কর। |
| গ. শিক্ষক সৎ ও ন্যায়ের পথে | শেখান। |
| ঘ. তিনি আমাদের আদব-কায়দা | দেখতে যাব। |
| ঙ. তিনি অসুস্থ হলে তাঁকে | চলতে শেখান। |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন

ক. আব্বা-আম্মার সাথে কীরূপ ব্যবহার করব?
খ. আব্বা-আম্মার জন্য আল্লাহর কাছে কী করব?
গ. আমরা আব্বা-আম্মার খাওয়া-পরার কী করব?
ঘ. শিক্ষকের সাথে দেখা হলে কী করব?
ঙ. শিক্ষক আমাদের কোন পথে চলতে শেখান?

## পাঠ-৩
## বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করা

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের : ৪৩-৪৪ পৃষ্ঠা) 'আব্বা-আম্মা আমাদের আদর করেন-------- আল্লাহকে খুশি রাখব'

**শিখনফল**

৩.৪.১ বড়দের সম্মান করার বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবে।

৩.৪.২ বড়দের শ্রদ্ধা এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করা বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা কী, তা উলেখ করতে পারবে।

৩.৪.৩ ছোটদের প্রতি বড়দের কর্তব্য বিষয়ে মহানবি (স)-এর বাণী বলতে পারবে।

৩.৪.৪ বড়দের শ্রদ্ধা এবং ছোটদের আদর করবে। এতে ছোট-বড়র মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে।

**উপকরণ :** চক, চক বোর্ড, ডাস্টার, চাট ইত্যাদি।

**শিখন-শেখানো কার্যাবলি**

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. মানসিক পরিবেশ গঠন করার জন্য পূর্বজ্ঞানসম্পর্কিত বিষয়ে বলুন : তোমাদের সকলের বয়স এক রকম বা সমান নয়। তোমাদের মধ্যে কেউ বয়সে ছোট, আবার কেউ বয়সে বড়। যারা বয়সে বড় তারা ছোটদের স্নেহ করবে, আর যারা বয়সে ছোট তারা বড়দের সম্মান করবে। অতঃপর প্রশ্ন করুন:

১. আমরা বড়দের কী করব এবং ছোটদের কী করব?

জাওয়াদ উত্তরে বলল : আমরা বড়দের সম্মান করব এবং ছোটদের স্নেহ করব।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমি তোমাদের সাথে 'বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করা' নিয়ে আলোচনা করব । চক বোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম 'বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করা' লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় লিখতে বলুন ।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন । উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন ।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন:

১. আমাদের উপরের শ্রেণিতে যারা পড়ে আমরা তাদের কী করব?
২. মহানবি (স) ছোটদের কী করতেন?
৩. বয়সে যারা ছোট তাদের আমরা কী কথা শেখব?
৪. যানবাহনে বৃদ্ধ লোকজন উঠলে আমরা তাঁদের সাথে কীরূপ ব্যবহার করব?
৫. বৃদ্ধ লোকদের উপকার করলে তাঁরা আমাদের জন্য কী করেন?
৬. যাঁরা বয়সে বড় ফুয়াদ তাঁদের সাথে কীরূপ ব্যবহার করে?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে । উত্তর সঠিক হলে 'মারহাবা' অথবা 'ভালো' বলে উৎসাহ দিন । উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/শিক্ষক নিজে পুনশিখন নিশ্চিত করুন ।

চ. অতঃপর পাঠটি অনুচ্চস্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন । প্রয়োজনে সহায়তা করুন ।

**পরিকল্পিত কাজ :**

কীভাবে বড়দের সম্মান এবং ছোটদের স্নেহ করা যায় তা খাতায় লিখবে ।

**মূল্যায়ন :** প্রশ্নোত্তরে মাধ্যমে আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝতে সক্ষম হলো কি না তা যাচাইয়ের জন্য পুনরায় নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন:

১. প্রশ্নোত্তর বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন

ক. আমরা বড়দের কী করব?

১. সম্মান　　২. আদর
৩. স্নেহ　　৪. উপকার ।

খ. মহানবি (স) সকলের সাথে কেমন ব্যবহার করতেন?

১. মন্দ ব্যবহার　　২. খারাপ ব্যবহার
৩. ভালো ব্যবহার　　৪. অসৎ ব্যবহার ।

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন

ক. যারা বয়সে ---------- আমরা তাদের সম্মান দেব ।
খ. মহানবি (স) সকলের সাথে ভালো ----------- করতেন ।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

| | |
|---|---|
| ক. দাদা-দাদি ও নানা-নানি | মেনে চলব। |
| খ. যাঁরা বয়সে বড় তাঁদের আদেশ উপদেশ | ফুয়াদকে ভালোবাসে। |
| গ. সকলে | আদর করেন। |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন

ক. দাদা-দাদি ও নানা-নানি আমাদের কী করেন ?

খ. মহানবি (স) বড়দের সাথে কেমন ব্যবহার করতেন ?

গ. আমরা কাজের লোকদের সাথে কীরূপ ব্যবহার করব?

## পাঠ-৪
# প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের : ৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা) 'আমাদের আশপাশে----------শান্তি বজায় রাখব'।

**শিখনফল**

৩.৫. প্রতিবেশীর পরিচয়, তাদের সাথে ভালো ব্যবহারের সুফল, খারাপ ব্যবহারের কুফল এবং এ সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা ও বর্ণনা করতে পারবে।

৩.৫.২ তারা প্রতিবেশীদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে সচেষ্ট হবে।

**উপকরণ :** চক, চক বোর্ড, ডাস্টার, চার্ট ইত্যাদি।

**শিখন- শেখানো কার্যাবলি**

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. শিক্ষার্থীদের মানসিক প্রস্তুতির জন্য পূর্বজ্ঞান-সম্পর্কিত প্রশ্ন করুন:

১. তোমাদের বাড়ির আশপাশে কি কারো বাড়িঘর আছে?

শিক্ষার্থীরা উত্তরে বলবে যে, জী স্যার/ম্যাডাম– আমাদের বাড়ির আশপাশে অনেকের বাড়িঘর আছে। তখন বলুন যে, তোমাদের বাড়ির আশপাশে যাদের বাড়িঘর আছে তারা সবাই তোমাদের প্রতিবেশী। যারা পাশাপাশি বসবাস করে বা একই স্থানে থাকে, তারা সকলে একে অপরের প্রতিবেশী ।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমি তোমাদের সাথে 'প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার' নিয়ে আলোচনা করব। চক বোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম 'প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার' লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় লিখতে বলুন।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন। উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন:

১. আমরা প্রতিবেশীর সাথে কীরূপ ব্যবহার করব?

২. প্রতিবেশীর বিপদে কী করব?

৩. বাস, ট্রেন, লঞ্চ ও স্টিমারের সহযাত্রীরা আমাদের কারা?

৪. ছাত্রাবাসে অবস্থানকারী ছাত্র-ছাত্রীরা একে অপরের কী হয়?

৫. প্রতিবেশীর বিপদে কী করর?

৬. আমরা প্রতিবেশীর সাথে কী কী করব না?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। উত্তর সঠিক হলে 'মারহাবা' অথবা 'ভালো' বলে উৎসাহ দিন। উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/শিক্ষক নিজে পুনশিখন নিশ্চিত করুন।

চ. অতঃপর পাঠটি অনুচ্চ স্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

**পরিকল্পিত কাজ :** প্রতিবেশীদের সাথে যে সব কর্তব্য পালন করতে হয় তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

## মূল্যায়ন

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝতে সক্ষম হলো কি না তা যাচাইয়ের জন্য পুনরায় নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন:

১. প্রশ্নোত্তর বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন

ক. আমাদের আশপাশে যারা বসবাস করে তারা আমাদের কে ?

১. আত্মীয় ২. প্রতিবেশী
৩. সহপাঠী ৪. বন্ধুবান্ধব

খ. প্রতিবেশী অসুস্থ হলে আমরা কী করব ?

১. খাদ্য দেব ২. সাহায্য করব
৩. কথা বলব ৪. সেবা করব

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন

ক. আমরা প্রতিবেশীর সাথে ---------- বিনিময় করব।

খ. প্রতিবেশীর সাথে ----------- থাকব ।

গ. প্রতিবেশীর মৃত্যু হলে তার বাসার সবাইকে -------------- দেব।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

| | |
|---|---|
| ক. যেখানে-সেখানে ময়লা-আবর্জনা | দেব না। |
| খ. প্রতিবেশীর কষ্ট | অসন্তুষ্ট হবেন। |
| গ. যদি প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করি তাহলে আল্লাহ | ফেলব না। |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন

ক. প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত হলে আমরা কী করব?

খ. বিভিন্ন ছাত্রাবাসে অবস্থানকারী ছাত্র-ছাত্রীরা একে অপরের কে?

গ. মহানবি (স) ক্ষুধার্ত প্রতিবেশী সম্পর্কে কী বলেছেন?

# পাঠ-৫
# রোগীর সেবা করা

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৪৫-৪৬) 'আমাদের বাড়িতে আব্বা-আম্মা---------দোয়া করব'।

**শিখনফল**

৩.৬.১ রোগীর সেবা করার গুরুত্ব এবং এ সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা বলতে পারবে।

৩.৬.২ তারা আন্তরিকতার সাথে রোগীর সেবা করবে।

**উপকরণ :** চক, চক বোর্ড, ডাস্টার, চার্ট ইত্যাদি।

## শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. আজকের পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগী ও মানসিক পরিবেশ গঠন করার জন্য পূর্বজ্ঞান-সম্পর্কিত প্রশ্ন করুন:

১. জাহিদুল ইসলাম, তোমার আব্বার রোগ কী সেরে গেছে?

উত্তরে সে বলল– জি না স্যার, আব্বা অসুস্থ। তখন বলুন, জাহিদুল ইসলামের আব্বা মুহাম্মদ আলী আমার প্রিয় ছাত্র ছিল। সে খুব ভালো, সৎ ও ধার্মিক। তোমরা সকল ছাত্র-ছাত্রী জাহিদুল ইসলামের আব্বাকে দেখতে যেও এবং তাঁর আরোগ্যের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করো। আল্লাহ রোগ ভালো করে দেবেন। রোগীর সেবা করতে হয়।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমি তোমাদের সাথে 'রোগীর সেবা করা' নিয়ে আলোচনা করব। চক বোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম 'রোগীর সেবা করা' লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় লিখতে বলুন।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন। উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন:

১. জ্বর হলে মাথায় কী দেওয়া প্রয়োজন?

২. রোগীর কীরূপ সেবা করতে হয়?

৩. জ্বর হলে ডাক্তারের পরামর্শে কী করতে হয়?

৪. মহানবী (স) সব সময় রোগীর কী করতেন?

৫. আমরা রোগীর জন্য আল্লাহর কাছে কী করব?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। উত্তর সঠিক হলে 'মারহাবা' অথবা 'ভালো' বলে উৎসাহ দিন। উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/শিক্ষক নিজে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

এরপর পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত অসুস্থ মাকে সেবা করার ছবিটি দেখান।

চ. অতঃপর পাঠটি অনুচ্চ স্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

**পরিকল্পিত কাজ :** কী কী উপায়ে রোগীর সেবা করা যায় তা খাতায় লিখবে।

**মূল্যায়ন:** প্রশ্নোত্তর ও পাঠের মাধ্যমে আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝতে সক্ষম হলো কি না তা যাচাইয়ের জন্য পুনরায় নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন:

১. প্রশ্নোত্তর বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন

ক. জ্বর হলে কীরূপ লাগে?

১. ভালো লাগে ২. আনন্দ লাগে

৩. খারাপ লাগে ৪. খুশি লাগে

খ. ফুয়াদ তার আম্মার চিকিৎসার জন্য কাকে ডেকে আনল?

১. ডাক্তারকে ২. নানা ভাইকে

৩. শিক্ষককে ৪. নানুকে

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন

ক. আমরা বিভিন্ন সময়ে ---------- হয়ে যাই।

খ. মহানবি (স) সব সময় রোগীর ----------- করতেন ।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

| | |
|---|---|
| ক. বাড়ির আশেপাশে | খেতে হবে। |
| খ. ডাক্তারের পরামর্শে ওষুধ | ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসল। |
| গ. সে তার আম্মার চিকিৎসার জন্য | প্রতিবেশীরা আছেন। |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন

ক. আমরা রোগীর কী করব?

খ. মহানবি (স) রোগীর সেবার ব্যাপারে কী বলেছেন? বাংলায় লিখ।

গ. জ্বরের মাত্রা বেশি হলে কী করতে হবে?

## পাঠ-৬

# সত্য কথা বলা

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৪৬-৪৭) 'সত্য কথা বলা মহৎ গুণ---------জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাব'।

**শিখনফল**

৩.৭.১ সত্য কথা বলার গুরুত্ব ও সুফল এবং মিথ্যার কুফল বলতে পারবে।

৩.৭.২ তারা সব সময় সত্য কথা বলতে অভ্যস্ত হবে।

**উপকরণ:** চক, চক বোর্ড, ডাস্টার, চার্ট ইত্যাদি।

**শিখন-শেখানো কার্যাবলি**

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. আজকের পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগী ও মানসিক পরিবেশ গঠন করার জন্য পূর্বজ্ঞান-সম্পর্কিত নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন:

১. সত্য কথা বলা ভালো, না খারাপ?

২. যে সত্য কথা বলে তাকে বিশ্বাস করা যায় কী?

শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। উত্তর দিতে না পারলে তাদের সাহায্য করুন।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমি তোমাদের সাথে 'সত্যকথা বলা' নিয়ে আলোচনা করব। চক বোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম 'সত্য কথা বলা' লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় লিখতে বলুন।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন। উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন:

১. সাদিক শব্দের অর্থ কী?

২. আমাদের মহানবি (স) সব সময় কী কথা বলেছেন?

৩. যে সত্য কথা বলে সকলে তাকে কী করে?

৪. সত্যবাদী পরকালে কী লাভ করবে?

৫. মিথ্যাবাদী কাকে বলে?

৬. মিথ্যাবাদীকে সকলে কী করে?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। উত্তর সঠিক হলে 'মারহাবা' অথবা 'ভালো' বলে উৎসাহ দিন। উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/শিক্ষক নিজে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

চ. অতঃপর পাঠটি অনুচ্চ স্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

**পরিকল্পিত কাজ :** সত্য কথা বলার সুফল ও মিথ্যা কথা বলার কুফলের একটি তালিকা প্রস্তুত করবে ।

**মূল্যায়ন :** প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝতে সক্ষম হলো কি না তা যাচাইয়ের জন্য পুনরায় নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন:

১. প্রশ্নোত্তর বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন

ক. যে সত্যকথা বলে তাকে কী বলা হয় ?

১. সততা ২. সৎ

৩. সত্যবাদী ৪. সত্যবাদিতা

খ. মিথ্যা মানুষকে কী করে ?

১. উপকার করে ২. ধ্বংস করে

৩. খাবার দেয় ৪. সাহায্য করে

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন

ক. সত্য কথা বলা ---------- গুণ ।

খ. মিথ্যাবাদীর বিপদে কেউ ----------- করে না ।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

| | |
|---|---|
| ক. যে সত্য কথা বলে আল্লাহ তাকে | জান্নাত লাভ করবে । |
| খ. সত্যবাদী পরকালে | জাহান্নামে যাবে । |
| গ. মিথ্যাবাদী পরকালে | ভালোবাসে । |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন

ক. সত্যবাদী কাকে বলে?

খ. সব পাপের মূল কী?

গ. সত্য কোন পথে নিয়ে যায়?

## পাঠ-৭

# ওয়াদা পালন করা

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৪৭-৪৮) 'ওয়াদা পালন করা --------- জান্নাত লাভ করব'।

**শিখনফল**

৩.৮.১ ওয়াদা পালনের গুরুত্ব ও সুফল ব্যাখ্যা করে বলতে পারবে।

৩.৮.২ এ ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ কাহিনি বলতে পারবে।

৩.৮.৩ তারা সর্বদা ওয়াদা পালন করবে।

**উপকরণ :** চক, চক বোর্ড, ডাস্টার, চার্ট ইত্যাদি।

## শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. আজকের পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগী ও মানসিক পরিবেশ গঠন করার জন্য পূর্বজ্ঞান-সম্পর্কিত নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন:

১. তোমরা আব্বা-আম্মার কথা মান্য কর তো?

২. তোমরা আমার কথা মানবে তো?

শিক্ষার্থীরা উত্তরে বলবে– জী স্যার/ম্যাডাম, আমরা আব্বা-আম্মার কথা মানি। আপনার কথা মানবো। তখন বলুন যে, তোমরা আমার সাথে কথা দিয়েছ আমার কথা মানবে। কারও সাথে কোন কথা দিলে তা মানতে হয়। এরই নাম 'ওয়াদা পালন করা'।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমি তোমাদের সাথে 'ওয়াদা পালন করা' নিয়ে আলোচনা করব । চক বোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম 'ওয়াদা পালন করা' লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় লিখতে বলুন।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন। উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন:

১. আমরা কারো সাথে চুক্তি করলে কী করব?

২. কথা দিয়ে কথা রাখাকে কী বলে?

৩. ওয়াদা পূরন করলে সবাই কী করে?

৪. আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা পালন সম্পর্কে কী বলেছেন?

৫. যে ওয়াদা পালন করে না সে আখিরাতে কী ভোগ করবে?

৬. মহানবি (স) ওয়াদা পালন করা সম্পর্কে কী বলেছেন ?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। উত্তর সঠিক হলে 'মারহাবা' অথবা 'ভালো' বলে উৎসাহ দিন। উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/শিক্ষক নিজে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

চ. অতঃপর পাঠটি অনুচ্চ স্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

**পরিকল্পিত কাজ :**

ওয়াদা পালন করার সুফল ও ওয়াদা পালন না করার কুফল সম্পর্কে খাতায় লিখবে।

মূল্যায়ন:প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝতে সক্ষম হলো কি না তা যাচাইয়ের জন্য পুনরায় নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন:

১. প্রশ্নোত্তর বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন

ক. যে ওয়াদা পালন করে সকলে তাকে কী করে?

১. অসম্মান করে　　২. ঘৃণা করে

৩. অবিশ্বাস করে　　৪. বিশ্বাস করে

খ. যে ওয়াদা পালন করে সে আখিরাতে কী লাভ করে?

১. জান্নাত　　২. কলম

৩. জাহান্নাম　　৪. ঘড়ি

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন

ক. যে ওয়াদা পালন করে সে ---------- কাছে প্রিয়।

খ. যে ওয়াদা ----------- করে না তাকে কেউ ভালোবাসে না।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

| | |
|---|---|
| ক. যে ওয়াদা পালন করে না | আখিরাতে কষ্ট পাবে। |
| খ. যে ওয়াদা পালন করে না সে | কথা রাখব। |
| গ. আমরা কথা দিয়ে | তার ধর্ম নেই। |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন

ক. ওয়াদা পালন করা অর্থ কী?

খ. যে ওয়াদা পালন করে সবাই তাকে কী করে?

গ. যে ওয়াদা পালন করে আখিরাতে সে কী পায়?

## পাঠ-৮

# লোভ ও অপচয় না করা

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৪৮-৫০) 'যত পায় আরও চায় --------- আল্লাহর হুকুম মেনে চলব'।

**শিখনফল**

৩.৯.১ লোভ-লালসা না করার গুরুত্ব বলতে পারবে।
৩.৯.২ লোভ-লালসা পরিহার করতে যত্নবান হবে।
৩.১০.১ অপচয়ের ধারণা বুঝিয়ে বলতে পারবে।
৩.১০.২ অপচয় করার কুফল এবং অপচয় না করার সুফল বলতে পারবে।
৩.১০.৩ অপচয় করা থেকে বিরত থাকবে এবং ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদের অপচয় রোধ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে।

**উপকরণ :** চক, চক বোর্ড, ডাস্টার, চার্ট ইত্যাদি।

**শিখন-শেখানো কার্যাবলি**

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. মানসিক পরিবেশ গঠন করার জন্য পূর্বজ্ঞান-সম্পর্কিত তথ্য প্রদান ও প্রশ্ন করুন:

জাওয়াদ, তুমি গতকাল দোকান থেকে দুটি চকলেট কিনে কী করেছ?

উত্তরে জাওয়াদ বললো জি স্যার/ম্যাডাম, আমি দোকান থেকে দুটি চকলেট কিনে একটি আমি খেয়েছি এবং অন্যটি আমার ফুয়াদ ভাইয়াকে দিয়েছি। শিক্ষক জাওয়াদের উত্তর শুনে খুশি হয়ে বলবেন, জাওয়াদ ভালো ছেলে। তার মধ্যে লোভ নেই। এভাবে ভাগ করে খেতে হয়। একাকী সব খাওয়া ভালো না। লোভ ও অপচয় না করাই উত্তম।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমি তোমাদের সাথে '*লোভ ও অপচয় না করা*' নিয়ে আলোচনা করব । চকবোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম '*লোভ ও অপচয় না করা*' লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় লিখতে বলুন।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন। উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন:

১. লোভ করা কী?
২. লোভের কারণে মানুষ কিসে লিপ্ত হয়?
৩. পাপ মানুষকে কিসের দিকে টেনে নিয়ে যায়?
৪. লোভী মানুষকে সকলে কী করে?
৫. মহানবি (স) লোভ সম্পর্কে কী বলেছেন?
৬. অপচয় কাকে বলে?
৭. গ্যাস কীভাবে অপচয় হয়?
৮. দুষ্টমি করে খড়কুটোয় আগুন ধরিয়ে দিলে কী ক্ষতি হয়?

৯. আল্লাহ তায়ালা অপচয়কারীদের সম্পর্কে কী বলেছেন?
১০. অপচয় না করলে কী উপকার হয়?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। উত্তর সঠিক হলে 'মারহাবা' অথবা 'ভালো' বলে উৎসাহ দিন। উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/শিক্ষক নিজে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

চ. অতঃপর পাঠটি অনুচ্চ স্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

**পরিকল্পিত কাজ :** লোভ-লালসার কুফলগুলো এবং অপচয়মূলক কাজের একটি তালিকা প্রস্তুত করবে।

**মূল্যায়ন :** প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝতে সক্ষম হলো কি না তা যাচাইয়ের জন্য পুনরায় নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন।

১. প্রশ্নোত্তর বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন

ক. 'যত পায় আরও চায়'– এর নাম কী?
১. লোভ ২. অপচয়
৩. শান্তি ৪. উত্তম

খ. লোভী মানুষ কী?
১. পূণ্যবান ২. ভালো
৩. পাপী ৪. আদর্শ

গ. অপচয়কারীরা কী?
১. শয়তানের ভাই ২. শয়তানের বাবা
৩. শয়তানের দাদা ৪. শয়তানের নানা

ঘ. সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য কী?
১. উত্তম ২. ক্ষতিকর
৩. মারাত্মক ক্ষতিকর ৪. ভালো

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন
ক. লোভ আমাদের অনেক ---------- করে ।
খ. লোভে পাপ, পাপে ----------- ।
গ. আমরা কোন কিছু ---------- করব না ।
ঘ. বিনা প্রয়োজনে ফ্যান চালিয়ে রাখলে ----------- অপচয় হয়।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

| | |
|---|---|
| ক. লোভ করা | সম্মান দেয় না। |
| খ. লোভী মানুষকে কেউ | কিতাব পড়তেন। |
| গ. তিনি মধুর কণ্ঠে | পাপ। |
| ঘ. আমরা কোনো জিনিস নষ্ট | রক্ষা করব। |
| ঙ. আমরা জাতীয় সম্পদ | মেনে চলব। |
| চ. আমরা আল্লাহর হুকুম | করব না । |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন–
   ক. যে লোভ করে তাকে কী বলে?
   খ. হযরত দাউদ (আ) এর উপর কী নজিল হয়?
   গ. অপচয় অর্থ কী?
   ঘ. বিড়ি সিগারেট খেলে কী ক্ষতি হয়?
   ঙ. হজরত দাউদ (আ)-এর সময় শনিবার কী ধরা নিষেধ ছিল?

## পাঠ-৯
# পরনিন্দা না করা

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠাঃ ৫০-৫১) 'পরনিন্দা করা অর্থ গিবত করা ------ সুন্দর সমাজ গড়ব'।

**শিখনফল**

৩.১১.১ পরনিন্দা বা পরচর্চা কাকে বলে তা বলতে পারবে।

৩.১১.২ কুফলসহ পরনিন্দা সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা কী তা বলতে পারবে।

৩.১১.৩ পরনিন্দা থেকে নিজদের বিরত রাখবে। এতে সুন্দর ও সুখী সমাজ গড়ে উঠবে।

**উপকরণ :** চক, চক বোর্ড, ডাস্টার, চার্ট ইত্যাদি।

**শিখন-শেখানো কার্যাবালি**

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. আজকের পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিবেশ গঠন করার জন্য পূর্বজ্ঞান-সম্পর্কিত প্রশ্ন করুন:
   ১. কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষের কথা প্রকাশ করা কী?
   ২. পরনিন্দা করা যায় কী?
   শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। উত্তর দিতে না পারলে তাদের সাহায্য করুন।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমি তোমাদের সাথে 'পরনিন্দা না করা' নিয়ে আলোচনা করব। চক বোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম 'পরনিন্দা না করা' লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় লিখতে বলুন।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন। উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন:
   ১. পরনিন্দুক কাকে বলে?
   ২. যে পরনিন্দা করে আল্লাহ তাকে কী করেন?
   ৩. আল্লাহ তায়ালা পরনিন্দা সম্পর্কে কী বলেছেন ?
   ৪. পরনিন্দা করা কী?

৫. মহানবি (স) পরনিন্দা সম্পর্কে কী বলেছেন?
৬. পরনিন্দা করলে কী শাস্তি হয়?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। উত্তর সঠিক হলে 'মারহাবা' অথবা 'ভালো' বলে উৎসাহ দিন। উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/শিক্ষক নিজে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

চ. অতঃপর পাঠটি অনুচ্চ স্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

**পরিকল্পিত কাজ :** কোন কোন কাজের দ্বারা পরনিন্দা হয় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করবে।

**মূল্যায়ন:** প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝতে সক্ষম হলো কি না তা যাচাইয়ের জন্য পুনরায় নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন:

১. প্রশ্নোত্তর বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন

ক. পরনিন্দা করা অর্থ কী?

১. পরোপকার ২. সাহায্য করা
৩. পরচর্চা করা ৪. সহযোগিতা করা

খ. পরনিন্দুক কী?

১. মহাপাপী ২. ভালো
৩. ধৈর্যশীল ৪. উত্তম

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন

ক. মহান আলাহ্ পরনিন্দা করতে ---------- করেছেন ।
খ. পরনিন্দুক সমাজে ----------- নষ্ট করে।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

| | |
|---|---|
| ক. পরনিন্দা করা | নষ্ট হয়। |
| খ. পরনিন্দার কারবে শাস্তি | করব না। |
| গ. আমরা পরনিন্দা | জঘন্যতম অপরাধ। |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন

ক. কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষের কথা বলার নাম কী?
খ. পরনিন্দুক কে?
গ. পরনিন্দা না করলে আল্লাহ্ কী হন?

## চতুর্থ অধ্যায়

# কুরআন মজিদ শিক্ষা

কুরআন মজিদ আল্লাহর কালাম। সর্বশেষ আসমানি কিতাব। মহানবির (স) উপর নাজিল হয় এ কিতাব।

আমাদের জন্য কুরআন মজিদে বলে দেয়া হয়েছে আমরা দুনিয়াতে কীভাবে শান্তিতে বসবাস করব, কী কাজ করলে আখিরাতে শান্তি পাব, কীভাবে আল্লাহর ইবাদত করব, কোন কাজ অন্যায়, কোন কাজে শাস্তি হবে-এ সবকিছু কুরআন মজিদে আছে।

আমরা কুরআন মজিদ শুদ্ধ করে শিখব। অপরকে শেখাব। কুরআন মজিদের নির্দেশমতো চলব।

সালাতে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করা ফরজ। তাই তিলাওত শুদ্ধ হওয়া দরকার। মহানবি (স) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সে উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে শিখায়"।

আসমানি কিতাব

**পরিকল্পিত কাজ :** শিক্ষার্থীরা কুরআন মজিদ শিক্ষা সম্বন্ধে মহানবি (স)-এর বাণীটি খাতায় সুন্দর করে লিখবে।

# আরবি বর্ণমালা

কুরআন মজিদের ভাষা আরবি। আরবি পড়তে হয় ডান দিক থেকে। আরবিতে মোট ২৯টি হরফ বা অক্ষর আছে।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ج<br>জিম | ث<br>সা | ت<br>তা | ب<br>বা | ا<br>আলিফ |
| ر<br>রা | ذ<br>যাল | د<br>দাল | خ<br>খা | ح<br>হা |
| ض<br>দোয়াদ | ص<br>সোয়াদ | ش<br>শিন | س<br>সিন | ز<br>যা |
| ف<br>ফা | غ<br>গাইন | ع<br>আইন | ظ<br>যোয়াদ | ط<br>তোয়া |
| ن<br>নূন | م<br>মীম | ل<br>লাম | ك<br>কাফ | ق<br>ক্বাফ |
| | ي<br>ইয়া | ء<br>হামযা | ه<br>হা | و<br>ওয়াও |

আরবি হরফগুলোর নাম বলো :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ب | ش | د | ج | ا |
| ذ | ض | ز | خ | م |
| ي | ت | ن | س | ر |
| ط | ص | ل | ف | ث |
| ك | ء | ق | ظ | ع |
| | ه | غ | ح | و |

খালি ঘরগুলোতে আরবি হরফ বসাও

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ث | | | ا |
| ر | | | خ | |
| ض | | ش | | |
| | غ | | ظ | |
| ن | | ل | | ق |
| | ي | | ه | |

## হরকত

আমরা জানি যবর ـَ যের ـِ এবং পেশ ـُ কে হরকত বলে। যেমন :

১। হরফের উপর যবর থাকলে উচ্চারণে া-কার হবে। যথা :

أَ = আলিফ যবর আ

بَ = বা যবর বা

تَ = তা যবর তা

আমরা এখন যবরসহ নিচের শব্দগুলো পড়ব। যথা :

نَصَرَ = নূন যবর না, সোয়াদ যবর সা, রা যবর রা = নাসারা

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| دَخَلَ | كَتَبَ | فَتَحَ | خَلَقَ | نَصَرَ |
| وَلَدَ | طَلَعَ | ذَكَرَ | طَلَبَ | فَعَلَ |

২। হরফের নিচে যের থাকলে উচ্চারণে ি – কার হবে। যথা :

بِ = বা যের বি

تِ = তা যের তি

ثِ = সা যের সি

আমরা এখন যের সহ নিচের শব্দগুলো পড়ব। যথা:

لِمَا = লাম যের লি, মীম আলিফ যবর মা = লিমা

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| لِمَاذَا | بِمَا | هِيَ | اِلَى | اِذَا |
| شَهِدَ | سَمِعَ | عَلِمَ | رَحِمَ | سَلِمَ |

৩। হরফের ওপর পেশ থাকলে উচ্চারণে ু — কার হবে। যথা :

بُ = বা পেশ বু

تُ = তা পেশ তু

ثُ = সা পেশ সু

আমরা এখন পেশসহ নিচের শব্দগুলো পড়ব। যথা :

كُتِبَ = কাফ পেশ কু, তা যের তি, বা যবর বা = কুতিবা

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| هُوَ | هُمَا | كُمَا | كُمْ | هُمْ |
| خُلِقَ | جُمِعَ | نُصِرَ | نُصِبَ | كُتِبَ |
| كَرُمَ | بَعُدَ | قَرُبَ | حَسُنَ | كَثُرَ |

**পরিকল্পিত কাজ:** শিক্ষার্থীরা হরকতযুক্ত আরবি বর্ণগুলো খাতায় সুন্দর করে লিখবে।

## তানবীন

দুই যবর ـً , দুই যের ـٍ ও দুই পেশ ـٌ কে তানবীন বলে।

তানবীনের উচ্চারণ নূনযুক্ত হয়।

এবার আমরা তানবীন সহ চার্টটি পড়ব। যথা :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| جً | ثً | تً | بً | اً |
| رً | ذً | دً | خً | حً |
| ضً | صً | شً | سً | زً |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| فً | غً | عً | ظً | طً |
| نً | مً | لً | كً | قً |
| | يً | ءً | هً | وً |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| جٍ | ثٍ | تٍ | بٍ | اٍ |
| رٍ | ذٍ | دٍ | خٍ | حٍ |
| ضٍ | صٍ | شٍ | سٍ | زٍ |
| فٍ | غٍ | عٍ | ظٍ | طٍ |
| نٍ | مٍ | لٍ | كٍ | قٍ |
| | يٍ | ءٍ | هٍ | وٍ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| جُّ | ثُّ | تُّ | بُّ | أُّ |
| رُّ | ذُّ | دُّ | خُّ | حُّ |
| ضُّ | صُّ | شُّ | سُّ | زُّ |
| فُّ | غُّ | عُّ | ظُّ | طُّ |
| نُّ | مُّ | لُّ | كُّ | قُّ |
| | يُّ | ءُّ | هُّ | وُّ |

## জযম

আমরা জানি জযম ∧ যুক্ত হরফকে সাকিন বলে। যথা :

اَلْ = আলিফ লাম যবর আল।

فِيْ = ফা ইয়া যের ফী ।

قُلْ = ক্বাফ লাম পেশ কুল ।

জযম–এর আকৃতি সাধারণত ∧ এরূপ হয় । তবে ْ এভাবেও লেখা হয়।
এবার আমরা জযমযুক্ত হরফের চার্টটি পড়ব :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| قُمْ | فِيْ | مِنْ | كُنْ | قُلْ |
| فَتْحٌ | فِيْلٌ | نَصْرٌ | حَمْدٌ | قَلْبٌ |

এবার খালি হরফকে জযম বসাও :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| حَمد | قَول | حَرف | فِعل | اِسم |

পরিকল্পিত কাজঃ শিক্ষার্থীরা জযমযুক্ত আরবি কয়েকটি শব্দ খাতায় সুন্দর করে লিখবে।

## তাশদীদ

একই হরফ পাশাপাশি দুবার উচ্চারণ করাকে তাশদীদ বলে। তাশদীদের চিহ্ন ّ এরূপ। যেমন :

اَنْ + نَ = اَنَّ = আলিফ নুন যবর আন, নুন যবর না = আন্না

رَبْ + بَ = رَبَّ = রা বা যবর রাব, বা যবর বা = রাব্বা

এবার আমরা তাশদীদসহ চার্টটি পড়ব:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| رُبَّ | ثُمَّ | مَسَّ | حَقَّ | اَنَّ |
| رُبْ + بَ | ثُمْ + مَ | مَسْ + سَ | حَقْ + قَ | اَنْ + نَ |

এবার এগুলো দেখ এবং খালি হরফে হরকতসহ তাশদীদ বসাও :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ثم + م | حق + ق | ان + ن | اب + ب | رب + ب |
| ثم | حق | ان | اب | رب |

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা তাশদীদযুক্ত পাঁচটি শব্দ খাতায় সুন্দর করে লিখবে।

## মাদ্দ

কুরআন মজিদের কোনো কোনো হরফ টেনে পড়তে হয়। এই টেনে পড়াকে মাদ্দ বলে।

যথা : الٓمٓ حٰمٓ

মাদ্দ–এর হরফ তিনটি। যথা: ا - و - ى

১। যবর–এর পরে ا আলিফ থাকলে একটু টেনে পড়তে হয়। যথা :

مَاذَا = মা–যা

قَالَ = কা–লা,

২। যের–এর পরে জযমযুক্ত يْ ইয়া থাকলে একটু টেনে পড়তে হয়। যথা :

قِيْلَ = কী–লা.

فِيْهَا = কী–হা,

৩। পেশ–এর পরে জযমযুক্ত وْ ওয়াও থাকলে একটু টেনে পড়তে হয়। যথা :

قُوْلُوْا = কূ–লূ,

صُوْمُوْا = সূ–মূ,

আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাদ্দ–এর জন্য দুটি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যথা :

১। ছোট মাদ্দ = ~

২। বড় মাদ্দ = ⁓

যে হরফের উপর ~ এরূপ চিহ্ন থাকে সে হরফটিকে একটু টেনে পড়তে হয়। যথা:

যে হরফের উপর ⁓ এরূপ চিহ্ন থাকে সে হরফটিকে আরও বেশি টেনে পড়তে হয়।

যথা: نٓ ۔ صٓ ، عٓسٓقٓ ، اُوْلٰٓئِكَ ، ضَآلِّيْنَ ۔

মাদ্দ–এর আরও কিছু চিহ্ন আছে। যেমন :

১। খাড়া যবর ـٰ

কোনো হরফের উপর ـٰ এরূপ চিহ্ন থাকলে সে হরফটিকে একটু টেনে পড়তে হয়।

যথা: طٰهٰ = তোয়া খাড়া যবর তোয়া, হা খাড়া যবর হা = তোয়া–হা

এবার খাড়া যবরযুক্ত কয়েকটি শব্দ পড়ব।

اٰمَنَ ۔ ذٰلِكَ ۔ عَلٰى ۔ بَلٰى ۔ اٰدَمَ ۔

২। খাড়া যের ـٖ

কোনো হরফের নিচে ـٖ এরূপ চিহ্ন থাকলে সে হরফটিকে একটু টেনে পড়তে হয়।

যথা: بِهٖ = বা যের বি, হা খাড়া যের হী = বিহী

এবার খাড়া যেরযুক্ত কয়েকটি শব্দ পড়ুন:

اَمْرِهٖ ، خَيْرِهٖ ، فَضْلِهٖ ، صِفَاتِهٖ ، اَهْلِهٖ ،

৩। উল্টা পেশ ـٗ

আমরা জানি পেশ ـُ এরূপ। তবে উল্টা পেশ লেখা হয় ـٗ এভাবে।

কোনো হরফে উল্টা পেশ থাকলে সে হরফটি একটু টেনে পড়তে হয়। যথা:

لَهٗ = লাম যবর লা, হা উল্টা পেশ হু = লাহু।

এবার উল্টা পেশযুক্ত কয়েকটি শব্দ পড়ুন:

اِنَّهٗ ۔ مَعَهٗ ۔ نَفْسَهٗ ۔ رَسُوْلُهٗ ۔ رَحْمَتُهٗ

নিচের শব্দগুলো পড়ি: ۔ قٓ ۔ كُتُبِهٖ ۔ لَآ ۔ مَعَهٗ ۔

## তাজবীদ ( تَجْوِيْدٌ )

কুরআন মজিদের ভাষা আরবি। আমাদের আরবি ভাষা শিখতে হবে। আমরা আরবি হরফের সঠিক উচ্চারণ শিখব। সঠিক উচ্চারণে কুরআন মজিদ তিলাওত করা প্রয়োজন। এতে অর্থ ঠিক থাকে। সালাত শুদ্ধ হয়। আল্লাহপাক খুশি হন। আর সঠিক উচ্চারণে তিলাওত না করলে অর্থ ঠিক থাকে না। সালাতও শুদ্ধ হয় না।

কুরআন মজিদ শুদ্ধভাবে তিলাওতের জন্য যে নিয়ম রয়েছে তাকে তাজবীদ বলে।

মহানবি (স) বলেছেন, "কুরআন মজিদ তিলাওত করলে প্রত্যেক হরফের জন্য ১০টি সওয়াব পাওয়া যায়"।

## মাখরাজ ( مَخْرَجٌ )

আরবি হরফ মুখের বিভিন্ন স্থান থেকে উচ্চারিত হয়। যেমন, কণ্ঠনালি, জিহ্বা, তালু, দাঁত ও ঠোঁট।

হরফ উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলা হয়। আরবি হরফের মাখরাজ ১৭টি। এ সম্পর্কে আমরা বড় হলে জানতে পারব।

## ইদগাম ( اِدْغَامٌ )

কাছাকাছি উচ্চারণের দুটি হরফকে যুক্ত করে পড়াকে ইদগাম বলে। যথা:

فَهُمْ مُسْلِمُوْنَ = ফাহুম মুসলিমুন। এখানে মীম م হরফটি পরবর্তী মীম এর সাথে ইদগাম হয়েছে।

مِنْ رَّبِّ = মির রাব্বি। এখানে নূন ن হরফটি পরবর্তী রা– ر এর সাথে ইদগাম হয়েছে।

مِنْ مِّثْلِه – মীম মিসলিহী। এখানে নূন হরফটি পরবর্তী মীম এর সাথে ইদগাম হয়েছে।

আমরা এখন নিম্নের শব্দগুলো ইদগামসহ পড়ব।

| | | |
|---|---|---|
| غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ<br>গাফুরুর রাহীম | مِنْ مَّرْقَدِنَا<br>মিম মারকাদীনা | مَنْ يَّقُوْلُ<br>মাইয়াকূলু |
| وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ<br>ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু | اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ<br>ইন কুনতুম মু'মিনীন | مِنْ رِّزْقٍ<br>মাইরাকুলু |

## ইযহার – اِظْهَارٌ

ইযহার শব্দের অর্থ প্রকাশ করা। বর্ণে বা হরফের মাখরাজ অনুযায়ী স্পষ্ট করে উচ্চারণ করা। নুন সাকিন এবং তানবীন-এর পর যদি হরফে হালকির যেকোনো একটি হরফ থাকে তখন নুন সাকিন বা তানবীনকে গুন্নাহ ও ইখফা ছাড়া নিজ মাখরাজ অনুসারে স্পষ্ট করে পড়াকে ইযহার বলে।

হরফে হালকি ৬টি। যথা : ء ـ ہ ـ ح ـ خ ـ ع ـ غ

مِنْ خَوْفٍ ـ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ مَنْ هُوَ ـ مِنْ عَلَقٍ ـ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ـ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ـ

**পরিকল্পিত কাজ :** শিক্ষার্থীরা ইযহারের উচ্চারণের একটি চার্ট তৈরি করবে।

## আরবি বর্ণের শব্দ

নিচে ৪টি চার্ট দেয়া হলো। এগুলো সঠিক উচ্চারণে পড় :

### চার্ট ১

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| قَصَدَ | كَصَدَ | قَادَ | كَادَ | خَلَقَ | مَلِكَ |
| هَرْبٌ | حَرْبٌ | فَلَكٌ | فَلَقٌ | نَصْرٌ | نَسْرٌ |

## চার্ট–২

### চার বর্ণের শব্দ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| سَرِيْرٌ | شَرِيْرٌ | اَلِيْمٌ | عَلِيْمٌ | بَصِيْرٌ | بَشِيْرٌ |
| اَكْبَرُ | اَقْرَبُ | صُوْرَةٌ | سُوْرَةٌ | زَمِيْلٌ | جَمِيْلٌ |

## চার্ট–৩

### পাঁচ বর্ণের শব্দ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| تَصْفِيْرٌ | تَصْوِيْرٌ | تَكْرِيْرٌ | تَقْرِيْرٌ | مَشْكُوْرٌ | مَذْكُوْرٌ |
| اَشْفِيْرٌ | تَشْرِيْبٌ | تَكْرِيْمٌ | تَقْدِيْمٌ | تَحْرِيْمٌ | تَكْبِيْرٌ |

## চার্ট–৪

### ছয় বর্ণের শব্দ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| يَأْكُلُوْنَ | يَقُوْلُوْنَ | يَذْكُرُوْنَ | يَشْكُرُوْنَ | مُفْلِحُوْنَ | مُسْلِمُوْنَ |
| مُكَالَمَةٌ | مُقَاتَلَةٌ | مُجْرِمُوْنَ | مُحْسِنُوْنَ | يَنْظُرُوْنَ | يَنْصُرُوْنَ |

# সূরা আন নাসর

মাদানি, আয়াত–৩

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

اِذَا جَآءَ نَصۡرُ اللّٰهِ وَالۡفَتۡحُ ○ وَرَاَيۡتَ النَّاسَ يَدۡخُلُوۡنَ فِىۡ دِيۡنِ اللّٰهِ اَفۡوَاجًا ○
فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَاسۡتَغۡفِرۡهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ○

বাংলা উচ্চারণ

ইযা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়ালফাতহু। ওয়ারাআইতান নাসা ইয়াদখুলূনা ফী দীনিল্লাহি আফওয়াজা। ফাসাব্বি বিহামদি রাব্বিকা ওয়াসতাগফিরহু। ইন্নাহু কানা তাওওয়াবা।

অর্থ : ১. যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে।

২. এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবে।

৩. তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা করো, তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো এবং ক্ষমা প্রার্থনা করো, তিনি তো তওবা কবুলকারী।

**পরিকল্পিত কাজঃ** শিক্ষার্থীরা সূরা আন নাসর বাংলা উচ্চারণে লিখবে।

# সূরা আল লাহাব

মক্কী, আয়াত– ৫

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

تَبَّتۡ يَدَاۤ اَبِىۡ لَهَبٍ وَّتَبَّ ؕ مَاۤ اَغۡنٰى عَنۡهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ؕ سَيَصۡلٰى نَارًا ذَاتَ
لَهَبٍ ۖۚ وَّامۡرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الۡحَطَبِ ۚ فِىۡ جِيۡدِهَا حَبۡلٌ مِّنۡ مَّسَدٍ ؕ

বাংলা উচ্চারণ

তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবেঁও ওয়াতাব্বা। মা আগনা আনহু মালুহু ওমাকাসাব। সাইয়াসলা নারান যাতা লাহাবেঁও ওয়ামরাতুহু, হাম্মালাতাল হাতাব। ফী জীদিহা হাবলুম মিম মাসাদ।

অর্থ : ১. ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও।

২. এর ধন-সম্পদ ও এর উপার্জন তার কোনো কাজে আসে নি।

৩. অচিরেই সে দগ্ধ হবে লেলিহান অগ্নিতে,

৪. এবং তার স্ত্রীও- যে ইন্ধন বহন করে,

৫. তার গলদেশে পাকানো রজ্জু।

## সূরা ইখলাস

মাককী, আয়াত-৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ ○ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ ○ لَمْ يَلِدْ ۙ۵ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ ○ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۧ ○

**বাংলা উচ্চারণ**

কুল হুয়াল্লাহু আহাদ। আল্লাহুস সামাদ। লাম ইয়ালিদ; ওয়া লাম ইউলাদ। ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুয়ান আহাদ।

**অর্থ :** ১. বলো, তিনি আল্লাহ, একক।

২. আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন।

৩. তাঁর কোনো সন্তান নাই এবং তিনি কারোর সন্তান নন।

৪. এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নাই।

# অনুশীলনী

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

ক. বহুনির্বাচনি:

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১. কুরআন মজিদ কার কালাম?

ক) মহানবি (স)–এর কালাম খ) আল্লাহ তায়ালার কালাম

গ) ফেরেশতার কালাম ঘ) মানুষের কালাম

২. হযরত মুহম্মদ (স)-এর উপর কোন কিতাব নাজিল হয়েছিল?

ক) ইনজিল খ) তাওরাত

গ) যাবুর ঘ) কুরআন মজিদ

৩. মাদ্দ–এর হরফ কয়টি?

ক) তিনটি খ) চারটি

গ) পাঁচটি ঘ) ছয়টি

৪. হরফে হালকি কয়টি?

ক) পাঁচটি খ) ছয়টি

গ) সাতটি ঘ) আটটি

৫. ইদগাম–এর হরফ কয়টি?

ক) তিনটি খ) চারটি

গ) পাঁচটি ঘ) ছয়টি

৬. আরবি হরফের মাখরাজ কয়টি?

ক) ১১টি খ) ১৩টি

গ) ১৭টি ঘ) ১৯টি

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর

১. কুরআন মজিদ .............. কালাম।

২. হরফ উচ্চারণের স্থানকে ......... বলে।

৩. কুরআন মজিদের ........ আরবি।

গ. বাম দিকের শব্দের সাথে ডান দিকের চিহ্নের মিল কর :

১. যবর
২. যের
৩. পেশ
৪. জযম
৫. তাশদীদ
৬. তানবীন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

১. আরবি হরফ কয়টি?
২. হরকত কয়টি?
৩. মাদ্দের হরফ কয়টি?
৪. হরফে হালকি কয়টি?
৫. সাকিন কাকে বলে?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. কুরআন মজিদ তিলাওয়াত সম্পর্কে মহানবি (স)–এর বাণীটি লেখ।
২. হরকত কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
৩. তানবীন কাকে বলে? একটি করে উদাহরণ দাও।
৪. জযম কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
৫. মাদ্দ কাকে বলে? মাদ্দ–এর হরফ কয়টি? উদাহরণ দাও।
৬. তাশদীদ কাকে বলে?
৭. মাখরাজ কাকে বলে? মাখরাজ কয়টি?
৮. ইদগাম কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
৯. তিন, চার, পাঁচ ও ছয় বর্ণের একটি করে শব্দ লিখ।
১০. সূরা আন নাসর মুখস্থ বলো।
১১. সূরা ইখলাস মুখস্থ বলো।

## অধ্যায় : চতুর্থ

# কুরআন মজিদ শিক্ষা

৪.১ কুরআন মজিদ-এর পরিচয়, গুরুত্ব এবং তিলাওয়াতের ফজিলাত জানা।
৪.১ শুদ্ধভাবে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করা।
৪.২ হরকতযুক্ত আরবি বর্ণ ও শব্দ পড়তে, বলতে ও শিখতে পারা।
৪.৩ তান্‌বীন্‌যুক্ত বর্ণ ও শব্দ পড়তে, বলতে ও লিখতে পারা।
৪.৪ জযমযুক্ত আরবি বর্ণ ও শব্দ পড়তে, বলতে ও লিখতে পারা।
৪.৫ তাশদীদযুক্ত আরবি বর্ণ ও শব্দ পড়তে, বলতে ও লিখতে পারা।
৪.৬ আরবি শব্দ গঠন করতে পারা এবং আরবি শব্দ পড়তে ও বলতে পারা।
৪.৭ ছোট ছোট আরবি বাক্য পড়া বলা ও লেখা।
৪.৮ সঠিক উচ্চারণে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করতে তাজবীদ-এর গুরুত্ব বোঝা এবং তাজবীদ-এর সাথে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করতে পারা।
৪.৯ মাদ্দ-এর পরিচয় ও মাদ্দ কয় প্রকার তা জানা ও বলতে পারা।
৪.১০ মাখরাজ সম্পর্কে জানা এবং আরবি বর্ণের সঠিক উচ্চারণের স্থান থেকে উচ্চারণ করতে শেখা ও উচ্চারণ করতে পারা।
৪.১১ ইদগাম ও ইজহারের নিয়ম জানা এবং শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারা।
৪.১২ সূরা-আল ইখলাস শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে ও মুখস্থ বলতে পারা এবং সালাতে পড়া।
৪.১৩ সূরা লাহাব শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে ও মুখস্থ বলতে পারা এবং সালাতে পড়া।
৪.১৪ সূরা-আন-নাসর শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে ও মুখস্থ বলতে পারা এবং সালাতে পড়া।

**শিখনফল**

৪.১.১ কুরআন মজিদের পরিচয়, গুরুত্ব ও তিলাওয়াতের ফযিলাত বর্ণনা করতে পারবে।
৪.১.২ তারা প্রতিদিন নিয়মিত শুদ্ধভাবে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করবে।
৪.২.১ হরকতযুক্ত আরবি বর্ণমালায় লিখিত শব্দ পড়তে পারবে।
৪.২.২ যবর, যের ও পেশযুক্ত আরবি শব্দ গঠন করতে, পড়তে, বলতে ও লিখতে পারবে।
৪.৩.১ তান্‌বীন্‌যুক্ত আরবি বর্ণ ও শব্দ পড়তে, বলতে ও লিখতে পারবে।
৪.৪.১ জযমযুক্ত আরবি বর্ণ ও শব্দ পড়তে, বলতে ও লিখতে পারবে।
৪.৫.১ তাশদীদযুক্ত আরবি বর্ণ ও শব্দ পড়তে, বলতে ও লিখতে পারবে।
৪.৬.১ দুই বর্ণ, তিন বর্ণ, চার বর্ণ ও পাঁচ বর্ণবিশিষ্ট আরবি শব্দ গঠন করতে, পড়তে, বলতে ও লিখতে পারবে।
৪.৭.১ ছোট ছোট আরবি বাক্য শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে, বলতে ও লিখতে পারবে।
৪.৮.১ তাজবীদের পরিচয় ও গুরুত্ব বলতে পারবে।
৪.৮.২ তাজবীদের সাথে আরবি শব্দ, বাক্য ও কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করতে পারবে।
৪.৯.১ মাদ্দ কাকে বলে তা বলতে পারবে।

৪.৯.২ শুদ্ধ উচ্চারণে মাদ্দযুক্ত বর্ণ ও বাক্য পড়তে ও বলতে পারবে।
৪.১০.১ মাখরাজ কাকে বলে তা বলতে পারবে।
৪.১০.২ আরবি বর্ণগুলো নিজস্ব উচ্চারণ স্থান থেকে উচ্চারণ করতে পারবে।
৪.১১.১ ইদগামের সংজ্ঞা বলতে পারবে।
৪.১১.২ ইযহারের পরিচয় এবং ইযহারের হরফ কয়টি তা বলতে পারবে।
৪.১১.৩ শিক্ষার্থীরা ইদগাম ও ইযহার শুদ্ধভাবে পড়তে ও বলতে পারবে।
৪.১২.১ সূরা নাসর শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে ও মুখস্থ বলতে পারবে।
৪.১২.২ শিক্ষার্থীরা সূরা নাসর সালাতে শুদ্ধভাবে পড়বে।
৪.১৩.১ সূরা লাহাব শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে ও মুখস্থ বলতে পারবে।
৪.১৩.২ সূরা লাহাব সালাতে শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে।
৪.১৪.১ সূরা ইখলাস শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে ও মুখস্থ বলতে পারবে।
৪.১৪.২ শিক্ষার্থীরা সালাতে সূরা ইখলাস শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে।

**পাঠ বিভাজন :** এ অধ্যায়টি ৯টি পাঠে বিভক্ত।

## পাঠ-১

# কুরআন মজিদ শিক্ষা

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা-৫৫-৫৭) কুরআন মজিদ................................সুন্দর করে লিখবে।

**শিখনফল :** এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

৪.১.১ কুরআন মজিদের পরিচয়, গুরুত্ব ও তিলাওতের ফজিলাত বর্ণনা করতে পারবে।
৪.১.২ তারা প্রতিদিন নিয়মিত শুদ্ধভাবে কুরআন মজিদ তিলাওত করবে।

**উপকরণ :** সিডি/ পেনড্রাইভ/ রঙিন বড় অক্ষরে লেখা *কুরআন মজিদ শিক্ষা ও আরবি বর্ণমালা*। বাস্তব কুরআন শরীফ, কুরআনের ছবি, কুরআন মজিদ সম্পর্কিত মহানবীর (স)-এর বাণীর ফেস্টুন, চক/মার্কার, ডাস্টার, চক বোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনার মাধ্যমে আজকের পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে তৈরি করুন।

১. মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থের নাম কী?
২. সর্বশেষ আসমানি কিতাব কোনটি?
৩. কুরআন মজিদের ভাষা কী?

গ. এসো তা হলে আজ আমরা কুরআন মজিদ সম্পর্কে আলোচনা করি। এই বলে আজকের পাঠ শিরোনাম 'কুরআন মজিদ শিক্ষা ও আরবি বর্ণমালা' বোর্ডে লিখুন। আপনার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের উচ্চ স্বরে 'কুরআন মজিদ শিক্ষা' বলতে ও তাদের খাতায় লিখতে বলুন।

ঘ. এরপর রাসূল (স) বলেছেনঃ "তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে কুরআন মজিদ শেখে এবং অন্যকে তা শেখায়।" বোর্ডে লিখুন/ফেস্টুনটি দেখান। আপনি উচ্চ স্বরে শুদ্ধ উচ্চারণে বলুন। আপনার সাথে দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের উচ্চ স্বরে বলতে ও তাদের খাতায় লিখতে বলুন।

ঙ. এরপর পাঠসংশিষ্ট চিত্র, চার্টের মাধ্যমে আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন। মাঝে মাঝে ছোটছোট প্রশ্নোত্তরের দ্বারা তাদের মনোযোগ ধরে রাখুন।

১. কুরআন মজিদ কার কালাম?

২. সর্বশেষ আসমনি কিতাব কোনটি?

৩. কুরআন মজিদ কার ওপর নাজিল হয়েছিল?

৪. সালাতে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করা কী?

৫. আমরা কুরআন মজিদ কীভাবে শিখব?

৬. কুরআন মজিদে কী কী বলে দেয়া হয়েছে?

৭. কুরআন মজিদ শিক্ষা সম্পর্কে রসুল (স) কী বলেছেন?

৮. কুরআন মজিদের ভাষা কী?

৯. আরবি কোন দিক থেকে পড়তে হয়?

১০. আরবি বর্ণমালা মোট কয়টি?

চ. শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দিবে। তারা না পারলে আপনি তাদের সঠিক উত্তরে সহযোগিতা করুন।

ছ. অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করুন। পারগ শিক্ষার্থী অথবা ব্যক্তিগতভাবে আপনি তাদের পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

## পরিকল্পিত কাজ

ক. আপনি শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করুন। তাদেরকে কুরআন শিক্ষা সম্পর্কে রসুল (স)-এর বাণীটি সুন্দর করে লিখে রং করে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখতে বলুন।

খ. শিক্ষার্থীদের হরকতযুক্ত আরবি বর্ণ পড়তে, বলতে ও শিখতে বলুন। আপনি ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। তারা না পারলে আপনি সাহায্য করুন।

গ. অদ্যকার পাঠের সারমর্ম উপলব্ধির জন্য পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে নীরবে পড়তে বলুন।

**মূল্যায়ন :** যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন শিক্ষার্থীরা তা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

১. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে প্রদর্শন করুন। সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন।

ক. কুরআন মজিদ কার কালাম ?

(১) রসুলের কালাম (৩) ফিরিশতার কালাম
(২) আলাহর কালাম (৪) বিজ্ঞানীদের কালাম

খ. সালাতের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত করা কী ?

(১) ভালো (২) ফরজ
(৩) সুন্নত (৪) নফল

গ. কুরআন মজিদের ভাষা কী ?

(১) বাংলা (২) ইংরেজি
(৩) উর্দু (৪) আরবি

ঘ. আরবি হরফ কয়টি ?

(১) ১৯টি (২) ২৯টি
(৩) ৩৯টি (৪) ৪৯টি

২. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে কী বসবে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন–

ক. কুরআন মজিদ ---------- কালাম।

খ. সর্বশেষ -------------- কিতাব।

গ. ------------ (স)-ওপর নাজিল হয় এ কিতাব।

৩. কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম দিকের বাক্যাংশের সাথে ডান দিকের বাক্যাংশ মেলাতে বলুন।

| | |
|---|---|
| ক. কুরআন মজিদ | কিতাব। |
| খ. সর্বশেষ আসমানি | নির্দেশমতো চলব। |
| গ. কুরআন মজিদের | শুদ্ধ করে শিখব। |
| ঘ. আমরা কুরআন মজিদ | আল্লাহর কালাম। |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন –

১. কুরআন মজিদ কার কালাম?

২. সালাতে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করা কী?

৩. আমরা কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করব কীভাবে?

## পাঠ-২

# হরকত ও তানবীন

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৫৮-৬১) আমরা জানি.................................................. চার্ট।

**শিখনফল :** এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

৪.২.১ হরকতযুক্ত আরবি বর্ণমালায় লিখিত শব্দ পড়তে পারবে।

৪.২.২ যবর, যের ও পেশযুক্ত আরবি শব্দ গঠন করতে, পড়তে, বলতে ও লিখতে পারবে।

৪.৩.১ তান্‌বীন্‌যুক্ত আরবি বর্ণ ও শব্দ পড়তে, বলতে ও লিখতে পারবে।

**উপকরণ :** হরকত ও তানবীনের সিডি/পেনড্রাইভ/রঙিন অক্ষরে লেখা ফেস্টুন/ কাগজ/ ফোম কাটা মডেল। চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. হরকত ও তানবীনের সিডি/পেনড্রাইভ/রঙিন অক্ষরে লেখা হরকতের চার্ট/কাগজ/ফোম কাটা মডেল যথাস্থানে ব্যবহার করুন।

গ. শিক্ষার্থীদেরকে হরকত ও তানবীনের চার্ট/মডেল ভালোভাবে দেখতে বলুন।

ঘ. শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠের মানসিক প্রস্তুতির জন্য প্রশ্ন করুন -

১. আরবি হরফের ওপরে ও নিচে যেসব চিহ্ন থাকে তাকে কী বলে?

২. হরকত কয়টি?

৩. দুই জবর দুই জের ওদুই পেশকে কী বলে?

ঙ. এরপর পাঠ শিরোনাম "হরকত ও তানবীন"বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে বলুন।

চ. এখন পাঠ সংশিষ্ট সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ও প্রশ্নাত্তরের মাধ্যমে সহজ ভাষায় আজকের পাঠ উপস্থাপন করুন-

১. হরকত কাকে বলে?

২. হরকত কয়টি ও কী কী?

৩. হরফের নিচে যের (ـِ) থাকলে উচ্চারণ কেমন হয়?

৪. হরফের ওপরে যবর (ـَ) থাকলে উচ্চারণ কেমন হয়?

৫. হরফের ওপরে পেশ (ـُ) থাকলে উচ্চারণ কেমন হয়?

৬. তানবীন কাকে বলে?

৭. দুই যবর (ـً), দুই যের ( ) ও দুই (ـٌ) পেশকে কী বলে?

ছ. এরপর ৫৮-৬১ পৃষ্ঠার চার্ট দেখিয়ে প্রতিটি হরকত ও তানবীনের পরিচয় ও বানান করে শুদ্ধ উচ্চারণ আপনি নিজে বলুন। শিক্ষার্থীদের আপনার উচ্চারণ অনুসরণ করে বানান করে উচ্চারণ করতে বলুন।

এরপর পারগ শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে চার্ট দেখে বানান করে শুদ্ধ উচ্চারণ উচ্চ স্বরে বলতে বলুন। অন্য সবাই তাকে অনুসরণ করে উচ্চ স্বরে বলতে বলুন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলন করান। অনুশীলনের মাধ্যমে প্রতিটি হরকত ও তানবীনের নাম ও শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা দিন।

**পরিকল্পিত কাজ**

শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকে হরকতযুক্ত ও তানবীনযুক্ত আরবি বর্ণগুলো খাতায় সুন্দর করে লিখতে বলুন। আপনি ঘুরে ঘুরে তাদের লেখা পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনে তাদের লেখায় সহযোগিতা করুন।

পাঠ্যবই সংযোগ :

অদ্যকার পাঠের সারমর্ম উপলব্ধির জন্য পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে নীরবে পড়তে বলুন।

**মূল্যায়ন :** প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করে প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

চারটি বিকল্প উত্তরসহ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন-

ক. যবর চিহ্ন কোনটি?

(১) (ـُـ) (২) (ـِـ)

(৩) (ـِـ) (৪) (ـَـ)

খ যের চিহ্ন কোনটি?

(১) (ـُـ) (২) (ـَـ)

(৩) (ـِـ) (৪) (ـَـ)

গ. দুই যবরের চিহ্ন কোনটি?

(ক) (ـُـ) (খ) (ـِـ)

(গ) (ـِـ) (ঘ) (ـً)

ঘ. দুই যেরের চিহ্ন কোনটি?

(ক) (ـُـ) (খ) ( )

(গ) (ـٍ) (ঘ) (ـَـ)

২. বোর্ডে/কার্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে বলতে বলুন -

ক. হরফের নিচে যের ـِـ থাকলে উচ্চারণ --------- হয়।

খ. হরফের ওপরে যবর ـَـ থাকলে উচ্চারণ --------- হয়।

গ. হরফের ওপরে পেশ ـُـ থাকলে উচ্চারণ -------- হয়।

ঘ. দুই যবর (ـً), দুই যের (ـٍ) ও দুই (ـٌ) পেশকে --------- বলে।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন –

ক. হরকত কাকে বলে?

খ. হরকত কয়টি ও কী কী?

গ. হরফের নিচে যের ( ـِ ) থাকলে উচ্চারণ কেমন হয়?

ঘ. হরফের ওপরে যবর ( ـَ ) থাকলে উচ্চারণ কেমন হয়?

ঙ. হরফের ওপরে পেশ ( ـُ ) থাকলে উচ্চারণ কেমন হয়?

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন –

ক. হরকতের বাংলা উচ্চারণ কেমন হয়?

খ. প্রত্যেকে হরকতগুলোর চিহ্ন ও নাম খাতায় লিখ।

গ. হরকত কয়টি ও কী কী ? প্রতিটির উদাহরণ দাও।

ঘ. তানবীন গুলোর চিহ্ন ও নাম প্রত্যেকের খাতায় লেখ।

## পাঠ - ৩

## জযম ـْ ও তাশদীদ ـّ

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠাঃ ৬১-৬২) আমরা জানি ......................... সুন্দর করে লিখবে।

**শিখনফল :** এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

৪.৪.১ জযমযুক্ত আরবি বর্ণ ও শব্দ পড়তে, বলতে ও লিখতে পারবে।

৪.৫.১ তাশদীদযুক্ত আরবি বর্ণ ও শব্দ পড়তে, বলতে ও লিখতে পারবে।

**উপকরণ :** জযম ও তাশদীদের সিডি/পেনড্রাইভ/রঙিন অক্ষরে লেখা "জযম ও তাশদীদ"/ কাগজ/ফোম কাটা মডেল। চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

### শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. আজকের পাঠের জন্য ভালোভাবে পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন।

খ. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২ জন শিক্ষার্থীর পারিবারিক খোঁজখবর জিজ্ঞেস করুন।

গ. জযম ও তাশদীদের সিডি/পেনড্রাইভ/রঙিন অক্ষরে লেখা "জযম ও তাশদীদ"/কাগজ/ফোম কাটা মডেল যথাস্থানে ব্যবহার করুন। শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে তা দেখতে বলুন। তাদের শিক্ষার মানসিক পরিবেশ তৈরির জন্য পাঠসংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করুন-

১. আরবি ভাষায় ব্যবহৃত ছাতার ـْ মতো চিহ্নটিকে কী বলে?

১. তশিদীদ কাকে বলে ?

ঘ. এসো তাহলে জযম ও তাশদীদ নিয়ে আলোচনা করি। এই বলে পাঠ শিরোনাম "জযম ও তাশদীদ" বোর্ডে লিখুন। শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে বলুন।

ঙ.এখন পাঠসংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সহজ ভাষায় আজকের পাঠ উপস্থাপন করুন -

১. জযম কাকে বলে?
২. জযমের আর এক নাম কী?
৩. জযম হরফের কোথায় বসে?
৪. জযম কীভাবে উচ্চারিত হয়?
৫. তাশদীদ কাকে বলে?
৬. তাশদীদ হরফের কোথায় বসে?
৭. তাশদীদ কীভাবে উচ্চারিত হয়?
৮. তাশদীদ ব্যবহার করে পাঁচটি শব্দ গঠন কর।

ছ. এখন পাঠ্যবইয়ের ৬১-৬২ পৃষ্ঠার চার্ট দেখিয়ে জযম ও তাশদীদযুক্ত বর্ণ ও শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ আপনি নিজে বলুন। শিক্ষার্থীদের আপনার উচ্চারণ অনুসরণ করে বলতে বলুন।

পরে পারগ শিক্ষার্থীদের দলনেতা করে চার্ট দেখে শুদ্ধ উচ্চারণ উচ্চ স্বরে বলতে বলুন। অন্য সবাই দলনেতাকে অনুসরণ করে উচ্চস্বরে বলতে বলুন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলনের মাধ্যমে "জযম ও তাশদীদের শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা দিন।

**পরিকল্পিত কাজ :**

শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকে জযম ও তাশদীদঁযুক্ত পাঁচটি আরবি বর্ণ ও শব্দ সুন্দর করে খাতায় লিখতে ও পড়তে বলুন। আপনি তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনে তাদের সহযোগিতা করুন।

**পাঠ্যবই সংযোগ :** অদ্যকার পাঠের সারমর্ম উপলব্ধি ও পাঠ্যবইয়ের সাথে মন সংযোগের জন্য শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে পাঠ্যাংশটুকু নীরবে একবার পড়তে বলুন।

**মূল্যায়ন :** প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

চারটি বিকল্প উত্তরসহ প্রশ্ন বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন-

ক. জযম কোনটি ?

(১) (ـُ) (২) (ـْ)
(৩) (ـِ) (৪) (ـَ)

খ. জযমযুক্ত হরফ কোনটি?

(১) لُ (২) لَ
(৩) لْ (৪) لِ

গ. তাশদীদ কোনটি?

(১) (ـُ) (২) (ـْ)
(৩) (ـّ) (৪) (ـَ)

ঘ. তাশদীদ যুক্ত হরফ কোনটি?

(১) اَبُ (২) اَبِ

(৩) اَبْ (৪) اَبٌّ

২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন –

ক. জযম কাকে বলে?

খ. জযমের আর এক নাম কী?

গ. জযম হরফের কোথায় বসে?

ঘ. তাশদীদ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

## পাঠ : ৪
## আরবি বর্ণের শব্দ ও বাক্য গঠন এবং পঠন

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৬৬-৬৭) নিচে ৪টি চার্ট..........................................হয় বর্ণের শব্দ।

**শিখনফল :** এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

৪.৬.১ দুই বর্ণ, তিন বর্ণ, চার বর্ণ ও পাঁচ বর্ণবিশিষ্ট আরবি শব্দ গঠন করতে, পড়তে, বলতে ও লিখতে পারবে।

৪.৭.১ ছোট ছোট আরবি বাক্য শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে, বলতে ও লিখতে পারবে।

**উপকরণ :** সিডি/পেনড্রাইভ/ রঙিন অক্ষরে লেখা "আরবি বর্ণের শব্দ ও বাক্য গঠন এবং পঠন"/ কাগজ/ ফোম কাটা মডেল। চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/ পয়েন্টার।

### শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. আজকের পাঠের জন্য ভালোভাবে পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন।

খ. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

গ. "আরবি বর্ণের শব্দ ও বাক্য গঠন এবং পঠন"-এর সিডি/ পেনড্রাইভ/ রঙিন অক্ষরে লেখা "আরবি বর্ণের শব্দ ও বাক্য গঠন এবং পঠন" যথাস্থানে ব্যবহার করুন।

ঘ. রঙিন অক্ষরে লেখা "আরবি বর্ণের শব্দ ও বাক্য গঠনএবং পঠন"/ মডেল ভালোভাবে দেখতে বলুন। তাদের শিক্ষার মানসিক পরিবেশ তৈরির জন্য পাঠসংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করুন-

১. শব্দকে আরবিতে কী বলা হয়?

২. "আরবি বর্ণের শব্দ কীভাবে গঠিত হয়?

৩. আরবিতে লেখা بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করুন এটি কী শব্দ না বাক্য?

ঙ. এখন পৃষ্ঠা: ৬৬-৬৭ এর চার্ট দেখিয়ে শব্দ ও বাক্যের গঠনপ্রণালি বলুন। শিক্ষার্থীদের আরবি বর্ণের শব্দ ও বাক্য গঠন করতে এবং পাঠ করতে বলুন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলনের মাধ্যমে 'আরবি বর্ণের শব্দ গঠন ও বাক্য এবং পঠন' শিক্ষা দিন।

চ. নিচের প্রশ্নোত্তর ব্যবহার করুন-

১. শব্দকে আরবিতে কী বলা হয়?
২. আরবি বর্ণের শব্দ কীভাবে গঠিত হয়?
৩. ৩টি করে আরবি বাক্য গঠন কর।
৪. বাক্যকে আরবিতে কী বলা হয়?
৫. আরবি বাক্য কীভাবে গঠিত হয়?
৬. ৩টি করে আরবি বাক্য গঠন কর।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকে ২টি করে দুই, তিন, চার ও পাঁচ বর্ণবিশিষ্ট অরবি শব্দ ও বাক্য সুন্দর করে খাতায় লিখতে বলুন। আপনি তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। তারা না পারলে আপনি সাহায্য করুন।

মূল্যায়ন : প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান আলাদাভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

চারটি বিকল্প উত্তরসহ প্রশ্ন বোর্ডে লিখুন। সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন-

ক. তিন বর্ণের শব্দ কোনটি?

(১) خَلَقَ (২) اَللّٰهُ
(৩) عَلِيْمٌ (৪) اُمٌّ

খ. চার বর্ণের শব্দ কোনটি?

(১) جَعَلَ (২) قَالَ
(৩) بَشِيْرٌ (৪) مُسْلِمُوْنَ

গ. আরবি বাক্য কোনটি?

(১) ل (২) نَصْرٌ
(৩) يَشْكُرُوْنَ (৪) كَيْفَ حَالُكَ

২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন –

ক. তিন বর্ণের দুটি শব্দ লেখ।
খ. চার বর্ণের দুটি শব্দ লেখ।
গ. বাক্যকে আরবিতে কী বলা হয়?
ঘ. আরবি বাক্য কীভাবে গঠিত হয়?

# পাঠ - ৫
# তাজবীদ ও মাদ্দ

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৬৩-৬৫) কুরআন মজিদের কোন কোন হরফ....... সাওয়াব পাওয়া যায়।

**শিখনফল :** এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

৪.৮.১ তাজবীদের পরিচয় ও গুরুত্ব বলতে পারবে।

৪.৮.২ তাজবীদের সাথে আরবি শব্দ, বাক্য ও কুরআন মজিদ তিলাওত করতে পারবে।

৪.৯.১ মাদ্দ কাকে বলে তা বলতে পারবে।

৪.৯.২ শুদ্ধ উচ্চারণে মাদ্দযুক্ত বর্ণ ও বাক্য পড়তে ও বলতে পারবে।

**উপকরণ**

তাজবীদ ও মাদ্দ-এর পরিচয়সম্পর্কিত সিডি/ পেনড্রাইভ/রঙিন অক্ষরে লেখা "তাজবীদ ও মাদ্দ"/ কাগজ/ ফোম কাটা মডেল। চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. আজকের পাঠের জন্য ভালোভাবে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন।

খ. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

গ. তাজবীদ ও মাদ্দ-এর পরিচয়সম্পর্কিত সিডি/ পেনড্রাইভ/রঙিন অক্ষরে লেখা "তাজবীদ ও মাদ্দ-এর পরিচয়"/কাগজ/ফোম কাটা মডেল যথাস্থানে ব্যবহার করুন।

ঘ. শিক্ষার্থীদেরকে রঙিন অক্ষরে লেখা "তাজবীদ ও মাদ্দ"/ মডেল ভালোভাবে দেখতে বলুন।

ঙ. শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠে মানুসিক প্রস্তুতির জন্য সহজ সরল প্রশ্ন করুন -

১. তোমরা ফজরের সালাতের পর কী কর?

২. কুরআন মজিদ শুদ্ধ উচ্চারণে তিলাওয়াতের জন্য যে নিয়ম রয়েছে তাকে কী বলে?

৩. আরবি হরফ দীর্ঘ উচ্চারণে টেনে পড়াকে কী বলে?

চ. এবার পাঠ শিরোনাম "তাজবীদ ও মাদ্দ-এর পরিচয়"বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন।

ছ. এখন প্রশ্নাত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করুন -

১. তাজবীদ কাকে বলে?

২. শুদ্ধ উচ্চারণে তিলাওয়াত করলে কী হয়?

৩. সঠিক উচ্চারণে তিলাওয়াত না করলে কী ক্ষতি হয়?

৪. তাজবীদ-এর সাথে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেছেন?

৫. কীভাবে তিলাওয়াত করলে সালাত শুদ্ধ হয় না?

৬. কীভাবে তিলাওয়াত করলে আল্লাহ খুশী হন?

৭. মাদ্দ কাকে বলে?

৮. মাদ্দ-এর হরফ কয়টি?

৯. মাদ্দ-এর হরফগুলো কী কী?

ঙ. এখন পাঠ্য বইয়ের পৃষ্ঠা: ৬৩-৬৪ এর চার্ট দেখিয়ে তা শুদ্ধ উচ্চারণে আপনি নিজে পড়ুন। শিক্ষার্থীদের আপনার উচ্চারণ অনুসরণ করে পড়তে বলুন। পরে পারগ শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে চার্ট দেখে শুদ্ধ উচ্চারণ উচ্চ স্বরে পড়তে বলুন। অন্য সবাই তাকে অনুসরণ করে উচ্চ স্বরে বলতে বলুন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলনের মাধ্যমে 'মাদ্দ ও তাজবীদের পরিচয়' শিক্ষা দিন।

## পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকে মাদ্দযুক্ত পাঁচটি শব্দ সুন্দর করে খাতায় লিখতে বলুন। আপনি তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। তারা না পারলে আপনি সাহায্য করুন।

**মূল্যায়ন :** প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

চারটি বিকল্প উত্তরসহ প্রশ্ন বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন-

ক. মাদ্দ-এর চিহ্ন কোনটি ?

(১) ~ (২)

(৩) (৪)

খ. মাদ্দ-এর হরফ কয়টি ?

(১) ১টি ২) ২টি

(৩) ৩টি ৪) ৪টি

গ. কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করলে প্রত্যেক হরফের জন্য কয়টি সাওয়াব পাওয়া যায় ?

(১) ৩টি (২) ৫টি

(৩) ১০টি (৪) ২০টি

২. শূন্যস্থান পূরণ করতে বলুন-

ক. যবর-এর পরে আলিফ থাকলে একটু--------------- পড়তে হয়?

খ. আমাদেরকে আরবি ভাষা ----------- হবে।

গ. আমরা আরবি হরফের সঠিক -------------শিখব।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন –

ক. মাদ্দের হরফ কয়টি?

খ. মাদ্দ-এর হরফগুলো কী কী?

গ. তাজবীদ কাকে বলে?

ঘ. শুদ্ধ উচ্চারণে তিলাওয়াত করলে কী হয়?

ঙ. মাদ্দের হরফ কয়টি? প্রতিটির একটি করে উদাহরণ দাও।

চ. তাজবীদসহ কুরআন মজিদ তিলাওয়াতের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

ছ. তাজবীদ-এর সাথে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেছেন?

# পাঠ-৬

## মাখরাজ, ইদগাম إِدْغَامٌ - ও ইযহার - إِظْهَارٌ

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠাঃ ৬৫-৬৬) আরবি হরফ মুখের ............................ চার্ট তৈরি করবে।

**শিখনফল :** এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

৪.১০.১ মাখরাজ কাকে বলে তা বলতে পারবে।

৪.১০.২ আরবি বর্ণগুলো নিজস্ব উচ্চারণ স্থান থেকে উচ্চারণ করতে পারবে।

৪.১১.১ ইদগামের সংজ্ঞা বলতে পারবে।

৪.১১.২ ইযহারের পরিচয় এবং ইযহারের হরফ কয়টি তা বলতে পারবে।

৪.১১.৩ শিক্ষার্থীরা ইদগাম ও ইযহার শুদ্ধভাবে পড়তে ও বলতে পারবে।

**উপকরণ :** রঙিন অক্ষরে লেখা "মাখরাজ, ইদগাম ও ইজহার", চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কার্ড/প্রজেক্টর।

### শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. আজকের পাঠের জন্য ভালোভাবে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন।

খ. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

ক. রঙিন অক্ষরে লেখা "মাখরাজ, ইদগাম ও ইজহার"/কোন কাটা মডেল যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন।

খ. শিক্ষার্থীদের রঙিন অক্ষরে লেখা "মাখরাজ, ইদগাম ও ইজহার"/ মডেল ভালোভাবে দেখতে বলুন।

গ. শিক্ষার্থীদের মানসিক প্রস্তুতির জন্য পাঠ সংশ্লিষ্ট সহজ প্রশ্ন করুন -

১. তোমরা সালাতে কী তিলাওত কর ?

২. আরবি হরফ উচ্চারণের স্থানকে কী বলে ?

৩. আরবি হরফ স্পষ্ট করে উচ্চারণ করাকে কী বলে ?

ঘ. এখন ছোট ছোট সহজ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করুন -

১. মাখরাজ কাকে বলে?

২. আরবি হরফের মাখরাজ কয়টি?

৩. আরবি হরফ মুখের কোন কোন স্থান থেকে উচ্চারিত হয়?

৪. দুটি বর্ণ মিলিয়ে যুক্ত করে পড়াকে কী বলে?

৫. আরবি হরফ মাখরাজ থেকে স্পষ্ট করে পড়াকে কী বলে?

৬. ইদগাম কাকে বলে?

৭. ইজহার কাকে বলে?

৮. হরফে হালকি কয়টি ও কী কী?

৯. ইজহারের দুটি নিয়ম লিখ ।

**পরিকল্পিত কাজ**

শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে ইজহারের উচ্চারণের একটি চার্ট তৈরি করতে বলুন । আপনি তাদের কথা পর্যবেক্ষণ করুন । তারা না পারলে আপনি সহযোগিতা করুন ।

পাঠ্যবইয়ে সংযোগ :

অদ্যকার পাঠের সারমর্ম উপলব্ধি ও পাঠ্যবইয়ের সাথে মনঃসংযোগের জন্য শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে পাঠ্যাংশটুকু নীরবে একবার পড়তে বলুন ।

মূল্যায়ন : প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করুন । প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

চারটি বিকল্প উত্তরসহ প্রশ্ন বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন-

ক. আরবি হরফ উচ্চারণের স্থানকে কী বলে?

(১) মাখরাজ (২) মাদরাসা
(৩) মিম্বর (৩) মিনার

খ. আরবি হরফের মাখরাজ কয়টি ?

(১) ৭টি (২) ১৭টি
(৩) ২৯টি (৪) ২৭টি

গ. ইজহার অর্থ কী ?

(১) যুক্ত করা (২) প্রকাশ করা
(৩) মিলিয়ে পড়া (৩) গোপন করা

ঘ. হরফে হালকি কয়টি ?

(১) ৭টি (২) ৮টি
(৩) ৯টি (৪) ৬টি

২. শূন্যস্থানে কী হবে বলতে বলুন-

ক. আরবি হরফের মাখরাজ ---------টি ।

খ. হরফ উচ্চারণের স্থানকে--------বলা হয় ।

গ. ইজহার অর্থ----------- ।

ঘ. হরফে হালকি---------টি ।

৩. বাম দিকের বাক্যাংশের সাথে ডান দিকের বাক্যাংশ মিলাতে বলুন-

| | |
|---|---|
| ক. মাখরাজ অর্থ | স্পষ্ট করে উচ্চারণ করা। |
| খ. ইযহার অর্থ | ৬টি। |
| গ. হরফের মাখরাজ অনুযায়ী | হরফ উচ্চারণের স্থান। |
| ঘ. হরফে হালকি | প্রকাশ করা। |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন –

ক. মাখরাজ কাকে বলে?

গ. ইদগাম কাকে বলে?

ঘ. ইযহার অর্থ কী?

ঙ. ইযহার কাকে বলে?

পাঠ - ৭

# সূরা আন্-নাসর

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৬৮) মাদানি, আয়াত-........................................... লিখবে।

**শিখনফল:** এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

৪.১২.১ সূরা নাসর শুদ্ধ উচ্চারণের পড়তে ও মুখস্থ বলতে পারবে।

৪.১২.২ শিক্ষার্থীরা সূরা নাসর সালাতে শুদ্ধভাবে পড়বে।

## উপকরণ

'সূরা নাসর'-এর শুদ্ধ উচ্চারণের সিডি/পেনড্রাইভ/রঙিন বড় অক্ষরে লেখা 'সূরা নাসর'/ফোমে লেখা মডেল। চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. আজকের পাঠের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন।

খ. শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২ জন শিক্ষার্থীর ও পরিবারের খোঁজখবর জিজ্ঞেস করুন।

গ. রঙিন অক্ষরে লেখা 'সূরা নাসর'/ফোমে লেখা মডেলটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন ও আজকের পাঠ ঘোষণা করুন।

১. শুদ্ধ উচ্চারণের সিডি/ মোবাইল ফোন থেকে কুরআন তিলাওয়াত শোনান।

২. তাদের একটি ছোট আয়াত/সূরা মুখস্থ শোনাতে বলুন।

৩. সূরা নাসরের প্রথম আয়াত মুখস্থ বলতে বলুন।

ক. এরপর 'সূরা নাসর'-এর প্রতিটি আয়াত প্রথমে আপনি শুদ্ধ উচ্চারণে একবার বানান করে তিলাওয়াত করুন। তাদের আপনার উচ্চারণ অনুসরণ করে উচ্চ স্বরে উচ্চারণ করতে বলুন।

খ. এরপর শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করুন। প্রতিটি দলে একজন দলনেতা ঠিক করুন। প্রত্যেক দলনেতাকে প্রতিটি আয়াত উচ্চ স্বরে বানান করে পড়তে বলুন। অন্য সবাই দলনেতাকে অনুসরণ করে উচ্চ স্বরে শুদ্ধ উচ্চারণ করতে বলুন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা 'সূরা নাসর' বানান করে শিখবে ও মুখস্থ করবে।

গ. অতঃপর ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করুন।

১. সূরা নাসর্ কোথায় নাজিল হয়েছিল?
২. সূরা নাসরের আয়াত সংখ্যা কত?
৩. সূরা নাসরের প্রথম আয়াত মুখস্থ বল।
৪. সূরা নাসরের দ্বিতীয় আয়াত মুখস্থ বল।
৫. সূরা নাসরের তৃতীয় আয়াত মুখস্থ বল।

চ. শিক্ষার্থীরা প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেবে। তারা না পারলে আপনি আন্তরিকভাবে সঠিক উত্তর বলে দিন।

## পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীদের সূরা নাসর বাংলা উচ্চারণে লিখতে বলুন। আপনি তাদের কাজ ঘুরে ঘুরে দেখুন। তারা না পারলে তাদের সহযোগিতা করুন।

## পাঠ্যবইয়ে সংযোগ :

অদ্যকার পাঠের সারমর্ম উপলব্ধি ও পাঠ্যবইয়ের সাথে মনঃসংযোগের জন্য শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে পাঠ্যাংশটুকু নীরবে একবার পড়তে বলুন।

**মূল্যায়ন :** প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন মান পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. সূরা নাসর কোথায় নাজিল হয়েছিল?

(১) মক্কায় (২) মদিনায়
(৩) মিশরে (৪) ইরাকে

খ. সূরা নাসরের আয়াত সংখ্যা কত?

(১) ২টি (২) ৩টি
(৩) ৪টি (৪) ৫টি

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কি হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন:

ক. ইয়া জাআ নাসরুল্লাহি -------- ।
খ. ওয়ারাআইতান্ নাসা ---------
গ. ফী দীনিল্লাহি ---------- ।
ঘ. ফাসাব্বিহ বিহাম্দি রাব্বিকা --------- ।

৩. কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম দিকের বাক্যাংশের সাথে ডান দিকের বাক্যাংশ মেলাতে বলুন-

| | |
|---|---|
| ক. ইযা জাআ নাসরুল | রাব্বিকা ওয়াস্তাগফিরহু। |
| খ. ওয়ারাআইতান্ | আফওয়াজা। |
| গ. ফী দীনিল্লাহি | তাওওয়াবা। |
| ঘ. ফাসাব্বিহ বিহাম্দি | নাসা ইয়াদখুলুনা |
| ঙ. ইন্নাহু কানা | ওয়ালফাতহু। |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. সূরা নাসের প্রথম আয়াত মুখস্থ বল।

খ. সূরা নাসের ৩য় আয়াত মুখস্থ বল।

গ. সূরা নাসের শেষ দুই আয়াত মুখস্থ বল।

পাঠ-৮

# সূরা আল- লাহাব

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৬৮) মক্কী, আয়াত-৫.......................................পাকানো রজ্জু।

**শিখনফল :** এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

৪.১৩.১ সূরা লাহাব শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে ও মুখস্থ বলতে পারবে।

৪.১৩.২ সূরা লাহাব সালাতে শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে।

**উপকরণ :** শুদ্ধ উচ্চারণের সিডি/পেনড্রাইভ/ রঙ্গিন বড় অক্ষরে লেখা 'সূরা আল-লাহাব'/ ফোমে লেখা মডেল। চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. আপনি আজকের পাঠের জন্য ভালোভাবে পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন।

খ. শিক্ষার্থীদের সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২ জন শিক্ষার্থীর ও পরিবারের খোঁজখবর জিজ্ঞেস করুন।

গ. রঙিন অক্ষরে লেখা 'সূরা আল্-লহাব'/ফোমে লেখা মডেলটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন।

ঘ. অতঃপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আজকের পাঠে মনোযোগী করুন।
১. সূরা আল-আল-লাহাব আয়াত সংখ্যা কত?
২. সূরা আল-লাহাব কোথায় নাজিল হয়?
৩. সূরা আল-লাহাব-এর সিডি শোনান।

চ. এবার পাঠ শিরোনাম 'সূরা আল্-লহাব' বোর্ডে লিখুন। তা শিক্ষার্থীদের বলতে ও খাতায় লিখতে বলুন। এরপর প্রতিটি আয়াত প্রথমে আপনি শুদ্ধ উচ্চারণে একবার বানান করে তিলাওয়াত করুন। তাদের আপনার উচ্চারণ অনুসরণ করে উচ্চ স্বরে উচ্চারণ করতে বলুন।

ছ. এরপর শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করুন। প্রতিটি দলে একজন দলনেতা ঠিক করুন। প্রত্যেক দলনেতাকে প্রতিটি আয়াত উচ্চ স্বরে বানান করে পড়তে বলুন। অন্য সবাই দলনেতাকে অনুসরণ করে উচ্চ স্বরে উচ্চারণ করতে বলুন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা 'সূরা আল-লাহাব' বানান করে শিখবে ও মুখস্থ করবে।

## পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীদের সূরা আল-লাহাব বাংলা উচ্চারণে লিখতে বলুন। আপনি তাদের কাজ ঘুরে ঘুরে দেখুন। তারা না পারলে তাদের সহযোগিতা করুন।

## পাঠ্যবইয়ে সংযোগ :

অদ্যকার পাঠের সারমর্ম উপলব্ধি ও পাঠ্যবইয়ের সাথে মনঃসংযোগের জন্য শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে পাঠ্যাংশটুকু নিরবে একবার পড়তে বলুন।

**মূল্যায়ন :** প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন মান পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে দুর্বলদের জন্য পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. সূরা লাহাবের আয়াত সংখ্যা কত?

(১) ৩টি (২) ৫টি

(৩) ৭টি (৪) ৯টি

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কি হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন:

ক. তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবিঁও --------।

খ. মাআগনা আনহু মালুহু ----------- ।

গ. সাইয়াসলা নারান যাতা লাহাবেওঁ -----------।

ঘ. হাম্মালাতাল ----------- ।

ঙ. ফী জিদিহা হাবলুমঁ মিম --------।

৩. কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম দিকের বাক্যাংশের সাথে ডান দিকের বাক্যাংশ মেলাতে বলুন-

| | |
|---|---|
| ক. তাব্বাত ইয়াদা আবি | হাত্বাব। |
| খ. মাআগনা আনহু | যাতা লাহাবিঁও ওয়ামরাতুহু। |
| গ. সাইয়াসলা নারান | মিম মাসাদ। |
| ঘ. হাম্মালাতাল | মালুহু ওয়মা কাসাব। |
| ঙ. ফী জিদিহা হাবলুমঁ | লাহাবিঁও ওয়তাববা। |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. সূরা লাহাবের প্রথম আয়াত মুখস্থ বল।

খ. সূরা লাহাবের দ্বিতীয় আয়াত মুখস্থ বল।

গ. সূরা লাহাবের তৃতীয় আয়াত মুখস্থ বল।

ঘ. সূরা লাহাবের চতুর্থ আয়াত মুখস্থ বল।

ঙ. সূরা লাহাবের পঞ্চম আয়াত মুখস্থ বল।

## পাঠ-৯

# সূরা ইখলাস

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৬) মাককী,..........................................কেউ নেই।

**শিখনফল :** এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

৪.১৪.১ সূরা ইখলাস শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে ও মুখস্থ বলতে পারবে।

৪.১৪.২ শিক্ষার্থীরা সালাতে সূরা ইখলাস শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে।

### উপকরণ

শুদ্ধ উচ্চারণের সিডি/ পেনড্রাইভ/ রঙিন বড় অক্ষরে লেখা 'সূরা ইখলাস' /ফোমে লেখা মডেল। চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

### শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. আজকের পাঠের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন।

খ. শিক্ষার্থীদের সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২ জন শিক্ষার্থীর ও পরিবারের খোঁজখবর জিজ্ঞেস করুন।

গ. রঙিন অক্ষরে লেখা 'সূরা ইখলাস'/ফোমে লেখা মডেলটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন।

খ. এবার পাঠ শিরোনাম 'সূরা ইখলাস' বোর্ডে লিখুন। শিক্ষার্থীদের মুখে বলতে ও খাতায় লিখতে বলুন।

গ. অতঃপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আজকের পাঠে মনোযোগী করুন।

১. একটি সূরা তিনবার তিলাওয়াত করলে সমগ্র কুরআন তিলাওয়াতের সাওয়াব হয়। এ সূরাটির নাম কী?

ঘ. এরপর প্রতিটি আয়াত প্রথমে আপনি শুদ্ধ উচ্চারণে একবার বানান করে তিলাওয়াত করুন। তাদের আপনার উচ্চারণ অনুসরণ করে উচ্চ স্বরে উচ্চারণ করতে বলুন।

ঙ. এরপর পরে শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করুন। প্রতিটি দলে একজন দলনেতা ঠিক করুন। প্রত্যেক দলনেতাকে প্রতিটি আয়াত উচ্চ স্বরে বানান করে পড়তে বলুন। অন্য সবাই দলনেতাকে অনুসরণ করে উচ্চ স্বরে উচ্চারণ করতে বলুন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা 'সূরা আল-ইখলাস' বানান করে শিখবে ও মুখস্থ করবে।

চ. অতঃপর ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করুন।

- ক. সূরা ইখলাসের আয়াত সংখ্যা কত?
- খ. সূরা ইখলাস কোথায় নাজিল হয়?
- গ. সূরা ইখলাসের প্রথম আয়াত মুখস্থ বল।
- ঘ. সূরা ইখলাসের দ্বিতীয় আয়াত মুখস্থ বল।
- ঙ. সূরা ইখলাসের তৃতীয় আয়াত মুখস্থ বল।
- চ. সূরা ইখলাসের চতুর্থ আয়াত মুখস্থ বল।

ছ. শিক্ষার্থীরা প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেবে। তারা না পারলে আপনি আন্তরিকভাবে সঠিক উত্তর বলে দিন।

### পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীদের সূরা আল-ইখলাস বাংলা উচ্চারণে লিখতে বলুন। আপনি তাদের কাজ ঘুরে ঘুরে দেখুন। তারা না পারলে তাদের সহযোগিতা করুন।

## পাঠ্যবইয়ে সংযোগ

অদ্যকার পাঠের সারমর্ম উপলব্ধি ও পাঠ্যবইয়ের সাথে মনঃসংযোগের জন্য শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে পাঠ্যাংশটুকু নীরবে একবার পড়তে বলুন।

মূল্যায়ন : প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন মান পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

১. নৈর্ব্যক্তি প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বলতে বলুন -

ক. সূরা ইখলাস-এর আয়াত সংখ্যা কত ?

(১) ৩টি (২) ৪টি

(৩) ৫টি (৪) ৬টি

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কি হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন-

ক. কুল হুয়াল্লাহু ------ ।

খ. আল্লাহুস-------- ।

গ. লামউয়ালিদ ওয়া লাম--------- ।

ঘ. ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু ------আহাদ ।

৩. কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম দিকের বাক্যাংশের সাথে ডান দিকের বাক্যাংশ মিলাতে বলুন-

| | |
|---|---|
| ক. কুল হুয়ালাহু | কুফুয়ান আহাদ । |
| খ. আলাহুস | ওয়া লাম ইউলাদ |
| গ. লামউয়ালিদ | সামাদ । |
| ঘ. ওয়ালাম ইয়াকুলাহু | আহাদ । |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. সূরা ইখলাসের প্রথম আয়াত মুখস্থ বল ।

খ. সূরা ইখলাসের দ্বিতীয় আয়াত মুখস্থ বল ।

গ. সূরা ইখলাসের তৃতীয় আয়াত মুখস্থ বল ।

ঘ. সূরা ইখলাসের চতুর্থ আয়াত মুখস্থ বল ।

## পঞ্চম অধ্যায়

# নবি ও রসুলগণের পরিচয় ও জীবনাদর্শ

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের খুব ভালোবাসেন। তাঁর ইচ্ছায় আমরা সুন্দর জীবন গড়ে তুলব। দুনিয়াতে সুখ-শান্তি পাব। আখিরাতে জান্নাত লাভ করব। জান্নাতে রয়েছে চরম শান্তি ও পরম আনন্দ।

কীভাবে আমরা সুন্দর জীবন গড়ে তুলব। কোন পথে চললে আল্লাহ খুশি হবেন? কী কাজ করলে দুনিয়াতে সুখে বসবাস করব ও শান্তিতে থাকব? এসবের সন্ধান পেয়েছি আমরা নবি–রসুলের মাধ্যমে। নবি–রসুল আমাদের শিক্ষক। তাঁরা আমাদের আল্লাহর ইবাদত করার নিয়মকানুন শিখিয়েছেন। সঠিক পথে জীবনযাপন করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা অনেক নবি–রসুল পাঠিয়েছেন। কুরআন মজিদে ২৫ জন নবি–রসুলের নাম উল্লেখ আছে। তাঁদের মধ্যে হযরত আদম আলাইহিস সালাম পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানুষ এবং প্রথম নবি। আর আমাদের মহানবি হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি। এখন আমরা কয়েকজন নবি–রসুলের জীবনাদর্শ জানব।

## মহানবি হযরত মুহম্মদ (স) - এর জীবনাদর্শ

### জন্ম ও পরিচয়

মহানবি হযরত মুহম্মদ (স) ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা নগরীতে কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আব্বার নাম আব্দুল্লাহ। আম্মার নাম আমিনা। তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর নাম রাখেন মুহম্মদ (প্রশংসিত)। আর আম্মা আমিনা তাঁর নাম রাখেন আহমাদ (প্রশংসাকারী)।

মহানবি (স) এর জন্মের আগেই তাঁর আব্বা ইন্তিকাল করেন। আর তাঁর ছয় বছর বয়সে আম্মা ইন্তিকাল করেন। বাবা–মা হারা এতিম শিশুকে তখন থেকে লালন–পালন করতে থাকেন তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব। দাদার ইন্তিকালের পর তাঁর চাচা আবু তালিব তাঁর লালন–পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি মহানবি (স) কে খুব আদর–স্নেহ করতেন।

তাঁর চরিত্র ছিল খুবই সুন্দর। শিশুকাল থেকেই তিনি সব সময় সত্য কথা বলতেন। মানুষের উপকার করতেন। বড়দের সম্মান করতেন। ছোটদের আদর করতেন। কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না। কাউকে গালি দিতেন না। কারো সাথে ঝগড়া করতেন না।

মারামারি করতেন না। হিংসা করতেন না। সকলের সাথে মিলেমিশে থাকতেন।

সবাই তাঁকে ভালোবাসত। আদর করত। সম্মান দিত। বিশ্বাস করত। আল-আমীন বলে ডাকত। আল-আমীন অর্থ বিশ্বাসী। মহানবি (স) এর মতো আমরা –

সত্য কথা বলব, মানুষের উপকার করব,
বড়দের সম্মান করব, ছোটদের আদর করব,
সকলকে ভালোবাসব, বিশ্বাস করব,
তাহলে মহানবি (স) ভালোবাসবেন, আল্লাহ ভালোবাসবেন।

## হিলফুল ফুজুল গঠন

মহানবি (স) ছোটবেলা থেকেই অপরের অধিকার সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। শিশু অবস্থায়ই তিনি অন্যের অধিকার সংরক্ষণ করেছেন। তাঁর দুধমা হালিমার একটি পুত্র সন্তান ছিল। তিনি তাঁর দুধমার একটি স্তনের দুধ নিজে পান করতেন এবং অন্য স্তনের দুধ তাঁর দুধভাইয়ের জন্য রেখে দিতেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি অপরের দুঃখে দুঃখ পেতেন। অন্যের কষ্টে কষ্ট পেতেন, অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হতেন।

তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেন। কারো কোনো অসুবিধা হলে তা দূর করার চেষ্টা করতেন। অসহায় ও নিপীড়িত মানুষকে সাহায্য করতেন। সাধ্যমতো মানুষের সেবা করতেন।

জুয়াখেলা মারাত্মক অপরাধ। এতে সুসম্পর্ক নষ্ট হয়। শত্রুতা বাড়ে। অনেক কলহ ও মারামারি হয়। যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে। একদা আরব দেশে ওকায মেলায় জুয়াখেলাকে কেন্দ্র করে কুরাইশ ও কায়েস বংশের মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধ দীর্ঘ পাঁচ বছর স্থায়ী ছিল। অনেক লোক এ যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করে। মহানবি (স) নিজে তাঁর চাচা যুবায়ের (রা)-এর সাথে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি শত্রুদের নিক্ষিপ্ত তীরগুলো সংগ্রহ করে চাচার হাতে তুলে দিতেন। এটি 'হারবুল ফিজার' (حَرْبُ الْفِجَار) বা 'অন্যায় সমর' নামে পরিচিত। এ ভয়াবহ যুদ্ধের দৃশ্য দেখে মহানবি (স)-এর প্রাণ কেঁদে উঠল। তিনি চিন্তা করলেন, কীভাবে দেশের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা যায়? কীভাবে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা যায়? অসহায়দের সাহায্য করা যায়? এ জন্য তিনি কয়েকজন উৎসাহী যুবককে সাথে নিয়ে একটি সেবা সংঘ গঠন করেন। আর এই সংঘের নাম রাখেন

হিলফুল ফুজুল ( حِلْفُ الْفُضُوْلِ ) বা শান্তিসংঘ। এই সংঘের মাধ্যমে তিনি দুঃখী ও অসহায় মানুষদের দুঃখ–কষ্ট দূর করার চেষ্টা করেন। সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরে আসে। তখন মহানবি (স)-এর বয়স ছিল মাত্র ১৫ বছর। এ সংঘ প্রায় ৫০ বছর স্থায়ী ছিল।

**পরিকল্পিত কাজঃ** শিক্ষার্থীরা 'হিলফুল ফুজুল' –এর নীতিগুলো খাতায় লিখবে।

## নবুয়ত লাভ

মহানবি হযরত মুহম্মদ (স) সমাজের দুরবস্থা দেখে দুঃখ পেতেন। কষ্ট পেতেন। মানুষের নৈতিক অধঃপতন তাঁকে বিশেষভাবে চিন্তিত করে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাঁর চিন্তাভাবনাও বাড়তে থাকে। তিনি মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে 'হেরা' নামক পর্বতের নির্জন গুহায় আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। তাঁর মনে নানা চিন্তা ও প্রশ্ন জাগত। তিনি ভাবতেন আমি কে? কোথা থেকে এসেছি? কেন এসেছি? আবার কোথায় যাব?

হেরা গুহা: আমাদের প্রিয় নবি (স) এই গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন

এই পৃথিবী সৃষ্টির কী উদ্দেশ্য? মানুষ এত মারামারি, কাটাকাটি কেন করে ইত্যাদি।

এভাবে মহানবি (স) এর ধ্যান ও ইবাদত চলতে থাকল। তাঁর বয়স ৪০ বছর হলো। রমজান মাসের কদর রাত। মহানবি (স) হেরা গুহায় ধ্যানরত। চারদিক নীরব, নিথুম। এমন সময় আঁধার গুহা আলোকিত হয়ে উঠল। আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতা জিবরাইল (আ) আল্লাহর মহান বাণী সর্বপ্রথম নিয়ে আসলেন। তিনি মহানবি (স) কে লক্ষ্য করে বললেন, اِقْرَأْ (ইকরা–পড়ুন)। পড়তে বললেন, কুরআন মজিদের সূরা আলাকের প্রথম ৫টি আয়াত।

## সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াতের অর্থ:

ক) (হে মুহম্মদ!) পাঠ করুন, আপনার সেই প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।

খ) যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত (আলাক) থেকে।

গ) পাঠ করুন আপনার সেই মহিমান্বিত প্রতিপালকের,

ঘ) যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে।

ঙ) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।

এভাবে তিনি ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করলেন।

**পরিকল্পিত কাজ** : শিক্ষার্থীরা সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াতের অর্থ খাতায় লিখবে।

## মক্কায় ইসলাম প্রচার

মহানবি (স) নবুয়ত লাভের পর আল্লাহর তাওহিদ (একত্ববাদ) প্রচার করতে থাকলেন। তাওহিদ অর্থ একত্ববাদ। তিনি প্রথম তিন বছর আত্মীয়-স্বজন ও নিকটতম লোকদের কাছে গোপনে ইসলাম প্রচার করেন। তাঁর স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর পুরুষদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা) এবং বালকদের মধ্যে হযরত আলী (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রথম তিন বছরে ৪৫ জন নর-নারী ইসলাম গ্রহণ করেন।

অতঃপর তিনি আল্লাহর নির্দেশে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। অনেকেই ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে থাকলেন। কিন্তু কুরাইশ বংশের অনেক নেতা তাঁর কথা মানল না। তারা মহানবি (স)-এর ঘোর শত্রু হলো। মহানবি (স)-এর উপর রেগে গেল। তাঁর উপর অত্যাচার শুরু করল। তাঁর চাচা আবু লাহাব তাঁকে পাথর ছুঁড়ে মারল। রক্তাক্ত করল।

কেউ কেউ তাঁকে পাগল বলতে লাগল। তাঁর উপর শারীরিক নির্যাতন শুরু হলো। তাঁর মাথার উপর ময়লা–আবর্জনা রাখল। চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে দিল। তাঁর অনুসারীদের উপর নির্মম অত্যাচার শুরু করল। এভাবে তারা মহানবি (স) ও তাঁর অনুসারীদের ইসলাম প্রচারে বাধা দিতে থাকল।

মহানবির (স)-এর আল্লাহর উপর অটল বিশ্বাস ছিল। ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে তিনি সব অত্যাচার সহ্য করলেন। সকল বাধা অতিক্রম করে তিনি ইসলাম প্রচার করলেন।

**পরিকল্পিত কাজ :** মক্কায় ইসলাম প্রচারে মহানবি (স) যেসব বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন শিক্ষার্থীরা তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

## শ্রমের মর্যাদা দান

শ্রম মানে কাজ করা, পরিশ্রম করা। আমাদের মহানবি (স) সব সময় নিজের কাজ নিজেই করতেন। তিনি কখনো কাজ ফেলে রাখতেন না। কাজে অবহেলা করতেন না। নিজে কাজ করতেন। অপরকে সাহায্য–সহযোগিতা করতেন।

আমরা অনেক সময় কাজ করতে গেলে লজ্জা পাই। মনে করি যে, কাজ করলে লোকে আমাকে কাজের লোক বলবে। চাকর বলবে। ঘৃণা করবে। অসম্মান করবে। কিন্তু এ রকম মনে করা ঠিক না। বরং কাজ করলে সকলে তাকে ভালোবাসে। শ্রদ্ধা করে। স্নেহ করে। আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। মর্যাদা দান করেন।

মহানবি (স) ছেঁড়া জামাকাপড় নিজ হাতে সেলাই করতেন। জুতা মেরামত করতেন। জামাকাপড় ধুয়ে পরিষ্কার করতেন। ঘর ঝাড়ু দিতেন। মেহমানকে নিজে খাওয়াতেন। সেবাযত্ন করতেন। তিনি পরিবারের অন্যদের সাথে কাজ করতেন। সকলের সাথে মিলেমিশে কাজ করতেন। কাজকে ঘৃণা করতেন না।

**একটি ঘটনা:** একদিন মহানবি (স) রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। দেখতে পেলেন যে, এক বৃদ্ধ লোক বাগানে পানি দিচ্ছে। পানি ছিল বাগান থেকে অনেক দূরে। বৃদ্ধ লোকটির পানি আনতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। লোকটি ছিল চাকর। মহানবি (স)-এর দয়া হলো। তিনি লোকটির কষ্ট দেখে এগিয়ে গেলেন। বৃদ্ধের হাত থেকে পানির পাত্রটা নিজের হাতে নিয়ে বাগানে পানি দিলেন। বৃদ্ধ লোকটি মহানবি (স)-এর উপর খুব খুশি হলেন।

মহানবি (স) চাকরদের সম্পর্কে বলেছেন, “যারা কাজ করে তারা তোমাদের ভাই। তাদের

কষ্ট দেবে না। মর্যাদা দেবে। নিজে যা খাবে তাদের তা খাওয়াবে। নিজে যা পরবে তাদের তা পরাবে। কাজকর্মে তাদের সাহায্য করবে”

তিনি আরও বলেন, “শ্রমিককে তার গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই পারিশ্রমিক দিয়ে দাও”।

আমাদের বাসাবাড়িতে গরিব লোকজন ও মহিলারা নানা রকম কাজকর্ম করে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে কাজকর্ম করে থাকে। আমরা তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করব। কাজের লোকজন বয়সে বড় হলে তাদের সম্মান করব। বয়সে ছোট হলে আদর-স্নেহ করব। নিজেরা যা খাব তাদেরও তাই খেতে দেব। মাত্রারিক্ত কাজ দেবনা। তাদের কাজে সাহায্য করব। তাদের কষ্ট দেব না। দুঃখ দেব না। তারা আমাদের মতো মানুষ। তারা আমাদের ভাই। আমাদের মতো তাদেরও মর্যাদা আছে। আমরা তাদের মর্যাদা দেব। তাদের শ্রমের মর্যাদা দেব।

**পরিকল্পিত কাজ** : শিক্ষার্থীরা শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে মহানবি (স)- এর ৫টি বাক্য লিখবে।

## মহানবি (স)–এর দয়া

মহানবি (স) ছিলেন দয়ার উজ্জ্বল আদর্শ। তিনি মানুষ, পশুপাখি ও গাছপালা সকলের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতেন। কেউ ক্ষুধার্ত হলে তাকে খাদ্য দিতেন। অসুস্থ হলে তার খোঁজখবর নিতেন। সেবাযত্ন করতেন। গরিব, ভিক্ষুক, এতিম ও অসহায়দের প্রতি দয়া দেখাতেন।

একদা মহানবি (স) সাহাবিদের নিয়ে বসে আছেন। এমন সময় এক এতিম বালক মহানবি (স)- এর কাছে আসল। গায়ে তার জামাকাপড় নেই। দুঃখ কষ্ট সইতে সইতে তার বুকের হাড়গুলো বের হয়ে গেছে। বালকটি কাঁদতে কাঁদতে মহানবি (স) কে বলল, আমার আব্বু নেই। আবু জেহেল আমাদের সম্পদ কেড়ে নিয়েছে। তার কাছে সম্পদের কিছু চাইলে সে আমাকে মারধর করে। অত্যাচার করে। তাড়িয়ে দেয়। বালকটির কথা শুনে মহানবি (স)-এর মনে দয়া হলো। তাঁর চোখে পানি এল। তিনি বালকটিকে নিয়ে আবু জেহেলের কাছে গেলেন। বালকটির সব পাওনা আবু জেহেলের কাছ থেকে আদায় করে দিলেন। এতিম বালকটি খুব খুশি হলো।

তিনি শুধু মানুষের প্রতি দয়া দেখাননি, বরং আল্লাহর সকল সৃষ্টির প্রতি দয়া দেখিয়েছেন। যারা আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া দেখায় আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন। তাদের প্রতি খুশি হন।

মহানবি (স) বলেছেন, “পৃথিবীতে যারা আছে তাদের প্রতি দয়া দেখাও, তাহলে আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া দেখাবেন”

আমরা দয়া দেখাব–

এতিম, অসহায়দের প্রতি,
পশুপাখি ও গাছপালার প্রতি,
সকল মানুষের প্রতি,
আল্লাহর সকল সৃষ্টির প্রতি।

## মহানবি (স)–এর ক্ষমা

মহানবি (স) ছিলেন ক্ষমার মূর্তপ্রতীক। তিনি শত্রুমিত্র সবাইকে ক্ষমা করতেন। তিনি তাঁর চরম শত্রুকে হাতের মুঠোয় পেয়েও প্রতিশোধ নেননি। তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

**একটি ঘটনা:** মহানবি (স) গাতফানের যুদ্ধ শেষ করে বাড়িতে ফিরছেন। এক কাফির তাঁর কাছে এল। সে একটি খোলা তলোয়ার মহানবি (স) কে দেখিয়ে বলল, "হে মুহম্মদ, তোমাকে এই তলোয়ারের আঘাত থেকে কে রক্ষা করবে"? মহানবি (স) নির্ভয়ে উত্তর দিলেন, "আল্লাহ"। কাফির উত্তর শুনে খুবই ভয় পেল। তার হাত থেকে তলোয়ারটি পড়ে গেল। তখন মহানবি (স) ঐ তলোয়ারটি হাতে তুলে নিয়ে তাকে প্রশ্ন করলেন, 'ওহে, এখন তোমাকে কে রক্ষা করবে?' কাফির খুব ভয় পেল। মহানবি (স)–এর নিকট ক্ষমা চাইলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

মক্কা বিজয়ের পর মহানবি (স) মক্কাবাসীকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তাঁর ক্ষমার আদর্শে মুগ্ধ হয়ে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

**পরিকল্পিত কাজ** : শিক্ষার্থীরা মহানবি (স)– এর ক্ষমা সম্বন্ধে ৫টি বাক্য লিখবে।

## মহানবি (স)–এর মাতৃভক্তি

আব্বা–আম্মা আমাদের সবচেয়ে আপনজন। বিশেষ করে আম্মা আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করেন। তিনি স্নেহ–মমতা ও দরদ দিয়ে আমাদের লালন পালন করেন। আমাদের কল্যাণ কামনা করেন। এহেন হিতাকাঙ্ক্ষী মায়ের ভক্তি করা একান্ত কর্তব্য।

মহানবির (স) এর বয়স যখন ৬ বছর তখন তাঁর আম্মা আমিনা ইন্তিকাল করেন। তাই তিনি তাঁর আম্মাকে সেবাযত্ন করার সুযোগ পাননি। কিন্তু তাঁর দুধমা হযরত হালিমাকে (রা) তিনি চরম ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। সম্মান দিতেন।

**একদিনের ঘটনা:** আমাদের মহানবি (স) সাহাবিগণের সাথে বসে আছেন। সেখানে এক বৃদ্ধ এলেন। মহানবি (স) তাঁকে দেখে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বৃদ্ধাকে সম্মান

করলেন। মর্যাদা দিলেন। নিজের গায়ের চাদর বিছিয়ে দিলেন। খুব যত্নের সাথে বসালেন। সাহাবিগণ অবাক হলেন। তাঁরা মহানবিকে (স) জিজ্ঞাসা করলেন, "ইনি কে"? তিনি উত্তরে বললেন, "ইনি আমার দুধমা হালিমা"।

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা মহানবি (স)-এর মাতৃভক্তি ঘটনাটি খাতায় লিখবে ।

## হযরত মূসা (আ)

হযরত মূসা (আ) ছিলেন একজন বিখ্যাত নবি। তাঁর পিতার নাম ইমরান। মাতার নাম ইউখাবেজ। তিনি আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ১০৪০ অব্দে মিশরে বনি ইসরাইল বংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচীনকালে মিশরের বাদশাহকে ফিরআউন বলা হতো। তাদের মধ্যে এক ফিরআউনের নাম ছিল ওলীদ। ওলীদ ছিল খুব লোভী। তার আকাঙ্ক্ষা ছিল নিজেকে উপাস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। সে তার মন্ত্রী ও বন্ধু হামানের পরামর্শে রাজ্যের ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দিল। জনগণ ধর্ম ও জ্ঞানচর্চা ভুলে মূর্খে পরিণত হলো। সুযোগ বুঝে সে নিজেকে উপাস্য বলে ঘোষণা করল। কিবতী বংশ তার অনুগত ছিল, তারা তাকে পূজা করতে শুরু করল। কিন্তু বনি ইসরাইল বংশ তখনো হযরত ইউসূফ (আ)-এর একত্ববাদের ধর্ম মেনে চলত। তারা ফিরআউনকে খোদা বলতে সম্মত হলো না। ফিরআউন ও কিবতী বংশ বনি ইসরাইলদের উপর কঠিন নির্যাতন চালাতে লাগল। এরই মধ্যে ওলীদ স্বপ্নে দেখল যে, বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে এক ঝলক আগুন বের হয়ে এসে তার রাজপ্রাসাদসহ গ্রাস করছে। তার অনুসারি কিবতী বংশকেও জ্বালিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু বনি ইসরাইলগণ সম্পূর্ণ নিরাপদ। আগুন তাদের স্পর্শ করছে না। ফিরআউন রাজ্যের গণকদের ডেকে এর ব্যাখ্যা জানতে চাইল। বালআম বাউর নামে এক গণক বলল, " ইসরাইল বংশে একটি পুত্রশিশু জন্মগ্রহণ করবে। সে আপনার ও আপনার রাজত্বের ধ্বংসের কারণ হবে এবং কিবতী বংশ ধ্বংস হবে"। স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে ফিরআউন তার সিংহাসন থেকে লাফিয়ে উঠল। সে রাজ্যময় সৈন্যদের পাহারা নিযুক্ত করল এবং জন্মগ্রহণকারী সকল ইসরাইলি শিশুপুত্রকে হত্যার নির্দেশ দিল। সৈন্যরা গর্ভবতী মহিলাদের তালিকা তৈরি করল। আর জন্মগ্রহণকারী পুত্রসন্তানকে হত্যা করতে লাগল। এভাবে অসংখ্য ইসরাইলি শিশুপুত্র ফিরআউনের লোকদের হাতে নিহত হলো।

### জন্ম

হযরত মূসা (আ)-এর মাতা গর্ভধারণ করেছিলেন। আল্লাহর কুদরতে ফিরআউনের লোকেরা তা বুঝতেই পারেনি। তাঁর জন্ম হলো। মা ফিরআউনের ভয়ে শিশু মূসাকে একটি

সিন্ধুকে ভরে আল্লাহর নির্দেশে নদীতে ভাসিয়ে দিলেন। আল্লাহর কুদরতে সিন্ধুকটি ভাসতে ভাসতে নদীর তীরবর্তী ফিরআউনের রাজপ্রাসাদের ঘাটে গিয়ে ভিড়ল। ফুটফুটে মায়াভরা চেহারার শিশুটিকে দেখে ফিরআউনের স্ত্রী হযরত আছিয়া কোলে তুলে নিলেন। আছিয়া ছিলেন ইসরাইলী কন্যা। তিনি এক আল্লাহতে বিশ্বাস করতেন। ফিরআউন তাঁকে জোর করে বিয়ে করেছিল। শিশু মূসা (আ) অন্য কারো দুধ পান না করায় হযরত মূসা (আ) এর বড় বোন মরিয়মের পরামর্শে মূসা (আ)-এর মাকেই ধাত্রী নিয়োগ করা হলো। আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতে মূসা (আ) ফিরআউনের ঘরে, তারই অর্থ ব্যয়ে মায়ের কোলে লালিত-পালিত হতে লাগলেন।

## মাদইয়ান বা মাদায়েন গমন

একবার মূসা (আ) দেখতে পেলেন কিবতী বংশীয় ফিরআউনের এক বাবুর্চি এক ইসরাইলি কাঠুরিয়ার প্রতি অত্যাচার করছে। তিনি ইসরাইলিকে বাঁচাবার জন্য কিবতীকে একটি ঘুষি মারলেন। এতে সে মারা যায়। পরের দিনও অনুরূপ ঘটনা ঘটল। আর এক কিবতী আগের দিনের ইসরাইলীর উপর অত্যাচার করছিল। মূসা (আ) এগিয়ে গেলে ইসরাইলি ভয় পেয়ে পূর্বদিনের ঘটনা বলে দেয়। কিবতী এসে ফিরআউনকে খবর দিল যে, কিবতীর হত্যাকারী মূসা (আ)। ফিরআউন মূসা (আ) এর দণ্ড ঘোষণা করল। এ ঘটনা জানতে পেয়ে মূসা (আ) ভয়ে মিশর ছেড়ে লোহিত সাগরের পূর্বতীরে মাদায়েন চলে যান। সেখানে তিনি বিখ্যাত নবি হযরত শুআইব (আ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। হযরত শুআইব (আ) মূসা (আ)-এর খেদমত, কর্মদক্ষতা ও চারিত্রিক গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা সফুরাকে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। সেখানে তিনি দশ বছর কাটান। এ সময় তিনি বকরিও চরিয়েছেন।

## নবুয়ত লাভ

হযরত মূসা (আ) স্ত্রী সফুরা এবং খাদেম ও মেষ–বকরির পাল নিয়ে মায়ের সাথে দেখা করার জন্য মাদায়েন থেকে মিশর যাত্রা করলেন। পথে আগুনের খুব প্রয়োজন ছিল। দূর থেকে আলো দেখে তিনি আগুনের খোঁজে তুর পাহাড়ের কাছে গেলেন। তিনি পাহাড়ের পাদদেশে 'তুয়া' নামক পবিত্র উপত্যকায় নবুয়ত লাভ করেন।

আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বললেন, "আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। অতএব যা আদেশ করা হয় তা শুনতে থাক"।– সূরা ত্বাহা: ১৩

এ সময় আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আ)–এর সাথে সরাসরি কথা বলেছিলেন। এ জন্য তিনি 'কালিমুল্লাহ' উপাধিতে ভূষিত হন।

আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসাকে (আ) ফিরআউনের নিকট গিয়ে দীনের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। হযরত মূসা (আ) আল্লাহর কাছে তাঁর দুর্বলতা ও অসুবিধার কথা জানিয়ে দোয়া করলেন। তিনি যেন তাঁকে সাহস দেন। তাঁর কাজ সহজ করেছেন এবং তাঁর মুখের জড়তা দূর করে দেন। যাতে লোকেরা তাঁর কথা বুঝতে পারে। তিনি তাঁর ভাই হারুনকেও (আ) সহযোগী হিসেবে চাইলেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন।

হযরত মূসা (আ) তাঁর ভাই হারুনকে নিয়ে ফিরআউনের কাছে গিয়ে দীনের দাওয়াত দিলেন। তিনি আল্লাহর দেওয়া অলৌকিক ঘটনাও দেখলেন । কিন্তু ফিরআউ কিছুতেই ইমান আনল না। বরং সে হযরত মূসাকে (আ) হত্যা করার সংকল্প করল।

## দলবলসহ ফিরাউনের ধ্বংস

হযরত মূসা (আ) ফিরআউনের কুমতলব জানতে পেরে ইসরাইলিদের নিয়ে মিশর ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন। সংবাদ পেয়ে ফিরাউন তার সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করল। মূসা (আ) তাঁর অনুসারীদের নিয়ে নীলনদের তীরে উপস্থিত হলেন। সামনে নদী পেছনে ফিরআউন বাহিনী। হযরত মূসা (আ) মস্ত বিপদের সামনে।

আল্লাহ তায়ালার আদেশে হযরত মূসা (আ) হাতের লাঠি দ্বারা নদীতে আঘাত করলেন। পানি দুই ধারে সরে গেল। বনি ইসরাইলের ১২টি দলের জন্য ১২টি রাস্তা হয়ে গেল। হযরত মূসা (আ) তাঁর লোকজনসহ নিরাপদে নদী পার হয়ে গেলেন। ফিরাউন নদীতে শুকনো রাস্তা দেখে সে রাস্তা ধরেই পার হতে লাগল । যেই না তারা নদীর মাঝখানে পৌঁছল, অমনি রাস্তা নদীর পানিতে মিলিয়ে গেল। ফিরআউ তার দলবলসহ ডুবে মরল । আল্লাহর নবিকে ধ্বংস করতে গিয়ে নিজেই সদলবলে ধ্বংস হলো।

## হযরত মূসা (আ)–এর তাওরাত লাভ

হযরত মূসা (আ) আল্লাহর নির্দেশে তাওরাত কিতাব আনার জন্য তূর পাহাড়ে গেলেন। সেখানে তিনি ইবাদতে নিমগ্ন ছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে সামেরী নামক এক ব্যক্তির ধোঁকায় পড়ে অনুসারীদের অনেকেই গো–বৎস পূজায় জড়িয়ে পড়ল। হযরত মূসা (আ) তাওরাত নিয়ে ফিরে এসে এ অবস্থা দেখে ভীষণ ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হলেন। তাওবা হিসেবে গো–বৎস পূজারিদের হত্যার নির্দেশ হলো। এতে সত্তর হাজার বনি ইসরাইল নিহত হলো। হযরত মূসা (আ) ও হযরত হারুন (আ)-এর কান্নাকাটিতে অবশিষ্টদের ক্ষমা করা হলো। হযরত মূসা (আ) ১২০ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর জীবন ঘটনাবহুল।

# হযরত হূদ (আ)

হযরত হূদ (আ) একজন নবি ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে 'আদ' জাতির হিদায়েতের জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। 'আদ' সম্প্রদায় এবং হূদ (আ)-এর বংশ তালিকা চতুর্থ পুরুষে 'সাম' পর্যন্ত পৌঁছে মিলে যায়। তাই হূদ (আ) তাদের বংশগত ভাই। আম্মান থেকে শুরু করে হাযরামাওত ও ইয়েমেন পর্যন্ত 'আদ জাতির' বসতি ছিল। তারা যেমন ছিল শক্তিশালী, তেমনি বিরাটকায় সুঠামদেহের অধিকারী ছিল। তারা অহংকারী ও অত্যাচারী ছিল।

আদ জাতি এক আল্লাহকে ভুলে গিয়ে মূর্তি পূজা ও নানা রকম শিরকে লিপ্ত ছিল। হযরত হূদ (আ) তাদের শিরক ও মূর্তি পূজা ত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদত করতে বলেন। জুলুম-অত্যাচার ত্যাগ করে ন্যায়নীতি ও সুবিচার করতে বলেন। তারা অহংকার করে আল্লাহ ও রসুলের আদেশ অমান্য করল। হযরত হূদ (আ) তাদের আজাবের ভয় দেখান, কিন্তু তারা ভয় পেল না। আল্লাহর ইচ্ছায় প্রথমে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ এল। এতেও তারা শোধরালো না। পরে তাদের উপর লাগাতার ৭ রাত ও ৮ দিন ভীষণ ঘূর্ণিঝড় চলল। এতে তাদের ঘরবাড়ি, দালানকোঠা, গাছপালা ও লোকজন ধূলিসাৎ হয়ে গেল। গোটা এলাকা মরুভূমিতে পরিণত হলো। তাদের অহংকার তাদের পতনের কারণ হলো। আজাবের সময় হযরত হূদ (আ) তাঁর অনুসারীদের নিয়ে একটি কুঁড়েঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁদের কিছুই হলো না। আল্লাহ তাঁদের নিরাপদে রাখলেন। পরে তাঁরা মক্কায় চলে যান।

# হযরত সালিহ (আ)

হাজার হাজার বছর আগে এ পৃথিবীতে 'সামুদ' নামে একটি জাতি বাস করত। এরা ছিল নূহ (আ)–এর পুত্র 'সাম'–এর বংশধর। এ জাতি আরবের উত্তর–পশ্চিম এলাকায় বাস করত। এদের প্রধান শহর ছিল 'হিজর'। বর্তমানে এটি মাদায়েনে সালিহ নামে পরিচিত। আমরা আগেই জেনেছি, এদের পূর্বে এখানে শক্তিশালী 'আদ জাতি' বসবাস করত। তাদের হিদায়েতের জন্য তাদের কাছে হযরত হূদ (আ) কে পাঠানো হয়েছিল। আল্লাহর অবাধ্যতার জন্য তাদের ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল।

সামুদ জাতি 'আদ জাতির' রেখে যাওয়া ধন–সম্পদ হস্তগত করল। তারাও অর্থে–বিত্তে, শক্তিতে, বুদ্ধিতে সমৃদ্ধির অধিকারী হলো। এই জাতিও সম্পদ ও শক্তির অহংকারে আল্লাহকে ভুলে গেল।

আল্লাহ তায়ালা তাদের হিদায়েতের জন্য তাদেরই বংশের লোক হযরত সালিহ (আ) কে তাদের কাছে পাঠালেন। তিনি 'সামুদ' জাতিকে এক আল্লাহর উপর ইমান আনতে বললেন, তাঁর ইবাদত করতে বললেন। তারা আল্লাহর নবির কথা মানল না। তিনি তাদের আল্লাহর আজাবের সংবাদ দিলেন। তাতেও তারা ভয় পেল না। সালিহ (আ) তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে 'হিজর' ত্যাগ করলেন। সামুদ জাতির উপর আল্লাহর আজাব এল। ভীষণ শব্দ ও ভূমিকম্পে তারা ধ্বংস হয়ে গেল।

# হযরত ইসহাক (আ)

হযরত ইসহাক (আ) ছিলেন প্রসিদ্ধ নবি হযরত ইবরাহীম (আ) এর দ্বিতীয় পুত্র। তিনি হযরত ইসমাঈল (আ)–এর ছোট ভাই। তাঁর মায়ের নাম হযরত সারা (রা)। বিখ্যাত নবি ইয়াকুব (আ) ছিলেন তাঁর পুত্র। তাঁর বংশে অনেক নবি–রসুল জন্মগ্রহণ করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা হযরত লূত (আ)–এর নাফরমান সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার জন্য ফেরেশতাদের পাঠিয়ে ছিলেন। তাঁরা পথে ইবরাহীম (আ)–এর মেহমান হলেন। ইবরাহীম (আ) যথারীতি আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু মেহমানদের আহারের ব্যাপারে অনাগ্রহ দেখে বিস্মিত হলেন। মেহমানরা বললেন, আমরা আল্লাহর ফেরেশতা। আমরা লূত (আ)–এর পাপী সম্প্রদায়কে ধ্বংসের জন্য 'সামুদ' যাচ্ছি। তাঁরা এ সময় ইবরাহীম (আ) ও

তাঁর স্ত্রী সারা (রা) কে তাঁদের পুত্র ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ দেন। ঐ সময় ইবরাহীম (আ)–এর বয়স ছিল ৯০ বছর এবং সারা (রা) ছিলেন বন্ধ্যা। তাই তাঁরা আশ্চর্য হয়েছিলেন। এ সময় ফেরেশতারা ইসহাক (আ)–এর নবি হওয়ার সুসংবাদও দিয়েছিলেন।

ইসহাক (আ) তাঁর পিতা ইবরাহীম ও ভাই ইসমাঈল (আ)–এর দীন প্রচার করতেন। তিনি বেশির ভাগ সময় ছিলেন শামের ফিলিস্তিনে।

তিনি ৪০ বছর বয়সে বিয়ে করেন। ৬০ বছর বয়সে তাঁর ঈসু ও ইয়াকুব (আ) যমজ দুই সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তিনি ১৮৬ বছর বয়সে এন্তেকাল করেন।

# হযরত লূত (আ)

হযরত লূত (আ) একজন নবি ছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)–এর ভাই হারানের পুত্র। ছোটবেলাতেই লূত (আ)–এর পিতা হারান মারা যান। তাই ইবরাহীম (আ) এতিম ভাইয়ের ছেলেকে নিজের পুত্রের মতোই লালন-পালন করতেন এবং নিজের সঙ্গে রাখতেন। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত ইবরাহীম (আ) এর সন্তান ছিল না। তিনি লূত (আ)কে নিজের ওয়ারিস মনে করতেন। ইবরাহীম (আ) এর উপর প্রথম ঈমান এনেছিলেন হযরত সারা (রা) ও হযরত লূত (আ)। তিনি ইবরাহীম (আ) এর সাথে হিজরতও করেছিলেন।

হযরত ইবরাহীম (আ) যখন কিনআনে ছিলেন তখন তিনি লূত (আ) কে সত্য দীন প্রচারের জন্য পূর্ব জর্দানের 'সাদুম' ও আমুরায় পাঠিয়ে ছিলেন। আরব, ফিলিস্তিন ও শামের মানচিত্রে দৃষ্টিপাত করলে বর্তমান পূর্ব জর্ডান ও ফিলিস্তিনের মধ্যে একটি বিখ্যাত ও বিশাল জলাশয় দেখা যায়। তাকে বলা হয় মৃত সাগর। তাকে লূত সাগরও বলা হয়।

মৃত সাগর

সাদুম ছিল অত্যন্ত উর্বর ও সবুজ–সজীব এলাকা। সেখানেই তিনি বসতি নির্মাণ করেন। সেখানকার লোকেরা অতিবিলাসী জীবনযাপন করত। তারা পাপ, লজ্জাহীনতা ও নাফরমানির কাজগুলো গর্বের সাথে প্রকাশ্যে করে বেড়াত।

লূত (আ) তাদের হিদায়েতের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলেন কিন্তু কোনো ফল হলো না। তারা লূত (আ) ও তাঁর অনুসারীদের এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিল। লূত (আ) তাদের বোঝালেন এবং আল্লাহর আজাবের কথা শোনালেন। কিন্তু তারা ঠাট্টা–বিদ্রূপ করতে

লাগল। লূত (আ) আল্লাহর আদেশে অনুসারীদের নিয়ে স্থান ত্যাগ করলেন। কিন্তু তাঁর কাফির স্ত্রী রয়ে গেল। আল্লাহ তায়ালা আজাবস্বরূপ বিকট শব্দ ও পাথরবৃষ্টি বর্ষণ করলেন এবং এলাকাটিকে উল্টিয়ে দিলেন। এতে মৃতসাগর সৃষ্টি হয়। সাদুমবাসীর আজাবের নিদর্শন এখনো বিদ্যমান।

## হযরত শুয়াইব (আ)

হযরত শুয়াইব (আ) একজন বিখ্যাত নবি। তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর তৃতীয় স্ত্রী কাতুরার পুত্র মাদয়ানের বংশধর। হযরত লূত (আ)-এর সাথেও তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। যে স্থানে তাঁরা বাস করতেন তাও মাদয়ান নামে অভিহিত। অতএব, মাদয়ান একটি জাতির ও একটি শহরের নাম। এটি ফিলিস্তিনের দক্ষিণ-পশ্চিম ও মায়নার পূর্বে মহাসড়কে অবস্থিত ছিল, যেখান থেকে শাম, আরব ও মিশরে বাণিজ্য কাফেলা যাতায়াত করত। এলাকাটি অত্যন্ত উর্বর ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। বাসিন্দারা অত্যন্ত ধনী ছিল। মাদয়ান শহরটি আজও পূর্ব জর্ডানের সামুদ্রিক বন্দর 'মায়ানের' অদূরে বিদ্যমান আছে।

হযরত মূসা (আ) ফিরআউনের ভয়ে মিশর থেকে পালিয়ে মাদয়ানে এসেছিলেন এবং হযরত শুয়াইব (আ)-এর কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মূসা (আ) শুয়াইব (আ)-এর কন্যা সফুরাকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি শুয়াইব (আ)-এর আশ্রয়ে ১০ বছর ছিলেন। শুয়াইব (আ)কে তাঁর চমৎকার বক্তৃতার জন্য খতিবুল আম্বিয়া বলা হয়।

হযরত শুয়াইব (আ)কে যে সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছিল, তাদেরকে আহলে মাদয়ান, আসহাবে মাদয়ান ও আসহাবে আইকা বলা হয়। এরা মূর্তি পূজা করত। নিজেরা নবির কথা মানতো না। যারা মানত তাদের বাধা দিত ও নির্যাতন করত। পথিকদের ধনসম্পদ লুটে নিত। মাপে-ওজনে কম করত।

মাদয়ানবাসীদের বিকট শব্দ, অগ্নিবৃষ্টি ও ভূমিকম্প দ্বারা ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

এরপর শুয়াইব (আ) হাযরামাওত যান এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন।

# হযরত ইলিয়াস (আ)

হযরত ইলিয়াস (আ) ছিলেন মূসা (আ)-এর ভাই হারুন (আ)-এর বংশধর। তিনি জর্ডানের 'আলআদ' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তখনকার ইসরাইলের শাসনকর্তা ছিলেন আখিব অথবা আখিয়াব। তিনি হযরত হিযকীল (আ)-এর পরে এবং আল ইয়াসা (আ)-এর পূর্বে বনি ইসরাইলের হিদায়েতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি হযরত হিযকীল (আ) -এর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি শামের বাসিন্দাদের হিদায়েতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রচারের কেন্দ্র ছিল শামের শহর 'বালাবাক্কু'।

ঐ সময় ইসরাইলিরা আল্লাহকে ভুলে যায়। তারা এক আল্লাহর এবাদত না করে নানা রকম শিরকে লিপ্ত হয়। তারা মূর্তি ও তারকা পূজা করত। তাদের প্রধান মূর্তি ছিল বা'ল দেবতা। নবির কথায় বাদশাহ ইমান এনেছিল। কিন্তু তার স্ত্রীর প্ররোচনায় আবার শিরকে লিপ্ত হয়।

আল্লাহর আজাবে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। ৩ বছর ধরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ চলছিল। ঐ সম্প্রদায়ের লোকেরা নবির কাছে এসে আবেদন–নিবেদন করায় তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। কিন্তু বিপদ কেটে যাওয়ার পর আবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে মুশরিক হয়ে যায়। তাদের উপর আজাবের জন্য তারা নবিকেই দোষারোপ করে। তারা তাঁর প্রতি ঘোরতর শত্রুতা শুরু করে। তিনি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে স্থান ত্যাগ করেন। তাদের উপর আবার আল্লাহর আজাব আসে।

# হযরত যুলকিফল (আ)

হযরত যুলকিফল (আ) ছিলেন আল্লাহ তায়ালার একজন প্রিয় বান্দা। যুলকিফল অর্থ প্রতিজ্ঞা রক্ষাকারী। দায়িত্ব পালনকারী। তিনি হযরত আইয়ুব (আ)- এর পুত্র ছিলেন বলে উল্লেখ আছে। নবি হযরত ইয়াসা (আ) খুব বৃদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি তার একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে চাইলেন, যিনি তাঁর পক্ষ থেকে নবির কর্তব্য পালন করতে পারেন। নবি তাঁর অনুসারীদের একত্রিত করে বললেন, যার মধ্যে তিনটি শর্ত বিদ্যমান থাকবে তাঁকেই আমি প্রতিনিধি নিযুক্ত করব । শর্ত তিনটি হলো:

১. সর্বদা দিনে রোজা রাখা,

২. সারা রাত ইবাদত করা,

৩. কোনো সময় রাগ না করা।

এক ব্যক্তি উঠে বললেন, এই তিনটি গুণ আমার মধ্যে আছে। নবি প্রথম দিনের সমাবেশ শেষ করলেন। পরবর্তী দিনে আবার সমাবেশ হলো। নবি পূর্ববর্তী শর্ত আবার উল্লেখ করলেন। এবারও ঐ ব্যক্তি উঠে আগের মতো বললেন। নবি তাঁকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন। হযরত যুলকিফল সারা জীবন শর্ত পূরণ করে চললেন।

ইবলিস শয়তান তাঁকে পথভ্রষ্ট করার জন্য এক মযলুম বৃদ্ধের বেশে পর পর তিন দিন তাঁর ধৈর্যচ্যুতির চেষ্টা করল। তাঁকে রাগাতে চাইল। কিন্তু পারল না। তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে পরবর্তীতে নবি করেছিলেন।

# হযরত যাকারিয়া (আ)

হজরত যাকারিয়া (আ) ছিলেন বনি ইসরাইলের একজন নবি। তিনি ছিলেন হজরত সুলাইমান (আ)-এর বংশধর। তাঁর স্ত্রী ছিলেন হযরত হারুন (আ)- এর বংশধর।

হযরত ঈসা (আ)-এর মাতা মরিয়মের অভিভাবক ছিলেন হযরত যাকারিয়া (আ)। তিনি ইবাদতখানার ইমাম ও মোতোয়াল্লি ছিলেন। তাঁর বংশে হযরত ইমরান ও তাঁর স্ত্রী হান্না ছিলেন আল্লাহ ভক্ত ও খুবই প্রসিদ্ধ। হান্না ছিলেন মরিয়মের মাতা।

হযরত যাকারিয়ার কোনো সন্তান ছিল না। বৃদ্ধ অবস্থায় সন্তানের আশাও ছিল না। মরিয়মের কাছে অমৌসুমি ফল দেখে তার মনে আশার সঞ্চার হয়। তিনি আল্লাহর কাছে সন্তান কামনা করেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিলেন, যার নাম হবে ইয়াহিয়া।

তাঁর সম্প্রদায় তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল না। ঈমান আনল না। তারা নবির সাথে শত্রুতা শুরু করল। তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করতে লাগল । তিনি একটি গাছের কোটরে আশ্রয় নিলেন। ইহুদিরা তাকে গাছসহ দ্বিখণ্ডিত করল । তিনি উহ্ শব্দটিও করলেন না। সবুর করলেন। আমরা তাঁর জীবন থেকে ধৈর্যের শিক্ষা গ্রহণ করব ।

**পরিকল্পিত কাজ :** শিক্ষার্থীরা দশজন নবি-রসুলের নাম খাতায় লিখবে।

## অনুশীলনী

### নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

**ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:**

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ( √ ) চিহ্ন দাও।

১) আমাদের সৃষ্টি করেছেন কে?

ক. মানুষ খ. রসুল

গ. আল্লাহ ঘ. জিন

২) মহানবি (স) আম্মার নাম কী?

ক. মরিয়ম খ. আমিনা

গ. আছিয়া ঘ. ফাতিমা

৩) হারবুল ফিজর শব্দের অর্থ কী?

ক. অন্যায় সমর খ. ন্যায় সমর

গ. শান্তি ঘ. শৃঙ্খলা

৪) হিলফুল ফুজুল কতো বছর স্থায়ী ছিল?

ক. ২০ বছর খ. ৩০ বছর

গ. ৪০ বছর ঘ. ৫০ বছর

৫) সূরা আলাকের কয়টি আয়াত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছিল?

ক. ৩টি খ. ৪টি

গ. ৫টি ঘ. ৬টি

৬) মহানবি (স) কত বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন?

ক. ৪০ বছর খ. ৪৫ বছর

গ. ৫০ বছর ঘ. ৫৩ বছর

৭) হযরত মূসা (আ)-এর পিতার নাম কী?

ক. ইউসুফ খ. ইমরান

গ. ইদরীস ঘ. ইউনুস

৮) হযরত মূসা (আ) কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন?

ক. বনি ইসরাইল খ. কিবতী

গ. বনি বকর ঘ. বনি হাসেম

৯) ফিরআউনের স্ত্রীর নাম কী?

ক. আম্বিয়া খ. হাজেরা

গ. আছিয়া ঘ. আমিনা

১০) মিশর ছেড়ে হযরত মূসা (আ) কোথায় গিয়েছিলেন?

ক. ইরাকে খ. ইরানে

গ. সিরিয়া ঘ. মাদায়েনে

১১) হযরত হূদকে (আ) কোন জাতির কাছে পাঠানো হয়েছিল ?

ক. আদ
খ. সামুদ
গ. কুরাইশ
ঘ. কিবতী

১২) হযরত সালিহ (আ)কে কোন জাতির কাছে পাঠানো হয়েছিল?

ক. সামুদ
খ. সেলজুক
গ. সাউদ
ঘ. আদ

১৩) হযরত ইসহাক (আ)-এর পিতার নাম কী?

ক. হযরত নূহ (আ)
খ. হযরত ইদরীস (আ)
গ. হযরত ইবরাহীম (আ)
ঘ. হযরত সুলায়মান (আ)

১৪) হযরত ইলিয়াস (আ) কোন নবির স্থলাভিষিক্ত হন?

ক. হযরত হারুন (আ)
খ. হযরত মূসা (আ)
গ. হযরত জিবরীল (আ)
ঘ. হযরত লূত (আ)

১৫) হজরত যুলকিফল কার পুত্র ছিলেন?

ক. হযরত ইউনুস (আ)
খ. হযরত আইয়্যুব (আ)
গ. হযরত ইসমাঈল (আ)
ঘ. হযরত লূত (আ)

১৬) হযরত যাকারিয়া (আ) এর পুত্রের নাম কী?

ক. হারুন
খ. ইউসূফ
গ. ইয়াহিয়া
ঘ. ইমরান।

**খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :**

১. কুরআন মজিদে ....... জন নবি–রসুলের নাম উল্লেখ আছে?

২. মহানবি (স)-এর ......... নাম আবু তালিব।

৩. মহানবি (স)-এর ......... উপর অটল বিশ্বাস ছিল।

৪. হিলফুল ফুজুল শব্দের অর্থ ....... সংঘ।

৫. প্রথম তিন বছর ....... জন নর–নারী ইসলাম গ্রহণ করেন।

গ. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর :

| বাম পাশ | ডান পাশ |
|---|---|
| ক. মহানবি (স)-এর আম্মা আমিনা ইন্তিকাল করেন মহানবি (স)-এর | ক. ১৫ বছর বয়সে |
| | খ. ৬৩ বছর বয়সে |
| খ. মহানবি (স) হিলফুল ফুজুল গঠন করেন | গ. ৬ বছর বয়সে |
| গ. মুহম্মদ (স) নবুয়ত লাভ করেন | ঘ. ৪০ বছর বয়সে |

**সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:**

১. মহানবি (স) কত খ্রিষ্টাব্দে কাথায় জন্মগ্রহণ করেন?

২. মুহম্মদ শব্দের অর্থ কী?

৩. পৃথিবীর সর্বপ্রথম নবি (আ)-এর নাম লিখ?

৪. হিলফুল ফুজুল কী?

৫. মহানবি (স) চাকরদের সম্পর্কে কী বলেছেন?

৬. প্রাচীনকালে মিশরের বাদশাহকে কী বলা হতো?

৭. মুসা (আ) কার ঘরে এবং অর্থব্যয়ে লালিত-পালিত হয়েছিলেন?

৮. তিনজন নবি (আ)- এর নাম লেখ?

**বর্ণনামূলক প্রশ্ন:**

১. মহানবি (স)- এর আম্মা ইন্তিকালের পর তাঁকে কে লালনপালন করেন?

২. মুহম্মদ (স)- এর চরিত্রের ৫টি সুন্দর আদর্শ লেখ? সামাজিক জীবনে উক্ত আদর্শগুলোর গুরুত্ব কী?

৩. শিশু মুহম্মদ (স) কীভাবে অন্যের অধিকার সংরক্ষণ করেছেন বর্ণনা কর?

৪. জুয়াখেলার খারাপ দিকগুলো বর্ণনা কর। জুয়াখেলা বন্ধের জন্য তুমি কীভাবে জনমত সৃষ্টি করবে মতামত দাও।

৫. স্ত্রীদের মধ্যে এবং পুরুষদের মধ্যে কে কে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন?

৬. মহানবি (স) নিজ হাতে কী কী কাজ করতেন? নিজ নিজ পরিবারে নিজ হাতে করতে পারা যায় এমন ৫টি কাজের তালিকা তৈরি কর।

৭. দয়া মহানবি (স) - এর একটি উজ্জ্বল আদর্শ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর?

৮. মাতৃভক্তির গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৯. মহানবি (স) চাকর ও শ্রমিকদের সম্পর্কে কী বলেছেন তার বর্ণনা দাও।

১০. ফিরআউন কী? ওলীদ স্বপ্নে কী দেখে বর্ণনা কর।

১১. ফিরআউন কীভাবে মারা যায় তার বর্ণনা দাও।

১২. আদ জাতি কোথায় বসবাস করত? তাদের ধ্বংসের কারণ লেখ।

১৩. লূত বা মৃত সাগর কোথায়? বর্ণনা কর।

# হামদে ইলাহী

কাজী নজরুল ইসলাম

শোন শোন ইয়া ইলাহী
আমার মোনাজাত।
তোমারি নাম জপে যেন
হৃদয় দিবস রাত।

যেন কানে শুনি সদা
তোমারি কালাম হে খোদা,
চোখে যেন দেখি শুধু
কুরআনের আয়াত।

দুখে যেন জপি আমি
কলমা তোমার দিবস–যামী,
(তোমার ) মসজিদেরই ঝাড়ু বর্দার
হোক আমার এ হাত।

সুখে তুমি দুখে তুমি,
চোখে তুমি বুকে তুমি,
এই পিয়াসী প্রাণের, খোদা
তুমি আব হায়াত।

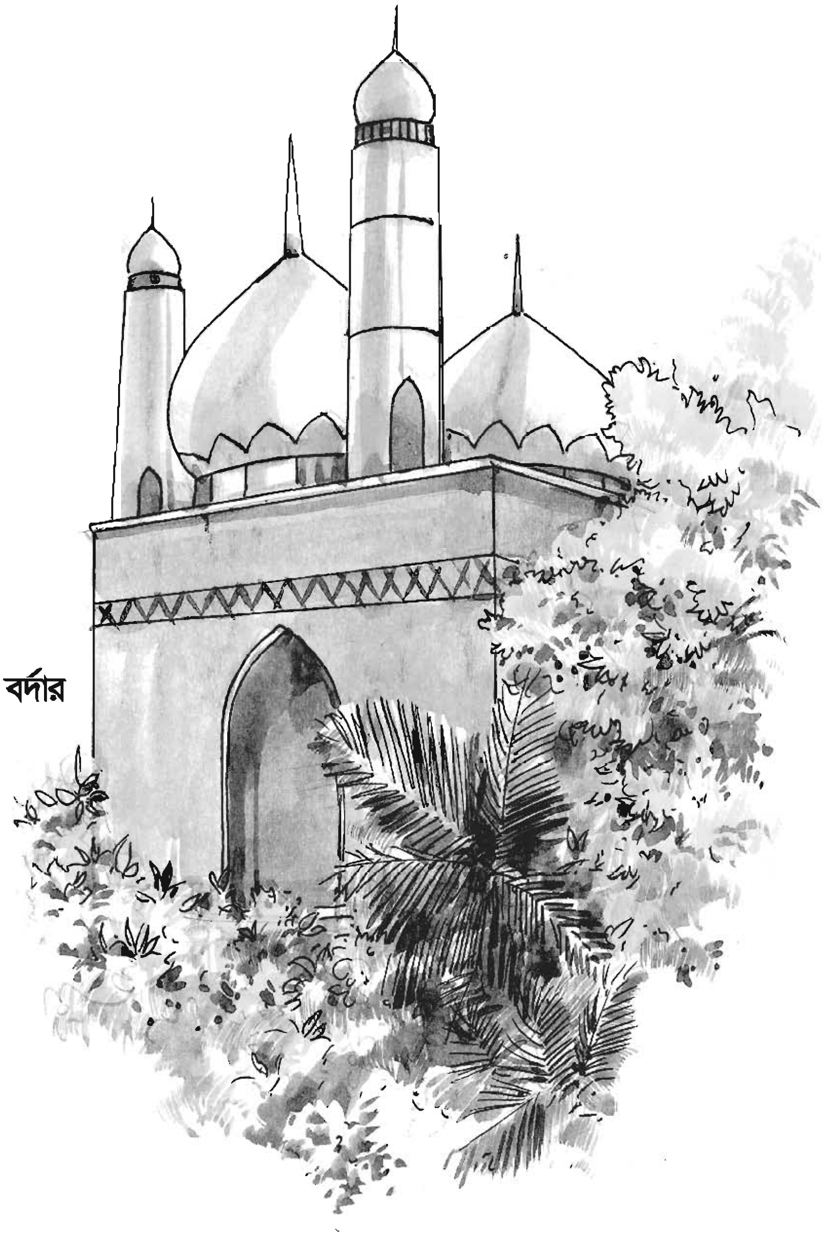

# নাতে রাসূল (স)

ফররুখ আহমদ

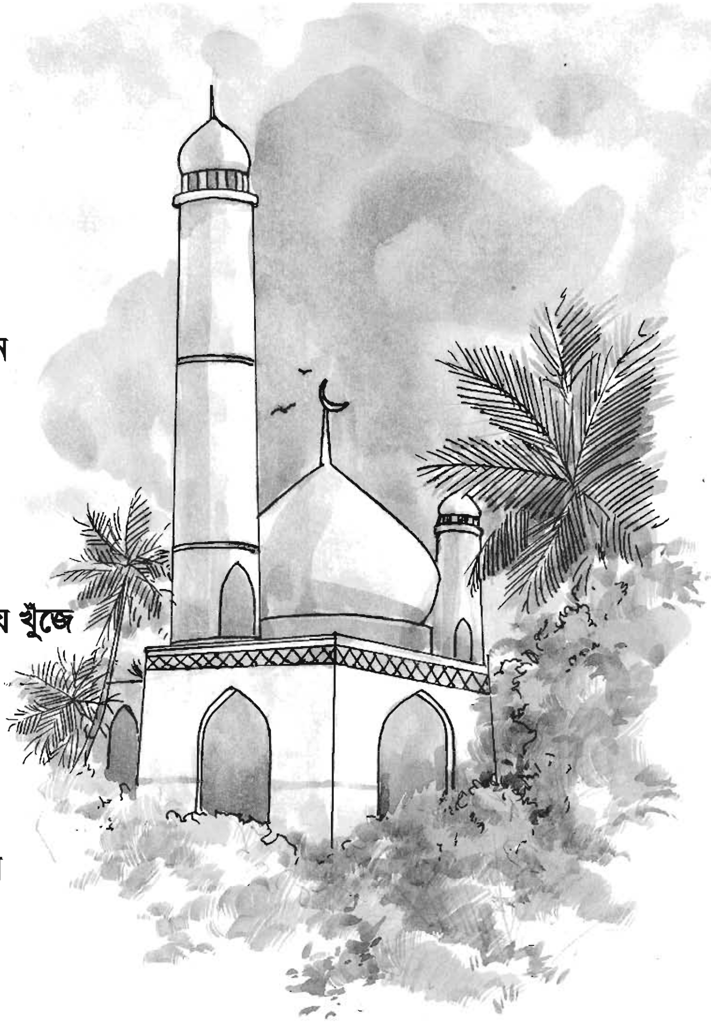

ওগো– নূর নবী হযরত
আমরা– তোমারি উম্মত।
তুমি দয়াল নবী,
তুমি নূরের রবি,

তুমি– বাসলে ভাল জগত জনে
দেখিয়ে দিলে পথ।

আমরা– তোমার পথে চলি
আমরা– তোমার কথি বলি
তোমার আলোয় পাই যে খুঁজে
ঈমান ইজ্জত।
সারা জাহানবাসী
আমরা– তোমায় ভালবাসি,
তোমায় ভালবেসে মনে
পাই মোরা হিম্মত।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা হামদে ইলাহী ও নাতে রসুল সুর করে শ্রেণিতে পরিবেশন করবে।

**সমাপ্ত**

## পঞ্চম অধ্যায়

# নবি-রসুলের পরিচয় ও জীবন আদর্শ

৫.১ নবি ও রসুলের পরিচয় জানা ও তাঁরা মহান আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত এ কথা বিশ্বাস করা।

৫.২ মহানবি (স)-এর হিলফুল ফুযুল গঠন সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারা।

৫.৩ মহার (স)-এর নবুয়্যাত লাভের ঘটনা ও মক্কায় ইসলাম প্রচার সম্পর্কে জানা ও বলতে পারা।

৫.৪ মহানবি (স)-এর জীবানাদর্শে শ্রমের মর্যাদা-সম্পর্কিত কাহিনী জানা ও অনুসরণ করা।

৫.৫ মহানবি (স)-এর জীবানাদর্শে দয়া, ক্ষমা ও মাতৃভক্তির আদর্শ-সম্পর্কিত কাহিনী জানা ও অনুসরণ করা।

৫.৬ হযরত মুসা (আ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনাদর্শ জানা।

৫.৭ শেষ নবি (স)-এর নামসহ হযরত হুদ (আ), হযরত ইয়াকুব (আ), হযরত আইয়্যুব (আ), হযরত শুয়ায়েব (আ), হযরত মুসা(আ), হযরত ইলিয়াস(আ), হযরত আল-আসআ (আ), হযরত যুলফিকল (আ), হযরত যাকারিয়া (আ)এর নাম জানবে এবং তাঁরা যে আল্লাহর নবি ছিলেন তা বিশ্বাস করা।

**শিখনফল**

৫.১.১ নবি ও রসুলের পরিচয় ও তাদের জীবন আদর্শ বলতে পারবে ।

৫.১.২ নবি -রসুলগণের জীবনাদর্শ অনুসরণ করে চলতে পারবে। তাঁদের আদর্শে নিজেদের জীবন গড়বে।

৫.২.১ মহানবি (স)-এর শৈশব ও যৌবন এবং হিলফুল ফুযুল গঠন সম্পর্কে বলতে পারবে।

৫.৩.১ মহানবি (স)-এর নবুয়ত লাভের ঘটনা বলতে পারবে।

৫.৩.২ মক্কায় তাঁর ইসলাম প্রচারের ঘটনা বলতে পারবে।

৫.৪.১ মহানবি (স)-এর আদর্শ কাহিনীসহ তাঁর জীবনাদর্শ বলতে পারবে।

৫.৪.২ মহানবি (স)-এর শ্রমের মর্যাদা বলতে পারবে।

৫.৫.১ মহানবি (স)-এর দয়া ও ক্ষমা সম্বন্ধীয় ঘটনা জানবে ও বলতে পারবে।

৫.৫.২ মহানবি(স)-এর দয়া ও ক্ষমার আদর্শ নিজেদের জীবনে অনুসরণ করে দয়ালু ও ক্ষমাশীল হবে।

৫.৬.১ হযরত হযরত মূসা (আ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনাদর্শ বলতে পারবে।

৫.৬.২ হযরত মুসা (আ) নবুয়ত ও তাওরাত লাভের কথা বলতে পারবে।

৫.৬.৩ হযরত হুদ (আ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও জীবনাদর্শ বলতে পারবে।

৫.৬.৪ হযরত সালেহ ও হযরত ইসহাক (আ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় বলতে পারবে।

৫.৬.৫ হযরত লুত (আ) ও হযরত শুয়াইব (আ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় বলতে পারবে।

৫.৬.৬ হযরত শুয়াইব (আ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় বলতে পারবে।

৫.৬.৭ হযরত ইলিয়াস (আ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় বলতে পারবে।

৫.৬.৮ হযরত যুলকিফল (আ) ও হযরত যাকারিয়া (আ) এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও জীবনাদর্শ বলতে পারবে।

## পাঠ-১

# নবি-রসুলের পরিচয় ও জীবনাদর্শ

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠাঃ ৭২) আল্লাহ্ তায়ালা ....................... রসুলের জীবনাদর্শ জানব।

**শিখনফল :** এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

৫.১.১ নবি ও রাসূলের পরিচয় ও তাঁদের জীবনাদর্শ বলতে পারবে।

৫.১.২ নবি-রসুলগণের জীবনাদর্শ অনুসরণ করে চলতে পারবে। তাঁদের আদর্শে নিজেদের জীবন গড়েবে।

**উপকরণ :** রঙিন বড় অক্ষরে লেখা 'নবী ও রাসূলের পরিচয় ও জীবনাদর্শ'/ফোমে লিখা মডেল। চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার ইত্যাদি।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. রঙ্গিন অক্ষরে লেখা 'নবি ও রাসূলের পরিচয় ও জীবনাদর্শ' লেখাটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন।

গ. এবার পাঠ শিরোনাম 'নবি ও রসুলের পরিচয় ও জীবনাদশ' বোর্ডে লিখুন। শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন 'নবি ও রসুলের পরিচয় ও জীবনাদর্শ'।

ঘ. অতঃপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করুন।

১. আমাদের সৃষ্টি করেছেন কে?

২. জান্নাতে কী আছে?

৩. নবি-রাসূলের মাধ্যমে আমরা কিসের সন্ধান পাই?

৪. আমাদের শিক্ষক কারা?

৫. নবি-রসুলগণ আমাদের কী কী শিখিয়েছেন?

৬. কুরআন মাজিদে কতজন নবি-রসুলের নাম উলেখ আছে?

৭. পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানুষ ও নবি কে?

৮. সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসুলের নাম কী?

ঙ. শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেবে। তারা না পারলে আপনি তাদের সঠিক উত্তরে সহযোগিতা করুন।

## পরিকল্পিত কাজ

হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম খাতায় লিখতে বলুন। আপনি তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনে আপনি সাহায্য করুন।

## পাঠ্যবই সংযোগ

অদ্যকার পাঠের সারমর্ম উপলব্দির জন্য পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে নীরবে পড়তে বলুন।

**মূল্যায়ন :** প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন মান পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. জান্নাতে কী আছে?

(১) চরম শান্তি ও পরম আনন্দ (২) চরম শান্তি

(৩) পরম আনন্দ (৪) চরম অশান্তি ও কঠিন শাস্তি

খ. সর্বশেষ রসুলের নাম কী?

(ক) আদম (আ) (গ) নূহ (আ)

(ঘ) মুহাম্মাদ (স) (ঘ) মূসা (আ)

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কি হবে শিক্ষার্থীদেরকে বলতে বলুনঃ

ক. আল্লাহ্ তায়লা আমাদের ------ ।

খ. তাঁর ইচ্ছায় আমরা সুন্দর জীবন গড়ে ----------- ।

গ. দুনিয়াতে সুখ শান্তি --------- ।

ঘ. আল্লাহ্ তায়ালা অনেক নবি-রসুল.------------ ।

৩. চার্টটি কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন-

| | |
|---|---|
| ক. তিনি আমাদের | জান্নাত লাভ করব। |
| খ. আখিরাতে | জীবন গড়ে তুলব। |
| গ. কীভাবে আমরা সুন্দর | আমাদের শিক্ষক। |
| ঘ. নবি-রাসুল | খুব ভালোবাসেন। |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. আমাদের সৃষ্টি করেছেন কে?

খ. জান্নাতে কী আছে?

গ. আমাদের শিক্ষক কারা?

ঘ. কুরআন মজিদে কতজন নবি-রাসুলের নাম উল্লেখ আছে?

ঙ. পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানুষ ও নবি কে?

## পাঠ-২

# মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনাদর্শ

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠাঃ ৭২-৭৪) মহানবি হযরত মুহাম্মদ........................৫০ বছর স্থায়ী ছিল।

**শিখনফল :** এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

৫.২.১ মহানবি (স) শৈশব ও যৌবন এবং হিলফুল ফুযুল গঠন সম্পর্কে বলতে পারবে।

**উপকরণ :** রঙিন বড় অক্ষরে লেখা 'মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনাদর্শ' চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার, শিক্ষ সংস্করণ ইত্যাদি।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. আজকের পাঠের জন্য ভালোভাবে পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন।

খ. শিক্ষার্থীদের সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২ জন শিক্ষার্থীর ও পরিবারের খোজখবর জিজ্ঞেস করুন।

গ. রঙিন অক্ষরে লেখা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনাদর্শ লেখাটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন।

ঘ. অতঃপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আজকের পাঠে মনোযোগী করুন।

১. সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুলের নাম কী ?

২. আমাদের রাসুলের নাম কী ?

৩. সর্বোত্তম জীবনাদর্শ কার মধ্যে আছে।

চ. এবার পাঠ শিরোনাম ***মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনাদর্শ*** বোর্ডে লিখুন। তা শিক্ষার্থীদের বলতে ও খাতায় লিখতে বলুন।

ছ. এরপর ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করুন-

১. মহানবি (স) বলা হয় কাকে?

২. মহানবি (স) কখন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

৩. হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাতা ও পিতার নাম কী?

৪. মহানবি(স)-এর নাম মুহাম্মদ রেখেছেন কে?

৫. কাকে 'আল-আমিন' বলা হতো?

৬. মহানবি (স) শিশুকালে কী কী করতেন?

৭. মহানবি (স)-এর মতো আমরা কী কী করব?

৮. হারবুল ফিজারের বর্ণনা দাও।

৯. হিলফুল ফুযুল কী ও কেন?

জ. শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেবে। তারা না পারলে আপনি তাদের সঠিক উত্তরে সহযোগিতা করুন।

**পরিকল্পিত কাজ :**

শিক্ষার্থীদের হিলফুল ফুযুলের নীতিগুলো খাতায় লিখতে বলুন। আপনি তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনে আপনি সাহায্য করুন।

**পাঠ্যবই সংযোগ**

অদ্যকার পাঠের সারমর্ম উপলব্দির জন্য পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে নীরবে পড়তে বলুন।

**মূল্যায়ন :** প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন মান পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

১. নৈর্ব্যক্তি প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. মহানবি (স) কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন?
(১) আওস (২) কিলাব
(৩) কুরাইশ (৪) তামীম

খ. আল-আমিন অর্থ-
(১) সঠিক (১) সফলতা
(৩) কৃতিত্ব (৪) বিশ্বাসী

গ. হিলফুল ফুযুল কত বছর স্থায়ী ছিল?
(১) ২০ বছর (১) ৩০ বছর
(৩) ৪০ বছর (৪) ৫০ বছর

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন:

ক. আম্মা আমিনা তাঁর নাম রাখেন------ ।

খ. তাঁর চরিত্র ছিল খুবই ----------- ।

গ. বড়দের সম্মান --------- ।

ঘ. সাধ্যমতো মানুষের ----------- করতেন।

ঙ. এটি হারবুল ফিজার বা -------- সমর।

চ. হিলফুল ফুযুল বা -------- ।

৩. চার্টটি কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন-

| | |
|---|---|
| ক. মহানবির জন্মের আগেই তাঁর | মিশে থাকতেন। |
| খ. শিশুকাল থেকেই তিনি সবসময় | এক ট পুত্রসন্তান ছিল। |
| গ. সকলের সাথে মিলে | অপরাধ। |
| ঘ. তাঁর দুধমা হালিমার | আব্বা ইন্তিকাল করেন। |
| ঙ. জুয়াখেলা মারাত্মক | সত্য কথা বলতেন। |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন -

১. মহানবি (স) কে?

২. মহানবি (স) কখন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

৩. হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাতা ও পিতার নাম কী?

৪. মহানবি (স)-এর মতো আমরা কী কী করব?

৫. হারবুল ফিজারের বর্ণনা দাও।

৬. হিলফুল ফুযুল কী ও কেন?

## পাঠ-৩

# মহানবি (স)-এর নবুয়ত লাভ ও মক্কায় ইসলাম প্রচার

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৭৪-৭৬) মহানবি হযরত মুহাম্মদ.......................তৈরি রবে।

**শিখনফল :** এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

৫.৩ .১ মহানবি (স)-এর নবুওয়ত লাভের ঘটনা বলতে পারবে।

৫.৩.২ মক্কায় তাঁর ইসলাম প্রচারের ঘটনা বলতে পারবে।

**উপকরণ :** রঙিন বড় অক্ষরে লেখা 'মহানবি (স)-এর নবুয়ত লাভ ও মক্কায় ইসলাম প্রচার' চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার ইত্যাদি।

### শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. আজকের পাঠের জন্য ভালোভাবে পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন।

খ. শিক্ষার্থীদের সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২ জন শিক্ষার্থীর ও পরিবারের খোঁজখবর জিজ্ঞেস করুন।

গ. রঙিন অক্ষরে লেখা 'মহানবি (স)-এর নবুয়ত লাভ ও মক্কায় ইসলাম প্রচার'লেখাটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন।

ঘ. অতঃপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আজকের পাঠে মনোযোগী করুন।

১. সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের নাম কী?

২. আমাদের রসুলের নাম কী?

৩. রসুল (স) এর মাতার নাম কী?

ঙ. এবার পাঠ শিরোনাম 'মহানবি (স)-এর নবুয়ত লাভ ও মক্কায় ইসলাম প্রচার' বোর্ডে লিখুন। তা শিক্ষার্থীদের বলতে ও খাতায় লিখতে বলুন।

চ. অতঃপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ শিক্ষার্থীদের সামনে পেশ করুন।

১. মহানবি (স) সমাজের দুরবস্থা দেখে কী করতেন?

২. তিনি কোথায় আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন?

৩. কখন, কোথায়, কার ওপর কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হয়?

৪. মহানবি (স)-এর ওপর সর্বপ্রথম সূরা- আলাকের কয়টি আয়াত নাজিল হয়েছিল?

(৬) মহানবি (স) নবুয়ত লাভের পর কী প্রচার করতে থাকেন?

(৭) মহানবি (স) প্রথম তিন বছর কীভাবে ইসলাম প্রচার করেন?

ঝ. শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে, তারা না পারলে আপনি সঠিক উত্তর বলে দেবেন।

### পরিকল্পিত কাজ

(ক) ইসলাম প্রচারে মহানবি যেসব বাধার সম্মুখীন হয়েছেন, শিক্ষার্থীদের এর একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন। আপনি তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনে আপনি সাহায্য করুন।

## পাঠ্যবইয়ে সংযোগ

অদ্যকার পাঠের সারমর্ম উপলব্দি ও পাঠ্যবইয়ের সাথে মনঃসংযোগের জন্য শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে পাঠ্যাংশটুকু নীরবে একবার পড়তে বলুন।

**মূল্যায়ন :** প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন মান পৃথকভাবে যাচাই করে প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. হেরা গুহায় মক্কা থেকে কত মাইল দূরে ?

(১) ২ মাইল দূরে (২) ৩ মাইল দূরে
(৩) ৪ মাইল দূরে (৪) ৫ মাইল দূরে

খ. হেরা গুহায় মহানবি (স)-এর নিকট কয়টি আয়াত নাযিল হয় ?

(১) ৩টি (২) ৭ টি
(৩) ৫টি (৪) ৯টি

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কি হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন-

ক. তাঁর মনে নানা চিন্তা ও প্রশ্ন----------------।
খ. এ পৃথিবী সৃষ্টির কী -------------।
গ. এমন সময় আঁধার গুহা আলোকিত হয়ে -----------।
ঘ. যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের ----------।
ঙ. তাঁর স্ত্রী হযরত খাদিজা ---------- ইসলাম গ্রহণ করেন।

৩. চার্টটি কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন-

| | |
|---|---|
| ক. মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) সমাজের | নর-নারী ইসলাম গ্রহণ করে। |
| খ. বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাঁর | যা সে জানত না। |
| গ. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে | আশ্রয় নিতে থাকেন। |
| ঘ. প্রথম তিন বছরে ৪৫ জন | চিন্তাভাবনাও বাড়তে থাকে। |
| ঙ. অনেকেই ইসলামের সুশীতল ছায়ায় | দুরবস্থা দেখে দুঃখ পেতেন। |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. আলাহ কার মাধ্যমে মহানবি (স) এর ওপর কুরআন মজিদ নাযিল করেন ?
খ. মহানবি (স) এর নবুয়্যাত লাভের ঘটনাটি উল্লেখ কর।
গ. নাজিলকৃত প্রথম একটি আয়াত মুখস্থ বল।
ঘ. মুসলমানদের ওপর কাফেরদের অত্যাচারের বর্ণনা দাও।

## পাঠ-৪

# মহানবি (স)-এর শ্রমের মর্যাদা দান

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠাঃ ৭৬-৭৭) শ্রম মানে কাজ করা .................. ৫টি বাক্য লিখবে।

**শিখনফল :** এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

৫.৪.১ মহানবি (স)-এর আদর্শ কাহিনী- সহ তাঁর জীবনাদর্শ বলতে পারবে।

৫.৪.২ মহানবি (স)-এর শ্রমের মর্যাদা বলতে পারবে।

**উপকরণ :** রঙিন বড় অক্ষরে লেখা 'মহানবি (স)-এর শ্রমের মর্যাদা দান' চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার ইত্যাদি।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. আজকের পাঠের জন্য ভালোভাবে পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন।

খ. শিক্ষার্থীদের সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২ জন শিক্ষার্থীর ও পরিবারের খোঁজখবর জিজ্ঞেস করুন।

গ. রঙিন অক্ষরে লেখা 'মহানবি (স)-এর শ্রমের মর্যাদা দান' লেখাটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন।

ঘ. অতঃপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আজকের পাঠে মনোযোগী করুন।

১. সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসুলের নাম কী?
২. শ্রম বলতে কী বোঝ?
৩. মর্যাদা বলতে কী বোঝ?

ঙ. এবার পাঠ শিরোনাম 'মহানবি (স)-এর শ্রমের মর্যাদা দান' বোর্ডে লিখুন। তা শিক্ষার্থীদের বলতে ও খাতায় লিখতে বলুন।

চ. অতঃপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ শিক্ষার্থীদের সামনে পেশ করুন।

১. শ্রম কাকে বলে?
২. মহানবির কাজ কে করত?
৩. কাজ করলে কী হয়?
৪. অনেকে কাজ করতে গেলে কী মনে করে?
৫. মহানবি (স) কী কী কাজ করতেন?
৬. কাজ করলে সকলে তাকে কী করে?
৭. মহানবি (স) ও বৃদ্ধ লোকের কাজের ঘটনাটি বর্ণনা দাও।
৮. শ্রমিকের মুজুরি সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেছেন?
৯. কাজের লোকদের সাথে কেমন ব্যবহার করবে?
১০. আমরা শ্রমিকের মর্যাদা দেব কেন?

ছ. শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে, তারা না পারলে আপনি সঠিক উত্তর বলে দেবেন।

## পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীদের শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য সুন্দরভাবে খাতায় লিখতে বলুন। আপনি তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনে আপনি সাহায্য করুন।

## পাঠ্যবইয়ে সংযোগ

অদ্যকার পাঠের সারমর্ম উপলব্দি ও পাঠ্যবইয়ের সাথে মনঃসংযোগের জন্য শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে পাঠ্যাংশটুকু নীরবে একবার পড়তে বলুন।

**মূল্যায়ন :** প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন মান পৃথক পৃথক ভাবে যাচাই করে প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. শ্রম মানে কী?
(১) বিলাসিতা (২) কাজ করা (৩) অরাম করা (৪) অন্যের কাজ করা

খ. শ্রমিকের পারিশ্রমিক কখন দেব?
(১) কাজের একদিন আগে আগে (২) শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পরে
(৩) শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগে (৪) মাস শেষ হলে

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কি হবে শিক্ষার্থীদেরকে বলতে বলুন-
ক. আমাদের মহানবী (স) সবসময় নিজের কাজ নিজেই ----------------।
খ. অপরকে সাহায্য সহযোগিতা -------------।
গ. জুতা মেরামত -----------।
ঘ. কাজকে ঘৃণা ----------।
ঙ. আমরা তাদের সাথে ভালো ব্যবহার ----------।

৩. চার্টটি কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন-

| | |
|---|---|
| ক. মহানবি কাজে অবহেলা | নিজ হাতেই সেলাই করতেন। |
| খ. বরং কাজ করলে সকলে | পরিষ্কার করতেন। |
| গ. মহানবি (স) ছেঁড়া জামাকাপড় | রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। |
| ঘ. জামাকাপড় ধুয়ে | তাঁকে ভালোবাসে। |
| ঙ. একদিন মহানবি (স) | করতেন না। |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন -
ক. মহানবি (স) কী কী কাজ করতেন? তালিকা তৈরি কর।
খ. কাজ করলে সকলে তাকে কী কী করে ?
গ. মহানবি (স) ও বৃদ্ধ লোকের কাজের ঘটনাটি বর্ণনা দাও।
ঘ. শ্রমিকের মজুরি সম্পর্কে মহানবি (স)-এর বাণীটি লিখ?
ঙ. কাজের লোকদের সাথে কেমন ব্যবহার করবে?
চ. আমরা শ্রমিকের মর্যাদা দেব কেন?

## পাঠ-৫

# মহানবি (স)-এর দয়া

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠাঃ ৭৭-৭৮) মহানবি (স) ছিলেন.............................সৃষ্টির প্রতি।

**শিখনফল :** শিক্ষার্থীরা এ পাঠ শেষে-

৫.৫.১ মহানবি (স)-এর দয়া ও ক্ষমা সম্বন্ধীয় ঘটনা জানবে ও বলতে পারবে।

৫.৫.২ মহানবি (স)-এর দয়া ও ক্ষমার আদর্শ নিজেদের জীবনে অনুসরণ করে দয়ালু ও ক্ষমাশীল হবে।

**উপকরণ :** রঙিন বড় অক্ষরে লেখা 'মহানবি (স)-এর দয়া' চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার ইত্যাদি।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. আজকের পাঠের জন্য ভালোভাবে পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন।

খ. শিক্ষার্থীদের সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২ জন শিক্ষার্থীর ও পরিবারের খোঁজখবর জিজ্ঞেস করুন।

গ. রঙিন অক্ষরে লেখা 'মহানবি (স)-এর দয়া' লেখাটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন।

ঘ. অতঃপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আজকের পাঠে মনোযোগী করুন।

১. সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসুলের নাম কী?
২. আমাদের রসুলের দয়া সম্পর্কে একটি ঘটনা বল?

ঙ. এবার পাঠ শিরোনাম 'মহানবি (স)-এর দয়া' বোর্ডে লিখুন। তা শিক্ষার্থীদের বলতে ও খাতায় লিখতে বলুন।

চ. অতঃপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ শিক্ষার্থীদের সামনে পেশ করুন।

১. দয়ার উজ্জ্বল আদর্শ কে?
২. তিনি কাদের প্রতি দয়া প্রর্শন করতেন?
৩. মহানবি (স) কীভাবে দয়া করতে ?
৪. এতিম বালকের কাহিনীটি বর্ণনা কর।
৫. আবুজেহেল এতিম বালকটির প্রতি কেমন আচরণ করত?
৬. বালকটির কথা শুনে মহানবি (স)-এর কী হল?
৭. মহানবি (স) বালকটির জন্য কী করলেন?
৮. যারা সৃষ্টির প্রতি দয়া দেখান আল্লাহ তাদের প্রতি কী করেন?
৯. দয়া সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেছেন?
১০. আমরা কাদের প্রতি দয়া দেখাব?

ঝ. শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে, তারা না পারলে আপনি সঠিক উত্তর বলে দেবেন।

## পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীদের মহানবি (স)-এর দয়া সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য সুন্দরভাবে খাতায় লিখতে বলুন। আপনি তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনে আপনি সাহায্য করুন।

## পাঠ্যবইয়ে সংযোগ

অদ্যকার পাঠের সারমর্ম উপলব্দি ও পাঠ্যবইয়ের সাথে মনঃসংযোগের জন্য শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে পাঠ্যাংশটুকু নিরবে একবার পড়তে বলুন ।

**মূল্যায়ন :** প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করুন । প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ।

১. নৈর্ব্যক্তি প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. দয়ার উজ্জ্বল আদর্শ কে?

(১) হাতেমতাই (২) মহানবি (স) (৩) হাতেম (৪) রবার্ট ক্লাইভ

খ. এতিম বালকটি কী করল?

(১) খুব কষ্ট পেল (২) খুব বেজার হলো

(৩) খুব খুশি হলো (৪) খুব আরাম পেল

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কি হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন-

ক. মহানবি (স) কেই ক্ষুধার্ত হলে তাকে খাদ্য ---------------- ।

খ. অসুস্থ হলে তার খোঁজখবর ------------- ।

গ. গায়ে তার কাপড়চোপড় ----------- ।

ঘ. এতিম বালকটি খুব খুশি ---------- ।

৩. চার্টটি কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন-

| | |
|---|---|
| ক. মহানবি (স) ছিলেন দয়ার | বসে আছেন । |
| খ. গরিব, ভিক্ষুক, এতিম ও অসহায়দের | দয়া দেখাও । |
| গ. একদা মহানবি (স) সাহাবিদের নিয়ে | উজ্জ্বল আদর্শ । |
| ঘ. বালকটির কথা শুনে মহানবির (স) | প্রতি দয়া দেখাতেন । |
| ঙ. পৃথিবীতে যারা আছে তাদের প্রতি | মনে দয়া হলো । |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. মহানবি (স) এর কাছে কে এসেছিল?

খ. বালকটি কাঁদতে কাঁদতে মহানবি (স) কে কী বলল?

গ. তিনি বালকটিকে নিয়ে কোথায় গেলেন?

ঘ. যারা আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া দেখায় আল্লাহ তাদের প্রতি কী করেন?

## পাঠ-৬

# মহানবি (স)র ক্ষমা ও মাতৃভক্তি

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠাঃ ৭১) মহানবি (স) ছিলেন............................খাতায় লিখবে।

**শিখনফল :** শিক্ষার্থীরা এ পাঠ শেষে-

৫.৫.১ মহানবি (স)-এর ক্ষমা ও মাতৃভক্তি সম্বন্ধীয় ঘটনা জানবে ও বলতে পারবে।

৫.৫.২ মহানবি (স)-এর ক্ষমা ও মাতৃভক্তির আদর্শ নিজেদের জীবনে অনুসরণ করে দয়ালু ও ক্ষমাশীল হবে।

**উপকরণ :** রঙিন বড় অক্ষরে লেখা 'মহানবি (স)-এর ক্ষমা ও মাতৃভক্তি' চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার ইত্যাদি।

### শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. আজকের পাঠের জন্য ভালোভাবে পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন।

খ. শিক্ষার্থীদের সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২ জন শিক্ষার্থীর ও পরিবারের খোঁজখবর জিজ্ঞেস করুন।

গ. রঙিন অক্ষরে লেখা 'মহানবি (স)র ক্ষমা ও মাতৃভক্তি' লেখাটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন।

ঘ. অতপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আজকের পাঠে মনোযোগী করুন।

১. সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের মায়ের নাম কী?
২. আমাদের রাসূলের দুধমায়ের নাম কী?

ঙ. এবার পাঠ শিরোনাম 'মহানবি (স)-এর ক্ষমা ও মাতৃভক্তি'বোর্ডে লিখুন। তা শিক্ষার্থীদের বলতে ও খাতায় লিখতে বলুন।

চ. অতঃপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ শিক্ষার্থীদের সামনে পেশ করুন।

১. সবাইকে ক্ষমা করতেন কে?
২. মহানবি (স) গাতফানের যুদ্ধ শেষে কোথায় গেলেন?
৩. মহানবি (স) এর কাছে কে এল?
৪. কাফির উত্তর শুনে কী করল?
৫. মহানবি (স) কাফিরকে কী করলেন?
৬. আমাদের সবচেয়ে আপনজন কারা?
৭. আম্মা আমাদের জন্য কী করেন?
৮. মহানবি (স) দুধমা হালিমার প্রতি কী অচরণ করলেন?
৯. মায়ের প্রতি ভক্তি করা কী?

ছ. শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে, তারা না পারলে আপনি সঠিক উত্তর বলে দেবেন।

### পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীদের মহানবি (স)-এর মাতৃভক্তি ঘটনাটি খাতায় লিখতে বলুন। আপনি তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনে আপনি সাহায্য করুন।

**পাঠ্যবইয়ে সংযোগ :**

অদ্যকার পাঠের সারমর্ম উপলব্ধি ও পাঠ্যবইয়ের সাথে মনঃসংযোগের জন্য শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে পাঠ্যাংশটুকু নীরবে একবার পড়তে বলুন।

**মূল্যায়ন :** প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. ক্ষমার মূর্তপ্রতিক কে?

(১) ওমর ফারুক (র) (২) মহানবি (স) (৩) হাতেম (৪) রবার্টক্লাইভ

খ. তাঁর ক্ষমার আদর্শে মুগ্ধ হয়ে-

(১) উপহার দিল (২) খুব আনন্দ করলো

(৩) ইসলাম গ্রহণ করল (৪) আনন্দ মিছিল করল

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন-

ক. এক কাফির তাঁর কাছে ---------------- ।

খ. মহানবি (স) নির্ভয়ে উত্তর দিলেন ------------- ।

গ. বিশেষ করে আম্মা আমাদের জন্য অনেক কষ্ট ----------- ।

ঘ. নিজের গায়ের চাদর বিছিয়ে ---------- ।

৩. চার্টটি কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন-

| | |
|---|---|
| ক. মহানবি (স) ছিলেন | সবচেয়ে আপনজন। |
| খ. তিনি শত্রু-মিত্র সবাইকে | তিনি ক্ষমা করে দিলেন। |
| গ. আব্বা-আম্মা আমাদের | করা একান্ত কর্তব্য। |
| ঘ. মহানবি (স)-এর নিকট ক্ষমা চাইলে | ক্ষমা করতেন। |
| ঙ. এহেন হিতাকাঙ্ক্ষী মায়ের ভক্তি | ক্ষমার মূর্তপ্রতীক। |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. মহানবি (স)-এর কাছে কে এসেছিল?

খ. সবাইকে ক্ষমা করতেন কে?

গ. মহানবি (স) কাফিরকে কী করলেন?

ঘ. আমাদের সবচেয়ে আপনজন কারা?

ঙ. আম্মা আমাদের জন্য কী করেন?

পাঠ-৭
# হযরত মূসা (আ)

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠাঃ ৭৯-৮০) হযরত মূসা (আ) ছিলেন....................ছড়িয়েছেন।

**শিখনফল :** এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

৫.৬.১ হযরত মুসা (আ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও জীবনাদর্শ বলতে পারবে।

**উপকরণ :** রঙিন বড় অক্ষরে লেখা ***হযরত মুসা (আ)***'চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার, শিক্ষক সংস্করণ ইত্যাদি।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. আজকের পাঠের জন্য ভালোভাবে পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন।

খ. শিক্ষার্থীদের সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২ জন শিক্ষার্থীর পরিবারের খোঁজখবর জিজ্ঞেস করুন।

গ. রঙিন অক্ষরে লেখা 'হযরত মুসা (আ)' লেখাটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন।

ঘ. অতঃপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আজকের পাঠে মনোযোগী করুন।

১. আল্লাহর নূরে পাহাড় জ্বলেছিল কিন্তু নবি জ্বলে নাই এ নবির নাম কী ?

ঙ. এবার পাঠ শিরোনাম 'হযরত মুসা (আ)' বোর্ডে লিখুন। তা শিক্ষার্থীদের বলতে ও খাতায় লিখতে বলুন।

চ. অতঃপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ শিক্ষার্থীদের সামনে পেশ করুন।

১. মূসা(আ)-এর পিতা ও মাতার নাম কী?
২. তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
৩. প্রাচীনকলে মিশরের বাদশাকে কী বলা হত?
৪. ফিরআউন তার বন্ধু হামানের পরামর্শে কী করেছিল?
৫. বনি ইসরাইল বংশ কী করত?
৬. ওলীদ স্বপ্নে কী দেখল?
৭. ফিরআউন রাজ্যের গণকদের ডেকে কী চাইলেন?
৮. বলাম বাউর কী বল?
৯. স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে ফিরআউন কী করল?
১০. মূসা (আ)র মা ফিরআউন এর ভয়ে কী করলেন?
১১. ফিরআউন এর স্ত্রীর নাম কী ছিল?
১২. মূসা(আ) মিশর ছেড়ে মাদায়েন গেলেন কেন?

ছ. শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে, তারা না পারলে আপনি সঠিক উত্তর বলে দেবেন।

## পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীদের মহানবি (স) সহ ৫ জন নবির নাম খাতায় লিখতে বলুন। আপনি তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনে আপনি সাহায্য করুন।

## পাঠ্যবইয়ে সংযোগ

অদ্যকার পাঠের সারমর্ম উপলব্দি ও পাঠ্যবইয়ের সাথে মনঃসংযোগের জন্য শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে পাঠ্যাংশটুকু নীরবে একবার পড়তে বলুন।

**মূল্যায়ন :** প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. মূসা (আ)-এর পিতার নাম?

(১) খলিল (২) ইমরান (৩) শুআইব (৪) ওলীদ

খ. প্রচীনকালে মিশরের বাদশাকে বলা হত-

(১) প্রেসিডেন্ট (২) বাদশা (৩) রাজা (৪) ফিরাউন

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন-

ক. হযরত মূসা(আ) ছিলেন একজন ----------- নবি।

খ. তাদের মধ্যে এক ফিরআউনের নাম ছিল ------------- ।

গ. হযরত মূসা(আ) মাতা গর্ভ ধারণ ----------- ।

ঘ. ফিরআউন মূসা(আ)-এর দণ্ড ঘোষণা---------- ।

৩. চার্টটি কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন-

| | |
|---|---|
| ক. মাতার নাম | সিংহাসন থেকে লাফিয়ে উঠল। |
| খ. ওলীদ ছিল | হত্যা করতে লাগল। |
| গ. তার অনুসারী কিবতী বংশকেও | জ্বালিয়ে দিচ্ছে। |
| ঘ. স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে ফিরআউন তার | খুব লোভী। |
| ঙ. আর জন্মগ্রহণকারী পুত্রসন্তানকে | ইউখাবেজ। |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. প্রাচীনকলে মিশরের বাদশাকে কী বলা হত?

খ. ফিরআউন রাজ্যের গণকদের ডেকে কী চাইলেন?

গ. মূসা (আ)-এর মা ফিরআউন-এর ভয়ে কী করলেন?

ঘ. ফিরআউন-এর স্ত্রীর নাম কী ছিল?

## পাঠ-৮

# হযরত মূসা (আ)

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৮০-৮১) হযরত মূসা (আ)-এর স্ত্রী.................. ঘটনাবহুল।

**শিখনফল :** এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-
৫.৬.১ হযরত মূসা (আ)-এর নবুয়ত ও তাওরাত লাভের ইতিহাস জানতে পারবে।

**উপকরণ :** রঙিন বড় অক্ষরে লেখা ***হযরত মূসা (আ)***'চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/ পয়েন্টার ইত্যাদি।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. আজকের পাঠের জন্য ভালোভাবে পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন।

খ. শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২ জন শিক্ষার্থীর ও পরিবারের খোঁজখবর জিজ্ঞেস করুন।

গ. অতঃপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আজকের পাঠে মনোযোগী করুন।
১. তুর পাহাড়ে আল্লাহর সাথে কথা বলেছিল যে নবি তাঁর নাম কী ?

ঘ. এবার পাঠ শিরোনাম 'হযরত মূসা (আ)'বোর্ডে লিখুন। তা শিক্ষার্থীদের বলতে ও খাতায় লিখতে বলুন।

ঙ. অতঃপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ উপস্থাপন করুন।
১. মূসা (আ) মাদায়েন থেকে মিশর যাত্রা করলেন কেন?
২. তিনি তুর পাহাড়ে গেলেন কেন?
৩. তিনি কোথায় নবুয়ত লাভ করেন?
৪. আল্লাহ তায়ালা তাঁকে কী বলেছিরেন?
৫. মূসা (আ) কে কালিমুল্লাহ বলা হয় কেন?
৬. আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ)কে কী নির্দেশ দিলেন?
৭. মূসা (আ) আল্লাহর কাছে কী প্রার্থনা কররেন?
৮. মুসা (আ) তাঁর ভাই হারুন(আ)কে নিয়ে কী করলেন?
৯. দাওয়াত শুনে ফিরআউন কী করল?
১০. মূসা (আ) কীভাবে নদী পার হল?
১১. ফিরআউন ও তার দলের পরিণতি কী হলো?
১২. তাওবার জন্য বনি ইসরাইলদের কত জন নিহত হলো?

চ. শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে, তারা না পারলে আপনি সঠিক উত্তর বলে দেবেন।

## পরিকল্পিত কাজ

**শিক্ষার্থীদের বনি ইসরাইলের তাওবার ঘটনাটি খাতায় লিখতে বলুন। আপনি তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনে আপনি সাহায্য করুন।**

**মূল্যায়ন :** প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. মূসা (আ)-এর স্ত্রীর নাম কী ?

(১) সাফিয়া (২) ইমরান (৩) সফুরা (৪) হালিমা

খ. মুসা(আ) কত বছর জীবিত ছিলেন-

(১) ৯০ বছর (২) ১০০ বছর (৩) ১১০ বছর (৪) ১২০ বছর

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কি হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন-

ক. পথে আগুনের খুব----------- ছিল।

খ. সামনে নদী পেছনে ফিরআউন------------- ।

গ. ফিরআউন তার দলবলসহ ডুবে ----------- ।

ঘ. হযরত মূসা (আ)---------জীবিত ছিলেন।

৩. চার্টটি কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন-

| | |
|---|---|
| ক. তিনি পাহাড়ের পাদদেশে‘তুয়া’ উপাত্যাকায় | নিজেই সদলবলে ধ্বংস হলো। |
| খ. আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে বললন | ঘটনাও দেখালেন। |
| গ. তিনি আল্লাহর দেওয়া অলৌকিক | নিহত হলো। |
| ঘ. আল্লাহর নবিকে ধ্বংস করতে গিয়ে | আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। |
| ঙ. এতে সত্তর হাজার বনি ইসরাইল | নবুয়ত লাভ করেন। |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. মূসা (আ) নবুয়ত লাভ করেন কোথায়?

খ. মূসা (আ) কে কালিমুল্লাহ বলা হয় কেন?

গ. মুসা(আ) তাঁর ভাই হারুন (আ) কে নিয়ে কী করলেন?

ঘ. তাওবার জন্য বনি ইসরাইলদের কতজন নিহত হলো?

## পাঠ-৯

# হযরত হুদ (আ)

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৮২) হযরত হুদ (আ)..............................মক্কায় চলে যান।

**শিখনফল :** এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

৫.৬.৩ হযরত হুদ (আ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও জীবনাদর্শ বলতে পারবে।

**উপকরণ :** রঙিন বড় অক্ষরে লেখা ***হযরত হুদ (আ)*** চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার ইত্যাদি।

### শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. আজকের পাঠের জন্য ভালোভাবে পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন।

খ. শিক্ষার্থীদের সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২ জন শিক্ষার্থীর ও পরিবারের খোঁজখবর জিজ্ঞেস করুন।

গ. রঙিন অক্ষরে লেখা 'হযরত হুদ (আ)' লেখাটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন।

ঘ. অতঃপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আজকের পাঠে মনোযোগী করুন।

১. তোমরা কয়েকজন নবির নাম বলো?

ঙ. এবার রঙিন অক্ষরে লেখা পাঠ শিরোনাম 'হযরত হুদ (আ)' বোর্ডে লিখুন। যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন এবং হযরত হুদ (আ) শিক্ষার্থীদের বলতে ও খাতায় লিখতে বলুন।

চ. এরপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ উপস্থাপন করুন।

১. হযরত হুদ কী ছিলেন?
২. তিনি কার বংশধর ছিলেন?
৩. আল্লাহ তায়ালা হুদ(আ) কে কোন জাতির হিদায়েতের জন্য পাঠিয়েছিলেন?
৪. আদ জাতির বসতি কোথায় ছিল?
৫. আদ জাতির লোকেরা কেমন ছিল?
৬. হযরত হুদ (আ) তাদের কী করতে বললেন?
৭. আদ জাতির ওপরে কী কী আযাব এসেছিল?
৮. আযাবের সময় হযরত হুদ (আ) কী করলেন?
৯. আল্লাহ কাদের নিরাপদে রাখলেন?
১০. কারা মক্কায় চলে গেল?

ছ. শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে, তারা না পারলে আপনি সঠিক উত্তর বলে দেবেন।

## পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীদের হযরত হুদ (আ) ও হযরত নূহ (আ)-এর নাম ৫ বার খাতায় লিখতে বলুন। আপনি তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনে আপনি সাহায্য করুন।

**মূল্যায়ন :** প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. হুদ (আ) ছিলেন একজন

(১) রসুল (২) নবি

(৩) বিজ্ঞানী (৪) রাষ্ট্রপতি

খ. আদ জাতির ওপর লাগাতার ভীষণ ঘুর্ণিজড় চলল -

(১) ৩রাত ৪দিন (২) ৭রাত ৮দিন

(৩) ৫রাত ৬দিন (৪) ৯রাত ১০দিন

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন-

ক. হুদ (আ) একজন----------- ছিলেন।

খ. হযরত হুদ (আ) তাদের আযাবের ভয়------------- ।

গ. তাদের অহংকার তাদের পতনের -----------হলো।

ঘ. আল্লাহ তাঁদের নিরাপদে --------- ।

৩. চার্টটি কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন-

| | |
|---|---|
| ক. আল্লাহ তাঁকে আদ জাতির | রসুলের আদেশ অমান্য করল। |
| খ. তারা অহংকারী ও | পরিণত হলো। |
| গ. তারা অহংকার করে আল্লাহ ও আল্লাহর | চলে যান। |
| ঘ. গোটা এলাকা মরুভূমিতে | অত্যাচারী ছিল। |
| ঙ. পরে তাঁরা মক্কায় | হিদায়াতের জন্য পাঠিয়েছিলেন। |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. হযরত হুদ কী ছিলেন?

খ. আল্লাহ তায়ালা তাকে কোন জাতির হিদায়েতের জন্য পাঠিয়েছিলেন?

গ. আদ জাতির বসতি কোথায় ছিল?

ঘ. আল্লাহ কাদের নিরাপদে রাখলেন?

ঙ. মক্কায় চলে গেল কারা?

# পাঠ-১০

# হযরত সালিহ (আ) ও হযরত ইসহাক (আ)

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৮৩-৮৪) হাজার হাজার............................ এন্তেকাল করেন।

**শিখনফল :** এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

৫.৬.৪ হযরত সালিহ (আ)-এর ও হযরত ইসহাক (আ)র সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও জীবনাদর্শ বলতে পারবে।

**উপকরণ :** রঙিন বড় অক্ষরে লেখা ***হযরত সালিহ (আ) ও ইসহাক (আ)*** চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার ইত্যাদি।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. আজকের পাঠের জন্য ভালোভাবে পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন।

খ. শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২ জন শিক্ষার্থীর পরিবারের খোঁজখবর জিজ্ঞেস করুন।

গ. অতঃপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আজকের পাঠে মনোযোগী করুন।

১. তোমরা কয়েকজন নবির নাম বলো ?

ঘ. এবার পাঠ শিরোনাম হযরত সালিহ (আ) ***ও ইসহাক (আ)*** বোর্ডে লিখুন, রঙ্গিন অক্ষরে লেখা হযরত সালিহ (আ) ***ও ইসহাক (আ)*** লেখাটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন। পাঠ শিরোনাম শিক্ষার্থীদের বলতে ও খাতায় লিখতে বলুন।

ঙ. এরপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করুন।

১. সামুদ কাদের বংশধর ছিল?
২. সামুদ জাতি কোথায় বাস করত?
৩. এদের প্রধান শহরের নাম কী ছিল?
৪. বর্তমানে এ হিজর শহরটি কী নামে পরিচিত?
৫. সালিহ (আ)-এর আগে কোন নবিকে পাঠানো হয়েছিল?
৬. হযরত সালেহ (আ) তাদের কী করতে বললেন?
৭. সামুদ জাতির ওপরে কী কী আযাব এসেছিল?
৮. আযাবের সময় হযরত সালেহ (আ) কী করলেন?
৯. সামুদ জাতির পরিণতি কী হলো?
১০. হযরত ইবরাহীম (আ)এর দ্বিতীয় পুত্রের নাম কী?
১১. কারা ইবরাহীম (আ)-এর মেহমান ছিলেন?
১২. মেহমানগণ ইবরাহীম(আ) কে কী বলেছিল?
১৩. হযরত ইসহাক (আ)-এর জন্মের সময় ইবরাহীম (আ) এর বয়স কত ছিল?
১৪. ইসহাক (আ) কাদের দীন প্রচার করতেন?

১৫. তিনি কত বছর বয়সে বিয়ে করেন ?
১৬. তিনি কত বছর বেঁচে ছিলেন ?

চ. শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে, তারা না পারলে আপনি সঠিক উত্তর বলে দেবেন ।

**পরিকল্পিত কাজ**

শিক্ষার্থীদের সামুদ জাতির ধ্বংসের ঘটনাটি খাতায় লিখতে বলুন । আপনি তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন । প্রয়োজনে আপনি সাহায্য করুন ।

**মূল্যায়ন :** প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করুন । প্রয়োজনে পুনর্শিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. সামুদ জাতির নবির নাম কী?

(১) হুদ (আ) (২) নূহ (আ) (৩) সালিহ (আ) (৪) মূসা (আ)

খ. সামুদজাতির ওপর কী আযাব এসেছিল -

(১) ভীষণ ঘুর্ণিঝর (২) ভীষণ তোফান (৩) মহাপ্লাবন (৪) ভীষণ শব্দ ও ভূমিকম্প

গ. ইসহাক (আ) কত বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন?

(১) ২০ বছর (২) ৩০ বছর (৩) ৪০ বছর (৪) ৫০ বছর

ঘ. ইসহাক (আ) কত বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন?

(১) ১৪০ বছর (২) ১৫০ বছর (৩) ১৭৬বছর (৪) ১৮৬ বছর

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূণ্যস্থানে কি হবে শিক্ষার্থীদেরকে বলতে বলুন-

ক. সামুদ ছিল নূহ (আ)-এর পুত্র 'সাম'-এর----------- ।
খ. এ জাতি আরবের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় ------------- ।
গ. আল্লাহর অবাধ্যতার জন্য তাদের -------- করে দেয়া হয়েছিল ।
ঘ. সালেহ (আ) তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে হিজর ত্যাগ --------- ।
ঙ. ইবরাহীম (আ) যথারীতি -------- ব্যবস্থা করলেন ।
চ. তিনি ১৮৬ বছর বয়সে---------করেন ।

৩. চার্টটি কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন-

| | |
|---|---|
| ক. সামুদ জাতির প্রধান শহর | তাদের ধ্বংস করে দেয় হয়েছিল । |
| খ. আল্লাহর অবাধ্যতার জন্য | ছিল হিজর । |
| গ. তারা আল্লাহর নবির | তারা ধ্বংস হয়ে গেল । |
| ঘ. তিনি তাদের আল্লাহর | আযাবের সংবাদ দিলেন । |
| ঙ. ভীষণ শব্দ ও ভূমিকম্পে | কথা মানল না । |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -
   ক. সামুদ কাদের বংশধর ছিল?
   খ. সামুদ জাতি কোথায় বাস করত?
   গ. এদের প্রধান শহরের নাম কী ছিল?
   ঘ. বর্তমানে এ হিজর শহরটির নাম কী?
   ঙ. ইসহাক (আ) কত বছর বয়সে বিয়ে করেন?
   চ. ইসহাক (আ) কত বছর বেঁচে ছিলেন?

## পাঠ-১১

# হযরত লূত (আ)

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৮৩-৮৪) হযরত লূত (আ)...................... এখনো বিদ্যমান।

**শিখনফল:** এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

৫.৬.৫ হযরত লুত (আ)র সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও জীবনাদর্শ বলতে পারবে।

**উপকরণ :** রঙিন বড় অক্ষরে লেখা ***হযরত লূত (আ)*** চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার ইত্যাদি।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. আজকের পাঠের জন্য ভালোভাবে পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন।

খ. শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২ জন শিক্ষার্থীর ও পরিবারের খোঁজখবর জিজ্ঞেস করুন।

গ. অতঃপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আজকের পাঠে মনোযোগী করুন।
   ১. তোমরা কয়েকজন নবির নাম বলো ?

ঘ. এবার পাঠ শিরোনাম 'হযরত লূত (আ)' বোর্ডে লিখুন। তা শিক্ষার্থীদের বলতে ও খাতায় লিখতে বলুন।

ঙ. এরপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ শিক্ষার্থীদের সামনে পেশ করুন।
   ১. হযরত লূত (আ)-এর পিতার নাম কী?
   ২. ইবরাহীম (আ)-এর ওপর প্রথম ইমান এনেছিল কারা?
   ৩. লূত সাগরের অপর নাম কী?
   ৪. সামুদ এলাকাটি কেমন ছিল?
   ৫. হযরত লূত (আ) কোথায় বসতি স্থাপন করেন?
   ৬. সামুদ এলাকার লোকেরা কী করত?
   ৭. লূত (আ) তাদের হিদায়েতের জন্য কী করলেন?
   ৮. এলাকাবাসী লূত (আ) কে কী করল ?

৯. লূত (আ) আল্লাহর আদেশে কী করলেন ?
১০. মৃতসাগর কীভাবে সৃষ্টি হলো ?

চ. শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে, তারা না পারলে আপনি সঠিক উত্তর বলে দেবেন।

## পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীদের মৃত সাগর সৃষ্টির ঘটনাটি খাতায় লিখতে বলুন। আপনি তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনে আপনি সাহায্য করুন।

**মূল্যায়ন :** প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. হযরত লূত (আ)-এর পিতার নাম কী ?
(১) জামাল (২) হারান (৩) ইবরাহীম (৪) ইসহাক

খ. ইবরাহীম (আ) এর সাথে হিজরত করেছিলেন-
(১) ইসহাক(আ) (২) ইয়াকুব (আ) (৩) মূসা (আ) (৪) লুত (আ)

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন-

ক. হযরত লূত (আ) একজন--------- ছিলেন।
খ. তিনি ইবরাহীম (আ)-এর সাথে -------------করেছিলেন।
গ. সামুদ ছিল অত্যন্ত উর্বর ও সবুজ-সজীব--------- ।
ঘ. সমুদবাসীর আযাবের নিদর্শন এখনো------------ ।

৩. চার্টটি কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন-

| | |
|---|---|
| ক. হযরত লূত (আ) একজন | এখনো বিদ্যমান। |
| খ. তিনি ইবরাহীম (আ) এর সাথে | সবুজ-সজীব এলাকা। |
| গ. সামুদ ছিল অত্যন্ত উর্বর ও | হিজরতও করেছিলেন। |
| ঘ. সমুদবাসীর আযাবের নিদর্শন | নবি ছিলেন। |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. ইবরাহীম (আ) এর ওপর প্রথম ইমান এনেছিল কে?
খ. সামুদ এলাকাটি কেমন ছিল?
গ. হযরত লূত (আ) কোথায় বসতি স্থাপন করেন?
ঘ. লূত (আ) তাদের হিদায়েতের জন্য কী করলেন?

# পাঠ-১২
# হযরত শুয়াইব (আ)

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৮৬) হযরত শুয়াইব (আ)...................এন্তেকাল করেন।

**শিখনফল :** এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

৫.৬.৬ হযরত শুয়াইব (আ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও জীবনাদর্শ বলতে পারবে।

**উপকরণ :** রঙিন বড় অক্ষরে লেখা ***হযরত শুয়াইব (আ)*** চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার ইত্যাদি।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. আজকের পাঠের জন্য ভালোভাবে পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন।

খ. শিক্ষার্থীদের সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২ জন শিক্ষার্থীর ও পরিবারের খোঁজখবর জিজ্ঞেস করুন।

গ. অতঃপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আজকের পাঠে মনোযোগী করুন।

১. তোমরা মূসা (আ) এর শশুরের নাম বলো?

ঘ. এবার পাঠ শিরোনাম 'হযরত শুয়াইব (আ)'বোর্ডে লিখুন। তা শিক্ষার্থীদের বলতে ও খাতায় লিখতে বলুন।

ঙ. এরপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ শিক্ষার্থীদের সামনে পেশ করুন।

১. হযরত শুয়াইব (আ)-এর পিতার নাম কী ?

২. মাদয়ান কিসের নাম?

৩. মাদয়ানের অবস্থান কোথায় বল?

৪. মাদয়ান এলাকাটি কেমন ছিল?

৫. হযরত মূসা (আ) মিশর থেকে পালিয়ে কোথায় আশ্রয় নিয়েছেলেন ?

৬. হযরত মূসা (আ) কাকে বিয়ে করেছিরেন?

৭. মূসা (আ)শুয়াইব (আ)-এর আশ্রয়ে কত বছর ছিলেন?

৮. শুয়াইব (আ)-এর সম্প্রদায়ের নাম কী ছিল?

৯. মাদায়েন বাসীদের পরিণতি কী হয়েছিল?

১০. শুয়াইব (আ) কোথায় ইন্তিকাল করেন?

চ. শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে, তারা না পারলে আপনি সঠিক উত্তর বলে দেবেন।

## পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীদের মাদায়েনবাসীর ধ্বংসের ঘটনাটি খাতায় লিখতে বলুন। আপনি তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনে আপনি সাহায্য করুন।

***মূল্যায়ন :*** প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. মূসা (আ) শুয়াইব (আ) এর আশ্রয়ে কত বছর ছিলেন?

(১) ১২বছর (২) ৮বছর (৩) ৭বছর (৪) ১০বছর

খ. শুয়াইব (আ) কোথায় এন্তেকাল করেন ?

(১) মাদায়েন (২) হাজরাসাওত (৩) মক্কায় (৪) মিশর

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কি হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন-

ক. হযরত শুয়াইব (আ) একজন---------নবি ছিলেন।

খ. হযরত লূত (আ)-এর সাথে তার-------------সম্পর্ক ছিল।

গ. শুয়াইব (আ) কে তার চমৎকার বক্তৃতার জন্য খতিবুল ------- বলা হয়।

ঘ. নিজেরা নবির কথা ---------------না।

৩. চার্টটি কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন-

| | |
|---|---|
| ক. হযরত শুয়াইব (আ) একজন | তাও মাদায়েন নামে অভিহিত। |
| খ. যে স্থানে তারা বাস করতেন | বিখ্যাত নবি ছিলেন। |
| গ. শুয়াইব (আ) কে তার চমৎকার বক্তৃতার | সফুরাকে বিয়ে করেছিলেন। |
| ঘ. মূসা (আ) শুয়াইব (আ) এর কন্যা | জন্য খতিবুল আম্বিয়া বলা হয়। |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. হযরত শুয়াইব (আ)-এর পিতার নাম কী?

খ. মাদায়েন কিসের নাম?

গ. মাদায়েন এলাকাটি কেমন ছিল?

ঘ. হযরত মূসা (আ) এর স্ত্রীর নাম কী?

# পাঠ - ১৩

# হযরত ইলিয়াস (আ)

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠাঃ ৮৭) হযরত ইলিয়াস (আ)....................আযাব আসে।

**শিখনফল :** এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

৫.৬.৭ হযরত ইলিয়াস (আ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও জীবনাদর্শ বলতে পারবে।

**উপকরণ :** রঙিন বড় অক্ষরে লেখা ***'হযরত ইলিয়াস (আ)'*** চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার ইত্যাদি।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. আজকের পাঠের জন্য ভালোভাবে পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন।

খ. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২ জন শিক্ষার্থীর ও পরিবারের খোঁজখবর জিজ্ঞেস করুন।

গ. অতঃপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আজকের পাঠে মনোযোগী করুন।

১. তোমরা মূসা (আ) এর বংশের কয়জন নবির নাম বলো?

ঘ. এবার পাঠ রঙিন অক্ষরে লেখা 'হযরত ইলয়াস (আ)' লেখাটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন। তা শিক্ষার্থীদের বলতে ও খাতায় লিখতে বলুন।

ঙ. এরপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ শিক্ষার্থীদের সামনে পেশ করুন।

১. হযরত ইলিয়াস (আ) কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
২. তখন ইসরাইলের শাসনকর্তা কে ছিলেন?
৩. তিনি কাদের হিদায়েতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন?
৪. তাঁর প্রচার কেন্দ্রের নাম কী ছিল?
৫. হযরত ইলিয়াস (আ)-এর সময় বনি ইসরাইলদের অবস্থা কেমন ছিল?
৬. তখন বনি ইসরাইলদের প্রধান দেবতার নাম কী ছিল?
৭. হযরত ইলিয়াস (আ) এর দাওয়তের পর বাদশা কী করেছিল?
৮. তাদের ওপর বৃষ্টি বন্ধ হলো কেন?
৯. তাদের ওপর কত বছর ধরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ চলছিল?
১০. বৃষ্টি বন্ধ হলে তারা কী করল?

চ. শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে, তারা না পারলে আপনি সঠিক উত্তর বলে দেবেন।

## পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীদের বনি ইসরাইলিদের ওপর আজাবের ঘটনাটি খাতায় লিখতে বলুন। আপনি তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনে আপনি সাহায্য করুন।

**মূল্যায়ন :** প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনর্শিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. বনি ইসরাইলদের ওপর কত বছর ধরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ চলছিল ?

(১) ১ বছর (২) ৩ বছর (৩) ৫ বছর (৪) ৭ বছর

খ. বৃষ্টি বন্ধ হলো কেন ?

(১) এমনিতেই (২) আল্লাহর আজাবে

(৩) বৃষ্টির দরকার নাই (৪) আকাশে মেঘ না থাকায়

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কি হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন-

ক. হযরত ইলিয়াস (আ) জর্ডানের-----------নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

খ. ঐ সময় ইসরাইলিরা আল্লাহকে-------------যায়।

গ. নবির কথায় বাদশা ইমান ----------------- ।

ঘ. আল্লাহর আজাবে বৃষ্টি ---------------হয়ে গেল।

৩. চার্টটি কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন-

| | |
|---|---|
| ক. হযরত ইলিয়াস (আ) ছিলেন মুসা(আ)এর | চলছিল। |
| খ. তিনি শামের বাসিন্দাদের হিদায়েতের জন্য | আযব আসে। |
| গ. ৩ বছর ধরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ | ভাই হারুন (আ)-এর বংশধর। |
| ঘ. তাদের উপর আবার আলাহর | প্রেরিত হয়েছিলেন। |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. হযরত ইলিয়াস (আ) কার বংশধর ছিলেন ?

খ. তখন ইসরাইলের শাসনকর্তা কে ছিলেন ?

গ. ইলিয়াস (আ)-এর প্রচার কেন্দ্রের নাম কী ছিল ?

ঘ. তাদের উপর বৃষ্টি বন্ধ হলো কেন?

# পাঠ - ১৪
# হযরত যুলকিফল (আ)
# ও
# হযরত যাকারিয়া (আ)

**বিষয়বস্তু :** (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠাঃ ৮৭) হযরত যুলকিফল (আ)............................ .খাতায় লিখবে ।

**শিখনফল :** এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

৫.৬.৮ হযরত যুলকিফল(আ)-এর ও হযরত যাকারিয়া (আ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও জীবনাদর্শ বলতে পারবে ।

**উপকরণ :** রঙিন বড় অক্ষরে লেখা '***হযরত*** যুলকিফল ***(আ)*** ও হযরত যাকারিয়া (আ)' চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার ।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. আজকের পাঠের জন্য ভালোভাবে পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন ।

খ. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন । ১/২ জন শিক্ষার্থীর ও পরিবারের খোঁজখবর জিজ্ঞেস করুন ।

গ. অতঃপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আজকের পাঠে মনোযোগী করুন ।

১. তোমরা মূসা (আ)-এর বংশের ৩ জন নবির নাম বল?

২. তোমরা এমন একজন নবির নাম বল যাকে গাছ আশ্রয় দিয়েছিল?

রঙিন অক্ষরে লেখা 'হযরত যুলকিফল (আ) ও হযরত যাকারিয়া (আ)' লেখাটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন ।

ঙ. এরপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ শিক্ষার্থীদের সামনে পেশ করুন ।

১. হযরত যুলকিফল (আ) কে ছিলেন?

২. যুলকিফল অর্থ কী?

৩. তাঁর পিতার নাম কী?

৪. নবি ইয়াসা (আ) কেমন ছিলেন?

৫. নবি ইয়াসা (আ) প্রতিনিধি নিয়োগের জন্য কতটি শর্ত আরোপ করেছিলেন?

৬. নবি ইয়াসা (আ) প্রতিনিধি নিয়োগের শর্তগুলো কী কী ছিল?

৭. নবি ইয়াসা (আ) প্রতিনিধি নিয়োগের জন্য কয়দিন সমাবেশ করেছিলেন?

৮. ইবলিস শয়তান কী করেছিল?

৯. আল্লাহ তায়ালা তাঁকে কী করেছিলেন?

১০. হযরত যাকারিয়া (আ) কে ছিলেন?

১১. তিনি কার বংশধর ছিলেন?

১২. হযরত যাকারিয়া (আ) কার অভিভাবক ছিলেন?
১৩. যাকারিয়া (আ) ইবাদাতখানার কী ছিলেন?
১৪. ইমরান ও তাঁর স্ত্রী হান্না কী ছিলেন?
১৫. হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর জন্মকাহিনী বলো?

ঝ. শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে, তারা না পারলে আপনি সঠিক উত্তর বলে দেবেন।

**পরিকল্পিত কাজ**

শিক্ষার্থীদের উল্লিখিত শর্ত তিনটি ৫ বার খাতায় লিখতে বলুন। আপনি তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনে আপনি সাহায্য করুন।

***মুল্যায়ন :*** প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনর্শিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তি প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. নবি ইয়াসা (আ) প্রতিনিধি নিয়োগের জন্য কয়টি শর্ত দিয়েছিলেন?
(১) ১টি (২) ৩টি
(৩) ৫টির (৪) ৭টি

খ. আল্লাহ তায়ালা যুলকিফলকে কী করেছিলেন?
(১) নেতা (২) নবি
(৩) বিজ্ঞানী (৪) ওলী

গ. মরিয়মের মায়ের নাম কী?
(১) হান্না (২) আসিয়া
(৩) বিলকিস (৪) ফাতেমা

ঘ. আমরা যাকারিয়া (আ)-এর জীবন থেকে কী শিক্ষা পাই?
(১) ইমাম হওয়ার (২) ধৈর্যের শিক্ষা
(৩) শত্রুতার শিক্ষা (৪) অভিভাবক হওয়ার শিক্ষা

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন-

ক. হযরত যুলকিফল (আ) ছিলেন আল্লাহ তায়ালার একজন প্রিয়----------- ।
খ. নবি হযরত ইয়াসা (আ) খুব-------------হয়েছিলেন।
গ. এক ব্যক্তি উঠে বললেন, এই তিনটি গুণ -------------মধ্যে আছে।
ঘ. আল্লাহ তায়ালা তাকে পরবর্তীতে ---------------করেছিলেন।
ঙ. হযরত যযাকারিয়া (আ) ছিলেন বনি ইসরাইলের একজন ----------- ।
চ. তাঁর স্ত্রী ছিলেন হযরত-------------(আ) এর বংশধর।
ছ. হান্না ছিলেন -----------------মাতা।

৩. চার্টটি কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন-

| | |
|---|---|
| ক. হযরত যুলকিফল (আ) ছিলেন আল্লাহ | নবি করেছিলেন। |
| খ. তিনি তাঁর একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত | শেষ কররেন। |
| গ. নবি প্রথম দিনের সমাবেশ | করতে চাইলেন। |
| ঘ. আল্লাহ তায়ালা তাকে পরবর্তীতে | তায়ালার একজন প্রিয় বান্দা। |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. যুলকিফল অর্থ কী?

খ. নবি ইয়াসা (আ) প্রতিনিধি নিয়োগের জন্য কয়টি শর্ত দিয়েছিল?

গ. নবি ইয়াসা (আ) প্রতিনিধি নিয়োগের জন্য কয়দিন সমাবেশ করেছিলেন?

ঘ. আলাহ তায়ালা যুলকিফলকে কী করেছিলেন?

ঙ. হযরত যাকারিয়া (আ) কে ছিলেন?

চ. হযরত যাকারিয়া (আ) কার অভিভাবক ছিলেন?

ছ. যাকারিয়া (আ) ইবাদাতখানার কী ছিলেন?